তিন গোয়েন্দা

ডাকাত সর্দার

রকিব হাসান

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro

অন্যের প্ররোচনায় ডাকাতি
করতে রাজি হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।
জিনাকেও সঙ্গে নেবে কিনা ভাবছে।
জীবনের প্রথম ডাকাতি,
চিন্তায় পড়ে গেল ডাকাত-সর্দার কিশোর পাশা;
ঘটবে তো সব ঠিকঠাক?
পরিকল্পনায় ভুল থাকলে চলবে না।
কেউ যেন বুঝতে না পারে কিছু।
কিন্তু অপরাধ কখনই সঠিক ফল দেয় না।
ভুল হলোই।
নিজেদের অপরাধের তদন্ত করতে নামল নিজেরাই।
সমাধান করতে না পারলে
পুলিশ ওদের ছাড়বে না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

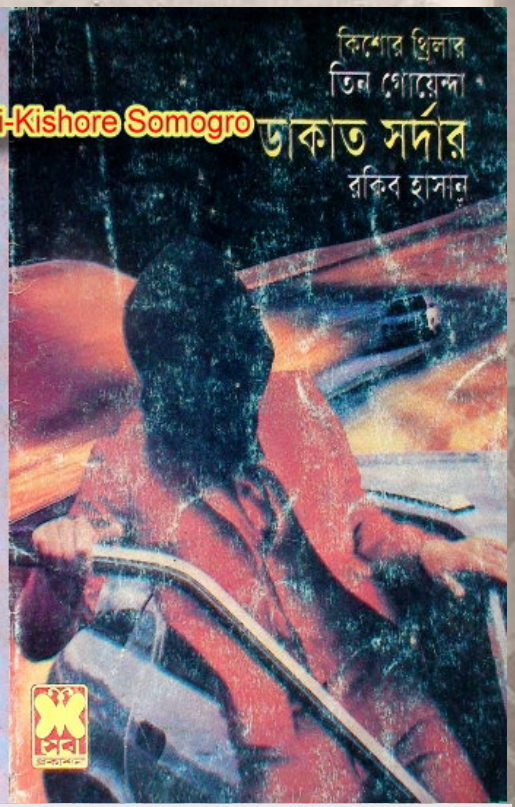

ডাকাত সর্দার

প্রথম প্রকাশ ২০০০

'গেছে উধাও হয়ে!' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল রবিন।

'কে উধাও হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

বাকি বীচ মলে ক্রেতার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। সকাল শেষ। দুপুরের দেরি নেই।

'আর কে। মুসা। কোথায় যেতে পারে, বলো তো?'

চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। তারপর হাত তুলল। 'ওই যে, ওপরে যাওয়ার এসক্যালেটরটায়।'

'হুঁ, তাই তো বলি,' মাথা দুলিয়ে বলল রবিন, 'কোথায় যেতে পারে আমাদের মুসা আমান। শিওর, দোতলার রেস্টুরেন্টটায় যাচ্ছে।'

হাসল কিশোর। 'হ্যাঁ, ওর কাছে শপিং মানেই ফাস্ট-ফুড-স্ট্যান্ড।'

দুই বন্ধুকে আসতে দেখে একটা বিমল হাসি উপহার দিল মুসা। 'এসেছ। দোতলাটা একবার ঘুরে আসতে যাচ্ছিলাম। পেটের মধ্যেই জানান দিচ্ছে লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে।'

'এ আর নতুন কথা কি,' রবিন বলল। 'তোমার পেট তো সব সময়ই লাঞ্চ, ডিনার, নাস্তার সঙ্কেত দিয়েই চলেছে। তবে খাবারের কথা বলে ভালই করেছ, আমার পেটের খিদেটাও জানান দিচ্ছে।'

এসক্যালেটর থেকে নেমে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। সব ধরনের রেস্টুরেন্টে ভর্তি এ তলাটা। চায়নিজ, ইটালিয়ান, মেক্সিকান, ইনডিয়ান, জাপানী, এমনকি হাওয়াইয়ান খাবারও পাওয়া যায় এখানে। বাতাসে খাবারের সুগন্ধ।

গদগদ ভঙ্গিতে দুই হাত তুলতে লাগল মুসা। 'সবগুলোই টেস্ট করে দেখতে ইচ্ছে করছে আমার।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'আমি পিৎসাতেই সন্তুষ্ট।'

'আমিও,' কিশোর বলল। একটা ইটালিয়ান স্ট্যান্ডের দিকে রওনা হলো দুজনে।

দুই স্লাইস পিৎসা আর দুটো লেমোনেড শেষ করে ফিরে তাকাল ওরা। মুসাকে দেখতে পেল ডাইনিং সেকশনের মাঝখানের একটা টেবিলে।

এগিয়ে গেল রবিন। 'টেবিল পেলে কি করে?' জিজ্ঞেস করে উঠল সে। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হলো আমাদের!'

বিজ্ঞের হাসি হাসল মুসা। 'ও সব জানতে হয়। এখানকার নিয়ম-কানুন সব আমার মুখস্থ। ঘন ঘন আসি তো।' একটা এগ-রোলের শেষ অংশটা ঠেসে ঠেসে মুখে পুরল সে। 'হ্যাঁ, হয়েছে। এখন বলো কোথায় যেতে হবে। আমি এখন

পুরোপুরি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত...'

হঠাৎ চেঁচামেচি শুরু করল লোকে। খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরল কিশোর। 'দেখলে কাণ্ডটা?'

'কি কাণ্ড!' অবাক হলো রবিন।

'সবুজ সোয়েটার পরা ছেলেটার কাণ্ড? মহিলার পার্সটা কেড়ে নিয়েই দৌড়!' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাতে চোরটাকে দেখতে পেল আবার কিশোর। ধরার জন্যে দৌড় দিল। রবিন আর মুসা অনুসরণ করল তাকে।

ওদের ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে গেল ছেলেটার। ঢুকে পড়ল চমকে যাওয়া ক্রেতাদের ভিড়ে। ঠেলা-ধাক্কা আর গুঁতো মেরে লোকজনকে সরাতে সরাতে ছুটল সে। সবাই কেমন বিমূঢ় হয়ে গেছে। তাকে ধরার কথাও ভাবছে না কেউ।

ছেলেটার মত একই কায়দায় ওদের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগোল তিন গোয়েন্দাও। হাতের ধাক্কায় চতুর্দিকে ছিটকে পড়ছে টমাটো, এগ-রোল, চিলি ডগ আরও নানা রকম খাবার।

ভুল এসক্যালেটরে গিয়ে উঠল ছেলেটা। ওপরে উঠছে এসক্যালেটর, সেটা বেয়ে দৌড়ে নামতে গিয়ে তার গতি গেল অনেক কমে। ক্রেতাদের ধাক্কা মেরে সরাতে সরাতে চিৎকার করে উঠল, 'আহ্, সরুন, সরুন!'

তার পিছে লেগে থাকার চেষ্টা করল মুসা আর রবিন। কিশোর ছুটে গেল নিচে নামার এসক্যালেটরটার দিকে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে গেল ছেলেটা। তিন গোয়েন্দা যখন সেখানে পৌঁছল, পুরোদমে দৌড়াতে শুরু করেছে সে।

'ওই যে! ওই যে!' চিৎকার করে মুসাকে দেখাল রবিন।

'ধরো ওকে, ধরো!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

সবই দেখছে লোকে, কিন্তু কেউ ছেলেটাকে থামানোর চেষ্টা করছে না। বরং লাফ দিয়ে সরে জায়গা করে দিচ্ছে যেন ওকে আরও ভালমত দৌড়ানোর জন্যে।

মলের মাঝখানের বড় ফোয়ারাটার দিকে ছুটে গেল সে। সবুজ সোয়েটারটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে লোকের ভিড়ের মধ্যেও।

'ফোয়ারা ঘুরে যাচ্ছে,' চিৎকার করে দুই সহকারীকে জানাল কিশোর। 'এদিক থেকে ঘুরে গিয়ে মুখোমুখি হও। আমি পেছনে থাকছি।'

ফোয়ারা ঘোরার সময় ফিরে তাকাল ছেলেটা। তেড়ে আসা তিন কিশোর এখনও তার পেছনে লেগে আছে কিনা দেখল। থমকে দাঁড়াল। চালাকি করে বাঁয়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল। তারপর দৌড় দিল সবচেয়ে কাছে দিয়ে বেরোনোর দরজাটার দিকে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল মুসা।

সহজেই তার পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে দৌড় দিতে গেল ছেলেটা। কিন্তু পরক্ষণে উড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। মুসার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে একটা পা বাড়িয়ে দিয়েছে রবিন। তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে ছেলেটা।

'চমৎকার, নথি!' রবিনের প্রশংসা করে কলার ধরে চোরটাকে মেঝে থেকে টেনে তুলল কিশোর। সোয়েটারের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা লাল পার্স। 'কি মিয়া, এটা তোমার নাকি? একে তো মহিলাদের জিনিস, তার ওপর

লাল, তোমার তো সবুজ পছন্দ। কি জবাব দেবে?'

ভয় পাওয়ার বদলে বরং দাঁত বের করে হাসল ছেলেটা। 'নাহ্, তোমরা সত্যি দারুণ!'

'আমাদের কাজ তাহলে পছন্দ হয়েছে তোমার?' শুকনো স্বরে বলল কিশোর। ছেলেটার রহস্যময় আচরণ অবাক করেছে তাকে। চট করে তাকিয়ে নিল দুই সহকারীর দিকে।

'না, সত্যি বলছি!' চোরটা বলল। 'যে ভাবে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলে। তবে তারপরেও বলতে হবে দেরি করে ফেলেছ। আমি তো মনে করেছিলাম এসক্যালেটরের ওপরই আমাকে ধরে ফেলবে।'

'পারতাম,' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল ওই লোকগুলো। ধরার চেষ্টা তো করলই না, উল্টে...আচ্ছা, ধরা পড়াতে মনে হচ্ছে খুশি হয়েছ তুমি?'

'তাই তো! কি ব্যাপার হে?' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন।

'জবাবটা বরং আমিই দিই।'

ওদের ঘিরে জমে ওঠা ভিড় ঠেলে সরিয়ে ঘেরের ভেতরে এসে দাঁড়ালেন এক ভদ্রলোক। পরনে হালকা ধূসর রঙের স্যুট।

ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ভদ্রলোকের টাকমাথা, বিশাল মোটা দেহ। তাঁর ঠিক পেছনেই রয়েছেন সেই মহিলা, যার পার্সটা ছিনতাই হয়েছে। দুজনেই হাসছেন ছেলেদের দিকে তাকিয়ে।

'কে আপনি?' ভদ্রলোকের আপাদমস্তক দেখতে দেখতে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল কিশোর।

হেসে উঠলেন তিনি। 'কি বুঝলে, ক্যাটালিনা?' মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন। 'বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে? এই নাও তোমার পার্স।' পার্সটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি। 'আমি শিওর, সব ঠিকঠাকই পাবে ভেতরে। কিছুই খোয়া যায়নি।' সবুজ সোয়েটার পরা ছেলেটার কাঁধে আলতো চাপড় দিয়ে বললেন, 'ভাল দেখিয়েছ, টিম।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়ালেন জনতার দিকে। 'যান, আপনারা। সব ঠিক আছে।'

ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল বিস্মিত জনতা।

তাদের মতই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, 'এ সবের মানেটা কি দয়া করে বলবেন?'

'হ্যাঁ, বলবেন?' গম্ভীর মুখে কিশোরকে সমর্থন করল মুসা। 'লুকানো টিভি ক্যামেরা-টেমেরা আছে কোনখানে, একটা সত্যিকারের অ্যাকশন দৃশ্য তুলে রাখার জন্যে?' ক্যামেরার চোখটা দেখার জন্যে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল সে।

হাসলেন ভদ্রলোক। 'না, ক্যামেরা নেই। তবে অ্যাকশনটা সাজানো, প্ল্যান করেই করা হয়েছে, এটা ঠিক। চলো না, বসে কথা বলি।'

*

'সাজানো?' ভদ্রলোকের উল্টো দিকে একটা চেয়ারে বসে বলল কিশোর। ঘটনাটা ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে।

ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিলেন ভদ্রলোক। 'আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমার নাম জন এফ. বোরম্যান।' পাশে বসা মহিলার কাঁধে হাত রাখলেন। 'এ আমার বান্ধবী ক্যাটালিনা হিউমার।' ছেলেটাকে দেখালেন, 'আর ও হলো টিমথি, ক্যাটালিনার নাতি। তোমাদের লাভের জন্যেই ওদের সাহায্যে এই নাটকটার ব্যবস্থা করেছিলাম আমি।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন পুরো ব্যাপারটা ভুয়া?' ভেতরে ভেতরে রাগ ফুঁসে উঠতে লাগল রবিনের।

বিরক্তি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করল কিশোর। 'আমাদের লাভ? কি বলতে চান আপনি?'

'খুব সহজ,' মিস্টার বোরম্যান বললেন। 'তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম আমি। দেখতে চাইছিলাম, তোমাদের সম্পর্কে যা যা শোনা যায়, তা ঠিক কিনা। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, সত্যিই শুনেছি।'

'আমাদের সম্পর্কে শুনেছেন আপনি?' রবিনের প্রশ্ন।

'খবরের কাগজ পড়লে যে কেউ তোমাদের নাম জেনে যাবে। শোনো, এত বিনয় দেখানো লাগবে না। তোমরা তিন গোয়েন্দা, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

ঝিক করে আলো জ্বলে উঠল বোরম্যানের চোখে। 'তোমাদের অনুসরণ করে মলে এসেছি আমরা। ছোট্ট একটা নাটকের ব্যবস্থা করেছি। যাতে আসল কাজটায় যেতে পারি।'

হালকা হাসি দেখা গেল মিসেস হিউমার আর তার নাতির মুখে। হেসে বললেন মিসেস হিউমার, 'তোমাদের বোকা বানাতে পেরেছি আমরা, তাই না?'

'তা পেরেছেন,' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল কিশোর। 'যাকগে, আপনাদের কাণ্ডটা রসিকতা হিসেবেই নিচ্ছি আমরা। কিন্তু একটা প্রশ্ন নিশ্চয় করতে পারি। কেন করলেন এ কাজ?'

হাসলেন বোরম্যান। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন, তিনি একাই হাসছেন, সঙ্গে সঙ্গে হাসা বন্ধ করে দিলেন। 'বেশ, আসল কথায় আসা যাক। তোমরা যে ভাবে টিমকে ধরে ফেললে, প্রশংসা না করে পারা যায় না।'

'ঠিক আছে, করলেন প্রশংসা,' ঠকা খাওয়ার রাগটা এখনও ভুলতে পারছে না কিশোর। 'তারপর?'

কোটের পকেট থেকে চুরুট বের করে দুই হাতের তালুতে ডলে নরম করতে শুরু করলেন বোরম্যান। 'তোমাদের দিয়ে একটা কাজ করানোর কথা ভাবছি আমি।'

কিশোর আর মুসার দিকে তাকাল রবিন। সামনে ঝুঁকল। বোরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'কাজটা কি?'

চোখ নামালেন মিস্টার বোরম্যান। ভাবছেন কিছু। অবশেষে মুখ তুলে তাকালেন। প্রথমে রবিনের দিকে। তারপর মুসা। সবশেষে কিশোরের দিকে। কিশোরের বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখের তারায় চোখ রেখে ঘোষণা করলেন, 'একটা ডাকাতি করতে হবে তোমাদের!'

দুই

'মস্ত ভুল করেছেন আপনি, মিস্টার বোরম্যান!' কঠোর কণ্ঠে বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা, ডাকাত নই।'

'ঠিক!' রবিনও উঠে দাঁড়াল।

মুসা উঠে দাঁড়াল ধীরে সুস্থে। ঘাড় নেড়ে বলল, 'চলো।'

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও মিস্টার বোরম্যানের হাসি শুনে থেমে গেল কিশোর। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল বোরম্যানের। রুমাল বের করতে হলো মোছার জন্যে। বললেন, 'জানতাম, চমকে যাবে। কিছু মনে কোরো না, নাটকীয়তা আমার ভীষণ পছন্দ। যাই হোক, সত্যি সত্যি অপরাধ করতে বলছি না তোমাদের।'

রুমালটা পকেটে রেখে দিলেন তিনি। 'যে কার্ডটা দিলাম তোমাদের, পড়ে দেখো; তাহলেই জানবে মাউনটেইন ইনের মালিক আমি। মিস্ট্রি উইকএন্ডের কথা শুনেছ কখনও?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর, 'হ্যাঁ, শুনেছি। কোন কোন হোটেলে সাপ্তাহিক ছুটিতে গেস্টদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুয়া একটা রহস্য তুলে দেয়া হয় তাদের হাতে—এই যেমন খুন, ডাকাতি, ছিনতাই; ছুটি শেষ হওয়ার আগেই রহস্যটার সমাধান করতে বলা হয় তাদের।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার বোরম্যান।

'কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ?' জানতে চাইল রবিন।

'আছে,' ওদেরকে ধাঁধার মধ্যে রাখতে পেরে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন বোরম্যান। 'বহু জটিল কেসের সমাধান করেছ তোমরা, তাই না?'

কোনদিকে এগোচ্ছেন মিস্টার বোরম্যান, বুঝতে পারছে না কিশোর। বলল, 'তা করেছি।'

চুরুটের মাথা দাঁত দিয়ে কাটলেন বোরম্যান। 'আমি আমার গেস্টদের দিয়ে একটা রহস্যের সমাধান করাতে চাই। অপরাধ সৃষ্টি করে, সূত্র রেখে দিয়ে, গেস্টদের মধ্যেই সন্দেহভাজন তৈরি করে রাখতে চাই—মোট কথা, একটা অপরাধ রহস্যের ব্যবস্থা করার ইচ্ছে আমার।'

হাসি ফুটল কিশোর আর রবিনের মুখে। পছন্দ হয়েছে তাদের। মুসার দিকে তাকাল। তার মধ্যে কোন ভাবান্তর নেই। তার পছন্দ হলো কিনা, বোঝা গেল না।

বোরম্যান বললেন, 'আমি তোমাদের বেশি সম্মানী দিতে পারব না। তবে বিনে পয়সায় পর্বতের ওপরে একটা ছুটি কাটানোর সুযোগ পাবে। চাইলে দু'একজন বন্ধুকেও সঙ্গে নিতে পারো। তাদের খরচটাও আমিই বহন করব।'

এবার সত্যি সত্যি আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর। 'তারমানে আপনি আমাদের নিমন্ত্রণ করছেন?' মুসার দিকে তাকিয়ে দেখল এখন তার মুখেও চওড়া হাসি।

মাথা ঝাঁকালেন বোরম্যান। 'হ্যাঁ, করছি।'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'জিনাকে সঙ্গে নিতে পারি আমরা।'

'যাকেই নাও, তিনজনের বেশি নেবে না। হোটেলে রুম বেশি নেই। যাদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি, রুম না থাকলে শেষে তাদেরকেই জায়গা দিতে পারব না।'

'আমরা একজনকেই নেব, তার বেশি না।'

'একটা কথা তোমাদের বলা হয়নি।' হাতের তালুতে সিগারেটটা ডলতে লাগলেন বোরম্যান। মনে মনে কথা সাজাচ্ছেন হয়তো। অপেক্ষা করে রইল তিন গোয়েন্দা।

'একটা ভুয়া অপরাধ রহস্যের প্ল্যান এবং সেটাতে অভিনয় করার জন্যেই শুধু তোমাদের সাহায্য চাইছি, তা নয়। ওই এলাকার আশেপাশের হোটেলগুলোতে ডাকাতি হয়ে গেছে বেশ কয়েকটা। পুলিশ কোন কিনারা করতে পারেনি। তোমরা তদন্ত করলে হয়তো কিছু বের করে ফেলতে পারবে।'

কিশোরের কাঁধে হাত রাখল মুসা। 'কি বুঝলে? যাবে? শুধু ভুয়া নাটকে অভিনয় নয়, আসল রহস্যেরও কিনারা করতে হবে। তারমানে, জমবে।'

'যাব তো বটেই,' জবাব দিল কিশোর। 'আসল রহস্য আছে বলেই আগ্রহটা বেড়ে গেছে আমার। রবিন, কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'যাচ্ছ তো?'

'খালি খালি একা একা বাড়িতে বসে থেকে কি করব?' হাসল মুসা।

এতক্ষণে দিয়াশলাইর জন্যে পকেটে হাত ঢোকালেন মিস্টার বোরম্যান। 'আমি জানতাম, তোমরা রাজি হবে।'

'দাঁড়ান,' হাত তুলল কিশোর, 'আগে জেনে নিই কোন সপ্তাহের ছুটিতে কাজটা করাতে চাইছেন আপনি?'

'তিন সপ্তাহ সময় দেয়া হলো তোমাদের,' বোরম্যান বললেন। 'এ সময়ের মধ্যে প্ল্যান তৈরি করবে তোমরা। আমি করব বিজ্ঞাপন। হেডিংটা এভাবে দেয়া যেতে পারে: চমৎকার একটা রহস্য খুঁজছেন? নজর রাখুন এই বক্সের দিকে। এখানেই জানতে পারবেন, মাউনটেইন ইন-এ সময় কাটাতে হলে কি কি করতে হবে আপনাদের।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন। 'কেমন হলো? আশা করি, এ ভাবে লিখলে গেস্টরা আকৃষ্ট হবেই।'

শেষ পর্যন্ত চুরুটটা ধরালেন মিস্টার বোরম্যান। গোটা দুই লম্বা টান দিয়ে বাদামী রঙের ঘন ধোঁয়া ছাড়লেন ফকফক করে। 'তাহলে ওই কথাই রইল।' পকেট থেকে লম্বা একটা সাদা খাম বের করে বাড়িয়ে দিলেন। 'হোটেলটা সম্পর্কে সব কথা, আর কিভাবে যেতে হবে বিস্তারিত লেখা আছে এতে। খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের।'

আগ্রহের সঙ্গে খামটা নিল কিশোর।

মিস্টার বোরম্যানের সঙ্গে হাত মেলাল তিন গোয়েন্দা।

'ও, আরেকটা কথা,' বললেন তিনি। 'তোমাদের প্ল্যান করা হয়ে গেলে চিঠি লিখে জানাবে আমাকে। হোটেলের ঠিকানায় লিখবে না। কার্ডে যে পোস্ট বক্স আছে, সেই ঠিকানায় লিখবে। আমি চাই না, আমাদের প্ল্যানের কথা আর কেউ

জেনে যাক।'

'জানবে না,' কথা দিল কিশোর। 'অন্তত আমাদের কাছ থেকে তো নয়ই।'

পিস্তলের নলের মত করে চুরুটটা ওদের দিকে তুলে ধরে নাচালেন মিস্টার বোরম্যান। 'তাহলে, সামনের শুক্রবারের পরে, তৃতীয় সপ্তাহের মাথায় দেখা হচ্ছে আমাদের।'

ক্যাটালিনা আর তার নাতিকে নিয়ে সবচেয়ে কাছে যে বেরোনোর দরজাটা দেখলেন, সেটার দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি। পেছনে, বাতাসে রেখে গেলেন ধোঁয়ার জাল।

মুসা বলে উঠল, 'উঁহু, চুরুট না কচু! পুরানো মোজার গন্ধ!'

'চুপ! আস্তে! শুনবে!' সাবধান করল রবিন। হেসে রসিকতা করল, 'তবে যা-ই বলো, তেজ আছে ধোঁয়ার। নাকের সর্দি পরিষ্কার করে দিয়েছে আমার। চলো, যাওয়া যাক।'

উত্তরের করিডরটার দিকে রওনা হলো কিশোর।

রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা। 'আরেকবার দোতলার এসক্যালেটরটায় চেপে বসলে কেমন হয়?'

'উঁহু···' বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। এসক্যালেটরের ওপর থেকে একটা লোক তাকিয়ে আছে যেন ওদেরই দিকে। পরনে চামড়ার তৈরি কালো পোশাক। কালো রঙের বিশাল একটা নকল সাপ পেঁচিয়ে রেখেছে তার মোটর সাইকেল আরোহীর হেলমেটটাকে। হেলমেটের কালো প্লাস্টিকের ঢাকনাটা পুরোপুরি টেনে দেয়া, মুখ দেখা যাচ্ছে না।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল লোকটা। তারপর আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে ওপরে উঠে মিশে গেল জনতার ভিড়ে।

*

সেদিন বিকেলে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে আলোচনায় বসল ওরা।

মিস্টার বোরম্যানের দেয়া নির্দেশাবলীর কাগজপত্রগুলো সামনের ছোট টেবিলটায় রাখল রবিন। 'এই দেখো,' একটা পুস্তিকা তুলে নিয়ে পড়ে বলল সে, 'মাউনটেইন ইন হোটেলটা ছোট। গেস্টদের জন্যে মাত্র বারোটা কামরা। তাতে পাতানো রহস্যের খেলা খেলতে সুবিধেই হবে। বেশি গেস্ট থাকলে সন্দেহভাজনের সংখ্যা বেড়ে যেত, খেলাটা খুব জটিল হয়ে যেত।'

উজ্জ্বল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল রবিনের চোখে। 'নামটা যেমন ইন, মানে সরাইখানা, পুরানো আমলের সেই সরাইখানার যুগে চলে যাওয়ার ব্যবস্থাই করেছেন মিস্টার বোরম্যান। কোন কামরাতেই রেডিও নেই, টেলিভিশন নেই। একটামাত্র টেলিভিশন রাখা হয়েছে লবিতে···'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'রেডিও নেই, টেলিভিশন নেই, কাটাব কি করে?'

'সুইমিং পুল আছে,' রবিন বলল।

'আবহাওয়া খুব বেশি ঠাণ্ডা,' মুসা বলল। 'সাঁতার কাটা যাবে না।'

'টেনিস কোর্ট আছে, টেনিস খেলতে পারবে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তা-ও সম্ভব না। মিস্টার বোরম্যান আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন কাজের জন্যে।

ডাকাতির তদন্ত বাদ দিয়ে খেলে বেড়াই, এটা নিশ্চয় চাইবেন না তিনি।'

'তাহলে আর সময় কাটানো নিয়ে চিন্তা করছ কেন?' কিশোর বলল। একটা ফাইল ঠেলে দিল রবিনের দিকে। 'খবরের কাগজের কাটিং। মল থেকে ফিরে এসে কেটে রেখেছি। মাউনটেইন ইনের আশেপাশের এলাকায় যে সব ডাকাতি হয়েছে, তার রিপোর্ট।'

আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করল রবিন। পড়া শেষ হলে বলল, 'মনে হচ্ছে একই লোকের কাজ।'

'কিংবা দলের,' কিশোর বলল। 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ, ডাকাতিগুলো সব সজ্ঘটিত হয়েছে গত এক মাসে?'

'তারমানে, ডাকাতেরা ওই এলাকায় নতুন,' রবিন বলল।

'সেটা জোর দিয়ে বলা যায় না। হতেও পারে, না-ও পারে। ওখানে না গিয়ে কিছু বুঝতে পারব না।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আসল অপরাধের আলোচনা আপাতত বাদ। নকল রহস্য তৈরির জন্যে মাথা ঘামানো দরকার।'

পেছনের দুই পায়ের ওপর চেয়ারটাকে কাত করে দোলাতে দোলাতে মুসা বলল, 'জিনাকে তো নিচ্ছ, নাকি?'

'হ্যাঁ, নেব,' জবাব দিল কিশোর। 'ডাকাতির শিকার বানাব ওকে।'

'কি ভাবে?'

'নকল হীরার একটা নেকলেস আছে না ওর, আসল হীরার মত মনে হয় যেটা; সেটাকে কাজে লাগাব।'

'তারমানে ওটাকে চুরি করানো হবে,' মুসা বলল। 'চোরটা হবে কে?'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'তুমি।'

এতটাই চমকে গেল মুসা, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। তারপর কোনমতে বলল, 'আমি!'

'অসুবিধে কি?' মুচকি হাসল কিশোর। 'তোমার ওই দেবদূতের মত নিষ্পাপ চেহারা দেখে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না তুমি চোর হতে পারো। সন্দেহ করবে না কেউ।'

শেষ প্রশ্নটা করল রবিন, 'কিন্তু জিনা কি যেতে রাজি হবে?'

'না হওয়ার কোন কারণ তো আমি দেখছি না,' কিশোর বলল। 'যদি অন্য কোন কাজ তার না থাকে। এত কথার দরকার কি? চলো না, তাকেই জিজ্ঞেস করা যাক।'

তিন

নির্বিঘ্নেই কেটে গেল পরের তিনটে হপ্তা। জিনার সঙ্গে কথা হয়েছে তিন গোয়েন্দার। তার নেকলেসটা পরীক্ষা করে দেখেছে কিশোর। কাজ হবে এটা দিয়ে। জিনাও যেতে রাজি। যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো ওরা। একটা ভ্যান ভাড়া করা

হলো।

নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করল। দেখতে দেখতে পেছনে মিলিয়ে গেল রকি বীচ। লোকাল রোড ছেড়ে হাইওয়েতে গাড়ি ঢোকাল মুসা। মাউনটেইন ইনে যেতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে। তারমানে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দুটো।

'হোটেলে ঢুকে গেস্টদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে প্রচুর সময় পাব,' কিশোর বলল।

হেসে বলল জিনা, 'ডিনারের সময় হারটা পরব আমি আজ।'

'পরলেই বা কি,' তেমন উৎসাহ বোধ করল না মুসা। 'আসল হার তো নয়। চুরি করে মজা পাবে না চোর।'

'আসল নয় কি করে জানলে?' ভুরু নাচাল জিনা। 'আসলটাও তো পরতে পারি আমি। ঠিক আছে কিছু?'

'পরলে পস্তাবে। নকল হলে যা-ও বা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আসল হলে একেবারেই নেই।'

'কেন,' মুচকি হাসল রবিন। 'নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে নাকি?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল মুসা, বাধা দিল কিশোর, 'থাক থাক, গাড়ি চালানোর সময় কথা বলার দরকার নেই। পাহাড়ী রাস্তায় শেষে অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে।'

সকালের দিকে এখন যানবাহনের ভিড় তেমন নেই। ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার গতিবেগে সীমাবদ্ধ রাখল মুসা। দুই পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল তার পাশে বসা কিশোর। পেছনের সীটে একটা বই খুলে বসল রবিন। জিনা ঝিমুনো শুরু করল।

এক ঘণ্টার বেশি কেটে গেল। একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেল কিশোর। ফিরে তাকাল রবিনের দিকে। অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল।

বই থেকে মুখ তুলল রবিন। 'কি হলো?'

'মনে হয় অনুসরণ করা হচ্ছে আমাদের!' জবাব দিল কিশোর।

রবিনও ফিরে তাকাল, 'সেই লোকটা নাকি?'

মলের কালো পোশাক পরা লোকটার মতই পোশাক পরা একটা লোক মোটর সাইকেল নিয়ে পেছন পেছন আসছে।

'আধঘণ্টা ধরেই দেখছি ওকে,' মুসা জানাল।

'খসানোর চেষ্টা করো,' কিশোর বলল।

সামনে মাথা তুলে রেখেছে পাহাড়-শ্রেণী। পথটা সামনে বাঁক নিয়েছে। ওপাশের কিছু দেখা যায় না। সেটা পার হয়ে আসতে পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল মোটর সাইকেল আরোহী। সামনে হাইওয়ে থেকে নেমে গেছে আরেকটা কাঁচা রাস্তা। ব্যবহার হয় না। ঘাস জন্মে আছে। সেটাতে নেমে পড়ল মুসা। ঘন গাছপালার আড়ালে গাড়ি ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।

মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ চলে যেতে শুনল হাইওয়ে ধরে। পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করে আবার স্টার্ট দিল মুসা। ফিরে এল হাইওয়েতে। সামনে আঁকাবাঁকা পথে দেখা গেল না আর মোটর সাইকেল আরোহীকে।

রাস্তায় ছোট একটা শহরে থেমে ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে খেয়ে নিল ওরা।

তারপর আবার চলল।

পর্বতের ওপরে পৌঁছল ওরা অবশেষে। মুসা বলল, 'চোখ রাখো সাইনবোর্ডটা দেখা যায় কিনা।'

বলেও সারতে পারল না সে, উজ্জ্বল রঙের একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল রাস্তার পাশে। মাউনটেইন ইন-এর বিজ্ঞাপন। ওটা পার হয়ে আসতে কানে এল মোটর সাইকেলের শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জে ওঠার শব্দ।

ফিরে তাকাল কিশোর। সাইনবোর্ডের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সেই কালো পোশাক পরা লোকটা। ওদেরকে অনুসরণ করল না। উল্টো দিকে চলে গেল। হারিয়ে গেল মোড়ের অন্যপাশে।

পাঁচ মিনিট পর দিক-নির্দেশনা দেখে অন্য একটা পথে গাড়ি ঢোকাল মুসা। দুই পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে কিশোর, মুসা আর জিনা—হোটেলটা কোথায় আছে দেখার জন্যে।

'ওই যে!' প্রায় একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল তিনজনে।

গাড়ি থামাল মুসা। নেমে গেল। ড্রাইভিং সীটে বসল কিশোর। প্ল্যান মত কাজ করতে হবে এখন থেকে। গাড়ি নিয়ে ঢুকে যাবে তিনজনে। মুসা আসবে পরে। ভাবটা দেখাবে, যেন ওদের সঙ্গে আসেনি।

লম্বা লম্বা পাথরের থামওয়ালা গেটের ভেতর গাড়ি ঢোকাল কিশোর। খোয়া বিছানো একটা লম্বা গাড়িপথ ধরে এগিয়ে চলল। দুই পাশে গাছের সারি। একটা পাহাড়ের কোল বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পথটা। শেষ হলো এসে হোটেলের কাছে। পুরানো, ভিকটোরিয়ান স্টাইলের একটা বাড়ি। দুই পাশ থেকে ছড়ানো সবুজ লন চলে গেছে কয়েকশো ফুট দূরে, ঢুকে গেছে সীমানা ঘিরে থাকা বনের ভেতরে।

'বাপরে! ভুতুড়ে মনে হচ্ছে!' জিনা বলল।

'মুসার সামনে আর এ কথা বোলো না,' সাবধান করল কিশোর। 'ভয় ধরিয়ে দিলে কাজ করানোই মুশকিল হয়ে যাবে ওকে দিয়ে।'

গেস্টদের জন্যে সংরক্ষিত পার্কিং লটে গাড়ি রাখল কিশোর।

ব্যাগ-সুটকেসগুলো বের করে নিয়ে দ্রুতপায়ে সামনের সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল তিনজনে।

বড় একটা হলঘরে ঢুকল। ওক কাঠের প্যানেলিং করা। বাঁ দিকে ওক কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে।

ডানে, এক সময় যেটা ছোট সিটিং রুম ছিল, এখন সেটা লবি। বাঁয়ে পারলার। দুই জোড়া দম্পতি বসে আছে। সবারই বয়েস তিরিশের কোঠায়।

'ওখানেই মনে হয় নাম লেখাতে হবে,' লবির দিকে ইঙ্গিত করে বলল কিশোর।

ডেস্কের দিকে এগোল ওরা।

লবির একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দেয়াল-সমান পুরানো, একটা আরামদায়ক কাউচ। মুখোমুখি রাখা একটা টেবিলের ওপাশে দুটো আর্মচেয়ার। টেবিলে রাখা একটা রীডিং ল্যাম্প। ঘরের শেষ মাথায় কাউন্টারের সামনে বসে আছে ডেস্ক ক্লার্ক। তার পেছনে ছোট একটা অফিসে বড় একটা ডেস্ক। দেয়ালে ছোট ছোট কয়েক সারি

খোপ। সেগুলোতে চাবি ঝোলানো।

খবরের কাগজ পড়ায় এতটাই মগ্ন ক্লার্ক, গোয়েন্দাদের আগমন লক্ষই করল না। কাছে গিয়ে কিশোর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বলল, 'হাই।'

চমকে গেল লোকটা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত থেকে পড়ে গেল কাগজ।

'সরি, তোমাদের ঢুকতে দেখিনি,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল সে। ছোটখাট, হালকা-পাতলা মানুষ। মাথাজোড়া টাক। সামান্য যে ক'টা চুল রয়েছে, সেগুলোকে লম্বা করে টাকের ওপর যত্ন করে বিছিয়ে রেখেছে। চঞ্চল চোখ দুটো দ্রুত নড়ছে।

পরিচয় দিল কিশোর, 'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু রবিন মিলফোর্ড...'

বাধা দিয়ে জিনা বলল, 'আর আমি ওর বোন! জরজিনা মিলফোর্ড! ডাকনাম জিনা।'

মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক। হাসি ফোটাল মুখে। 'আমি এলান উইকেড। মাউনটেইন ইনে স্বাগতম।' কথা বলার সময় অবচেতন ভাবেই বাঁ হাতে একটা রূপার ডলার নিয়ে ঘোরাল টেবিলের ওপর। পয়সা রেখে ডান হাতে লেজার উল্টে সঠিক তারিখে এসে থামল। 'হ্যাঁ, এই যে। দুটো ঘর রিজার্ভ করা আছে তোমাদের নামে। রেজিস্টারে সই করে দাও, আমি তোমাদের চাবি দিয়ে দিচ্ছি।'

ওরা যখন সই করছে, পেছনের ঘর থেকে গিয়ে চাবি বের করে আনল এলান। একটা কিশোরের হাতে, অন্যটা জিনার হাতে দিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা দুজন দুশো সাত নম্বরটা শেয়ার করবে। আর তোমাদের বোনের দুশো ছয়। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' হেসে জবাব দিল কিশোর।

'ভাবলাম, কাছাকাছি থাকতে চাইবে তোমরা,' আন্তরিকতা দেখানোর ভঙ্গি করল এলান। 'সে-জন্যেই এ ভাবে রুম দিলাম।'

লবিতে নিয়ে আসা হলো রবিনকে। দেখেটেখে রবিন বলল, 'বাহ্, সুন্দর তো।'

লবিটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'খুব সুন্দর।'

হাসি ফুটল এলানের মুখে। 'হোটেলের বর্তমান মালিক, মিস্টার বোরম্যান কয়েক বছর আগে হোটেলটা কেনার পর সংস্কার করিয়ে নিয়েছেন। পুরানো পরিবেশ পুরোপুরি বজায় রাখতে চেষ্টা করি আমরা।'

'সত্যিই সুন্দর,' কিশোর বলল। 'মিস্টার বোরম্যান এখন কোথায়?'

'এখানে নেই। ব্যবসার কাজে বাইরে গেছেন।'

বিস্ময় চাপা দিতে পারল না কিশোর। 'বাইরে গেছেন? আমি তো ভাবলাম, এখানেই পাওয়া যাবে।'

'পরিচয় আছে নাকি তাঁর সঙ্গে?' আগ্রহী মনে হলো এলানকে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা বুঝে ফেলল কিশোর। ওদের সঙ্গে মিস্টার বোরম্যানের আলোচনার খবর নিশ্চয় গোপন রাখা হয়েছে, জানানো হয়নি এলানকে।

প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে বলল, 'না না, পরিচয় আর থাকবে কোত্থেকে। তাঁর কথা উঠল তো, ভাবলাম, এখানেই বুঝি আছেন।'

'হুঁ। আমার ধারণা, অ্যানটিক খুঁজতে গেছেন মিস্টার বোরম্যান।'

কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে সাহায্য করল রবিন, 'আপনাদের এই জায়গাটা সত্যি দারুণ, মিস্টার উইকেড। মনে হচ্ছে, টাইম মেশিনে করে একশো বছর পিছিয়ে চলে এসেছি।'

'হ্যাঁ, এখানে এলে এমনই লাগে,' এলান বলল। 'মাঝে মাঝে রাতের বেলা আমার নিজেরই মনে হয়, অতীতকালে রয়েছি।'

'ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা আছে নাকি এখানে?' জানতে চাইল রবিন।

'না,' ভাবসাব দেখে মনে হলো, নেই বলে যেন দুঃখই হচ্ছে এলানের। 'আস্তাবলটা আর ব্যবহার হয় না আজকাল। তবে একটা গোরস্থান আছে।'

'গো-গো-গোরস্থান?' তোতলানো শুরু করল জিনা। এ সব ব্যাপারে তাকে ভয় পাওয়ার অভিনয় করতে শিখিয়ে এনেছে কিশোর, তার আসল স্বভাবটা যাতে প্রকাশ না পায়। 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, হোটেলের সীমানার মধ্যে একটা কবরস্থান আছে, আর সেটার কাছাকাছি রাত কাটাতে হবে আমাকে?'

অদ্ভুত হাসি ফুটল এলানের ঠোঁটে। 'এসেছ যখন থাকতে তো হবেই। পুরানো পরিবেশ বজায় রাখার জন্যেই এ ব্যবস্থা। আগের দিনে পরিবারের প্রিয়জনদেরকে বাড়ির কাছাকাছি কবর দিত লোকে।'

'বলবেন না, বলবেন না! গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার!'

হাসিটা বাড়ল এলানের। বেরিয়ে পড়ল হলুদ দাঁত। 'সত্যি কি তুমি গোরস্থানকে ভয় পাও?'

'আমি পাই না,' কিশোর বলল।

'আমিও না,' সুর মেলাল রবিন।

দুজনের দিকে তাকাল জিনা। 'ভাগ্যিস তোমরা দুজন কাছাকাছি থাকছ। নইলে ভয়েই মরে যেতাম।'

কাউন্টার টপটা তুলে এপাশে বেরিয়ে এল এলান। 'চলো, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি। অন্য গেস্টদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার।'

ক্লার্কের পিছু পিছু পারলারে বেরিয়ে এল ওরা। সেখানে এখন ছয়জন লোক কথা বলছে।

'এক্সকিউজ মী,' ওদের উদ্দেশ্য করে বলল এলান, 'এ উইকএন্ডে আরও তিনজন গেস্ট এসেছে আমাদের। এর নাম জিনা। আর এ হলো কিশোর পাশা, ও রবিন মিলফোর্ড।'

কাউন্টারে রাখা বেল বাজল। আরেকবার 'এক্সকিউজ মী' বলে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল এলান।

সুন্দরী একটা মেয়ে উঠে দাঁড়াল। বয়েস বিশের কোঠায়। গোয়েন্দাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হাই। আমি ইভা ফিফার।'

হাত মেলাল জিনা আর দুই গোয়েন্দা।

বাকি পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ঘুরল মেয়েটা। 'এর নাম ড্রেক্সেল ফিলিপ।'

ফিলিপ যার নাম, সে খাটো, হর্ন-রিমড গ্লাসের ভেতর দিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে

তাকাল। বয়েস ইভার সমান। 'হাই,' বলল সে। 'মিস্ট্রি উইকএন্ডে যোগ দিতে এসেছ তোমরা?' বসে পড়ল আবার।

'হ্যাঁ।' যেন কোন ধারণাই নেই, এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'এ সম্পর্কে জানেন নাকি কিছু?'

'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে যেটুকু পড়েছি। তবে রহস্য আমার ভাল লাগে,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে দুই হাতে হাঁটু ডলতে শুরু করল ফিলিপ। 'রহস্য কাহিনী ছাড়া আর কিছু পড়ি না আমি।' এত দ্রুত কথা বলে সে, অনেক শব্দই স্পষ্ট বোঝা গেল না।

বাকি দুজন বয়স্ক দম্পতির দিকে ফিরল গোয়েন্দারা। ওরা বেলডেন আর ডকনেস। ইতিমধ্যেই খাতির হয়ে গেছে ওদের। তারমানে ছুটিটা মোটামুটি একসঙ্গেই কাটাবে ওরা।

কিশোররা বসলে ইভা জিজ্ঞেস করল, 'এই মিস্ট্রি উইকএন্ডটা শুরু হচ্ছে কবে? দুপুর বেলা থেকে এসে বসে আছি। এ পর্যন্ত কিছুই তো ঘটল না।'

'হবে হয়তো ছুটির মধ্যেই কোন এক সময়,' রবিন বলল। 'একআধটা অপরাধ ঘটানো হবে। তারপর গেস্টদের বলা হবে সেটার সমাধান করার জন্যে।'

'তাড়াতাড়ি কিছু ঘটলে ভাল হত,' ইভা বলল। 'হাত গুটিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না।'

এই সময় লম্বা, পেশিবহুল, সোনালি চুল এক যুবক গটমট করে ঘরে ঢুকল। বেশ হামবড়া একটা ভাবভঙ্গি। বসে থাকা গেস্টদের দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'বাহ্, লোক সমাগম তো ভালই হয়েছে।'

কিশোরের মনে হলো এ রকম একটা চরিত্রের সঙ্গে তারই প্রথমে পরিচয় করে নেয়া উচিত। হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'আমি কিশোর পাশা।'

কিশোরের বাড়ানো হাতটার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল যুবক, যেন হাত নয়, সাপ। অবশেষে ধরল হাতটা, যেন কৃপা করল। ঝাঁকি দিল। 'আমি জন। জন ম্যাক্করমিক। আমার ধারণা, তথাকথিত ওই মিস্ট্রি উইকএন্ডের জন্যে আগমন ঘটেছে সবারই।'

'আপনি কেন এসেছেন?' প্রশ্নটা না করে থাকতে পারল না রবিন। জনের হামবড়া আচরণে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তার।

'আমি এসেছি দেখতে,' কড়া স্বরে জবাব দিল জন, 'গোয়েন্দাগিরি ব্যাপারটা কি জিনিস।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মানে সহজ। আমার ধারণা, রহস্যের কিনারা করাটা কোন ব্যাপারই না। যে কোন আধবোকা লোকও সেটা করে ফেলতে পারে।'

'তাই নিজেকে আধবোকা প্রমাণ করতে এসেছেন?' প্রশ্নটা না করে পারল না রবিন।

হেসে উঠল ফিলিপ। জনের কঠোর দৃষ্টি তার হাসিটা থামিয়ে দিল মাঝপথে। হাঁটুতে হাত বোলাতে শুরু করল ফিলিপ। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সবার কাছে বিদায় নিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে গেল।

ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকাল জন। 'দেখা যাবে। উইকএন্ড শেষ হতে হতেই জেনে যাব আমরা, কে বেশি চালাক।' তারপর সে-ও ঘুরে দাঁড়িয়ে গট গট করে হাঁটতে শুরু করল ফিলিপের পেছন পেছন।

জিনার দিকে কাত হয়ে মুচকি হেসে বলল রবিন, 'কি বুঝলে? হিরো, না?'

'হ্যাঁ, হিরো,' নাকমুখ কুঁচকে বলল জিনা। 'পচা হিরো।'

এলান উইকেডের কথা মনে পড়ল তার। এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার উইকেড কোথায়? আমি আমার ঘরে যাব। জিনিসপত্র খুলতে হবে।'

জাদুমন্ত্রের মত এসে দরজায় উদয় হলো এলান উইকেড। 'এদিক দিয়ে এসো,' জিনাকে বলে গলা চড়িয়ে ডাকল, 'মিস্টার পেকস! মিস্টার পেকস!'

বিশালদেহী, পেশিবহুল একটা লোক এলানের পাশে এসে দাঁড়াল। 'মিস্টার পেকস আমাদের সিকিউরিটি গার্ড। এ ছাড়াও সব কাজের কাজি। যা করতে বলা হয়, সবই করে। পেকস, আপনি কি এদের ব্যাগগুলো ওপরতলায় দিয়ে আসতে পারবেন?'

'পারব, মিস্টার উইকেড।' বিশাল থাবা দিয়ে আলগোছে দুটো ভারী সুটকেস এমন করে তুলে নিল পেকস, যেন ওগুলো খালি। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এদিক দিয়ে।'

তাকে অনুসরণ করল কিশোর, রবিন আর জিনা। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল ওরা, সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মুসা। তাকে স্বাগত জানাচ্ছে এলান।

'আমি মুসা আমান,' বলল সে। 'এইমাত্র বাসে করে এসে নামলাম।'

'এসো,' এলান বলল। 'রেজিস্টারে সই করো। আমি তোমার চাবি বের করে দিচ্ছি।'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। ওদের প্ল্যান মতই সব ঘটছে।

ঘরে ঢুকে সুটকেস খুলে কাপড়-চোপড় বের করে রাখল দুজনে। তারপর কিশোর বলল, 'গা-টাগুলো সব নোংরা লাগছে। কাপড় বদলানো দরকার।'

সোয়েটারটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল চেয়ারের ওপর। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ভিকটোরিয়ান আমলের। খাট দুটোর ভারী লোহার ফ্রেম। মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে। নিজের খাটে বসে চাপ দিয়ে দেখল কিশোর, গদিটা কতখানি আরাম।

'নরমই,' জানাল সে, 'তবে স্প্রিংগুলো শক্ত।...আরি, এটা কি?' বালিশের ওপর রাখা একটা ছোট বাক্স তুলে নিল সে। 'চকলেট! কে রেখে গেল?'

বিছানায় শুয়ে পড়ে বাক্স বাঁধার সোনালি সুতোটা খুলতে শুরু করল সে। ডালার একপাশ ধরে উঁচু করতে গেল। বেমক্কা টান লেগে কাত হয়ে গেল বাক্সটা। ঝরঝর করে সমস্ত চকলেট পড়ে গেল তার গায়ের ওপর।

এক এক করে আবার চকলেটগুলো সব বাক্সে ভরে রাখতে লাগল সে। শেষ চকলেটটা তোলার জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছে, স্থির হয়ে গেল হাতটা। মাকড়সা!

চার

নিথর হয়ে পড়ে রইল কিশোর। আট পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিম্ভূত রোমশ প্রাণীটা। ধীরে ধীরে উঠে আসতে শুরু করল বাহু বেয়ে। গলার দিকে আসছে। মাকড়সাটা বিষাক্ত কিনা তা-ও বোঝার উপায় নেই। সামান্যতম নড়াচড়াও এখন তার প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। নড়লেই কামড়াবে।

কিছুই করার নেই তার, শুধু চুপচাপ পড়ে থেকে পেশিগুলোকে যতটা সম্ভব শক্ত করে রাখা; আর মনে মনে দোয়া করা ছাড়া যাতে মাকড়সাটা তাকে না কামড়ে নেমে যায়।

চোখের কোণ দিয়ে বাঁ দিকে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল কিশোর। তারপর সাদা ঝিলিক। তারপর বাতাসের ঝাপটা। ছপাৎ করে একটা শব্দ।

তোয়ালে দিয়ে বাড়ি মেরেছে রবিন। মাকড়সাটাকে ফেলে দিল মেঝেতে। গোল করে পাকানো একটা ম্যাগাজিন দিয়ে বাড়ি মেরে, মেরে ফেলল মাকড়সাটাকে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল ভাল করে দেখার জন্যে।

বিছানায় উঠে বসল কিশোর। গত দুই মিনিটের মধ্যে এই প্রথম ভাল করে দম নিল। 'আরেকটু হলেই গেছিলাম। ইচ্ছে করে কেউ মাকড়সাটা বাক্সে রেখে দিয়েছিল।' নিজেকেই প্রশ্ন করল সে, 'কে? কেন?'

'হ্যাঁ, কেন?' এক টুকরো কাগজে করে মাকড়সাটাকে তুলে নিল রবিন। 'সাধারণ একটা কালো মাকড়সা। এর মানেটা হলো, ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে স্রেফ আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে।'

কপালের ঘাম মুছল কিশোর। 'এবং কোন সন্দেহ নেই, সফল হয়েছে সে।' হাসল সে। কাঁপা কাঁপা শোনাল হাসিটা।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'ভয় যায়নি এখনও?'

সহসা গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'ভয় না, রাগ!' রবিনের কাঁধ চেপে ধরল সে। 'এটা কেবল শুরু। এমন ঘটনা আরও ঘটার সম্ভাবনা আছে। সাবধান থাকতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু আমরা তো এসেছি একটা ভুয়া অপরাধ ঘটাতে, গেস্টদের বিনোদনের জন্যে।'

'ডাকাতির কথা ভুলে যাচ্ছ,' কিশোর বলল। 'কি বলেছিলেন মিস্টার বোরম্যান? মিস্ট্রি উইকএন্ডের আড়ালে একটা আসল ডাকাতির তদন্ত করতে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, মনে আছে,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হয়তো আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকাতদের চোখ পড়ে গেছে আমাদের ওপর। আমাদের আসাটা ওদের পছন্দ হচ্ছে না।...কিন্তু ওরা জানল কিভাবে আমরা কে? তা ছাড়া আমাদের আসার আসল উদ্দেশ্যটাও তো এখানে কারও জানার কথা নয়। এমনকি হোটেলের ম্যানেজার এলানকেও জানানো হয়েছে বলে মনে হয় না।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'সর্বনাশ!'

http://amarboi.com

দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

অবাক হয়ে গেল রবিন। 'কি হলো?'

'জিনা!' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের যদি ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে, ওকেও বাদ দেবে না!'

কিশোরের পিছু পিছু দৌড় দিল রবিন। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে জিনার দরজায় থাবা মারতে শুরু করেছে কিশোর।

'জিনা! জিনা!' চিৎকার করে ডাকতে লাগল কিশোর।

ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। উঁকি দিল জিনা। চোখে কৌতূহল। 'কি ব্যাপার?' মোটা টেরি-ক্লথের ঢোলা পোশাকটা ভালমত টেনে দিল গায়ের ওপর।

'ভেতরে আসা যাবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'গোসল করতে যাচ্ছিলাম···ঠিক আছে, এসো।'

ঘরে ঢুকে মাকড়সাটার কথা খুলে বলল কিশোর।

'তারমানে পরিস্থিতি বিপজ্জনক,' জিনা বলল।

'হ্যাঁ, সেজন্যেই সাবধান করতে এলাম তোমাকে।···তোমার ঘরটায় খুঁজে দেখা দরকার।'

'সেটা আমি ঢুকেই দেখে ফেলেছি। তোমার সন্দেহ থাকলে আরেকবার দেখতে পারো। আমি শাওয়ার বন্ধ করে দিয়ে আসি।'

বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল জিনা। বন্ধ করার আগেই বাষ্প মেশানো গরম বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল দুই গোয়েন্দার গায়ে।

'খুব বেশি গরম পানি ব্যবহার করে ও,' মন্তব্য করল কিশোর। সেদিকে আর নজর না দিয়ে খোঁজা শুরু করে দিল।

কয়েক মিনিটেই দেখা শেষ হয়ে গেল দুজনের। কিছু পাওয়া গেল না।

'শাওয়ার বন্ধ করতে কি এতক্ষণ লাগে নাকি?' বাথরুমের দিকে তাকিয়ে ডাকল রবিন। 'জিনা, কি করছ?'

জবাব এল না।

'জিনা?'

এবারেও সাড়া নেই।

দরজার দিকে ছুটে গেল দুই গোয়েন্দা।

লক করা। শাওয়ার বন্ধ করতে ভেতর থেকে লক করা লাগে না! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল রবিন, 'জিনা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

জবাব না পেয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারতে শুরু করল রবিন। এত সহজে হার মানল না ভারী ওক কাঠের দরজা। মিনিট তিনেক প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি করার পর অবশেষে খুলে গেল পাল্লা।

বাষ্পে ভরে আছে। অন্ধ হয়ে গেল যেন ওরা। গরম পানির কণা মেশানো ভারী বাতাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শাওয়ারের চারপাশের বাষ্প বেশি ঘন। দেখা যায় না কিছু। নবটার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল কিশোর। গরম পানিতে হাত পুড়ে যাওয়ার অবস্থা।

দু'তিন মোচড়ে নবটা বন্ধ করে দিল সে।

মেঝেতে কুঁকড়ে পড়ে থাকা জিনাকে দেখতে পেল রবিন। টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে এল পানির নিচ থেকে। নব বন্ধ করতেই পানি পড়া কমতে কমতে বন্ধ হয়ে গেল।

জিনার গায়ে টেরি ক্লথের যে পোশাকটা জড়ানো, রবিনের মনে হলো গরম পানি শুষে নিয়ে কুড়ি পাউন্ড ওজন বেড়ে গেছে ওটার। তবে ওটা গায়ে থাকায় বেঁচে গেছে জিনা, নইলে সরাসরি চামড়ায় লাগত গরম পানি। ধরাধরি করে তুলে এনে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল জিনার। উঠে বসতে গিয়েও ধপ করে পড়ে গেল বিছানায়। 'উফ্, প্রচণ্ড মাথা ঘুরছে,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'বাথরুমের দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল কেউ। আমি দরজা খুলতেই আমার চুল চেপে ধরল একটা হাত। দেয়ালে কপাল ঠুকে দিল। বেহুঁশ হয়ে গেলাম।'

শোনার পর এক মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। আবার দৌড় দিল বাথরুমের দিকে। রবিনও এসে দাঁড়াল তার পেছনে। এখন আগের চেয়ে ভালমত দেখতে পাচ্ছে। শাওয়ার বন্ধ করে দেয়াতে অনেক কমে গেছে বাষ্প। উল্টো দিকে আরেকটা দরজা। পাশের রুমে যে থাকবে, তার জন্যে। এক বাথরুম দুই ঘরের লোক ব্যবহার করে। এই দরজা দিয়েই ঢুকেছে লোকটা। ওটার পাল্লায় থাবা মারতে শুরু করল ওরা। জবাব দিল না কেউ। জোরে ঠেলা দিতেই খুলে গেল। উঁকি দিল কিশোর। মনে হলো, এটা ইভার ঘর। কিন্তু সে নেই ঘরে। কাপড়-চোপড় যেগুলো পরনে ছিল, বদলানোর পর ফেলে রেখে গেছে বিছানায়।

জিনার ঘরে ফিরে এল দুজনে।

উঠে বসল আবার জিনা। গায়ের কোনখানে পুড়েছে কিনা দেখল। নাহ্, বেঁচে গেছে। বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে ভারী পোশাকটা।

বাড়ি ফিরে যেতে বলল তাকে কিশোর আর রবিন। কিন্তু কোনমতেই রাজি হলো না জিনা। সাফ জানিয়ে দিল, প্রতিশোধ না নিয়ে এই হোটেল থেকে এক পা নড়বে না সে।

জিনার জেদ জানা আছে দুজনের। আর চাপাচাপি না করে ডিনারের জন্যে তাকে পোশাক বদলানোর সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

জিনার ঘর থেকে বেরোতেই পেকসকে চোখে পড়ল কিশোরের। যেন সম্মোহিত হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে, কোন কথা না বলে আচমকা ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

পেকের আচরণ সন্দেহজনক। নিজেদের ঘরে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। আবার কিছু রেখে গেল কিনা দেখার জন্যে খুঁজতে শুরু করল ঘরে। খাটের নিচে চকচকে একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের। টর্চ জেলে দেখল। 'কয়েন মনে হচ্ছে।'

সাবধানে তুলে আনল মুদ্রাটা।

'রূপার ডলার!' অবাক হলো সে। 'এখানে এল কি করে?' রবিনের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

প্রায় একসঙ্গে নামটা বেরিয়ে এল দুজনের মুখ থেকে, 'এলান!'

'বার বার এটা ঘোরাচ্ছিল এলান, মনে আছে?' টেবিলে রেখে নিজেও মুদ্রাটা

ঘোরানো শুরু করল কিশোর।

'এটাই কি সেটা?' রবিনের প্রশ্ন।

'বলা কঠিন। তবে দুর্লভ মুদ্রা। তবে সবার কাছে থাকার কথা নয়।'

'খাটের নিচে গেল কি করে? মাকড়সাটার কথা বলার দরকার নেই। শুধু এটার কথা জিজ্ঞেস করব। দেখব, কি বলে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। তার প্রতিক্রিয়াটা দেখা দরকার।'

অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারে ভিজে গোসল করল দুজনে। কাপড় বদলাল। ডিনারের উপযোগী টাই আর জ্যাকেট পরল। নামার আগে জিনার ঘরে টোকা দিয়ে জেনে এল, আর কোন সমস্যা হয়েছে কিনা। তারপর চকচকে পালিশ করা সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল হলঘরে যাওয়ার জন্যে।

এলান বসে আছে তার নির্ধারিত জায়গায়। কাউন্টারের পেছনে। কাগজ পড়ছে। নিঃশব্দে তার কাছে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। পদশব্দ ঢেকে দেয় দামী পারসিয়ান কার্পেট।

'শুনছেন?' ডাক দিল কিশোর।

ভীষণ চমকে গিয়ে টুলের ওপর চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে বসল এলান। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিল ছেলেদের দেখে। 'ও, তোমরা! হাঁটার সময় তো একবিন্দু শব্দ হয় না তোমাদের। বিড়াল নাকি!' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল।

জবাবে মৃদু হাসল দুই গোয়েন্দাও।

'আপনাকে ভড়কে দেয়ার কোন ইচ্ছেই আমাদের নেই,' রবিন বলল। 'কাউকে ভয় দেখানোটা ভাল কথা নয়, সেটা যে কোন ভাবেই হোক।'

রবিনের ইঙ্গিতটা বুঝল কিনা এলান, বোঝা গেল না। অকারণে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল। 'তা, কি করতে পারি তোমাদের জন্যে?'

পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। মুদ্রাটা বের করে হাতের তালুতে নিয়ে বাড়িয়ে দিল এলানের দিকে। 'আপনার না?'

কুঁচকে গেল এলানের ভুরু। কিশোরের হাত থেকে তুলে নিল মুদ্রাটা। 'আমারই তো মনে হচ্ছে।' নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নিজের পকেট খুঁজে দেখল। পেল না। 'হ্যাঁ, আমারটাই। পেলে কোথায়?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এলানের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল কিশোর, 'আমাদের ঘরে। আমার খাটের নিচে।'

দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো এলানকে। 'তোমাদের খাটের নিচে গেল কি করে!' মুদ্রাটা ঘোরানো শুরু করল কাউন্টারের ওপর। 'তবে···তোমাদের রুম চেক যখন করতে গিয়েছিলাম, তখন কোনভাবে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তাই বা কিভাবে···'

'অন্য কেউ নিয়ে ফেলে আসেনি তো?'

'তা আমি কি করে বলি, বলো? কাউন্টারের ওপর ভুলে ফেলে রেখে যাই অনেক সময়···কিন্তু কে নেবে? আর তোমাদের ঘরেই বা ফেলে আসবে কেন?'

প্রশ্নগুলো কিশোরেরও।

'রুম চেক করতে যান কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

হাসল এলান। 'ডিউটি। ঘরে ঘরে গিয়ে দেখে আসি কাজের বুয়াটা সব

ঠিকমত করেছে কিনা। কাজে ফাঁকি দেয়া ওর স্বভাব। ভুলেও যায়। সাবান দিতে মনে থাকে না, তোয়ালে বদলে দেয়ার কথা বললে গায়ে জ্বর আসে···'

'আর চকলেট দিতে বললে?' এলানের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না কিশোর।

'হ্যাঁ, চকলেট নিয়েও একই কাণ্ড করে। প্রায়ই দিতে ভুলে যায়। তোমাদেরগুলো পেয়েছ?'

'পেয়েছি,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'আমারটা খুলেওছিলাম। কিন্তু একটা চকলেট গায়েব। তার জায়গায় পাওয়া গেল একটা মাকড়সা। মাকড়সাটা বোধহয় খুব ক্ষুধার্ত ছিল। চকলেটটা খেয়ে ফেলেছে।'

আরও জোরে মুদ্রাটা ঘোরাতে শুরু করল এলান। 'মাকড়সা! কিসের মাকড়সা?'

'আট পাওলা জ্যান্ত মাকড়সা! যেগুলো কিলবিল করে চলে!' এলানের নির্বিকার ভঙ্গি রাগিয়ে দিল রবিনকে।

মুদ্রা ঘোরানো বন্ধ করল এলান। ঘটনাটাকে এতক্ষণে গুরুত্ব দিল মনে হচ্ছে। 'ভালমত শোনা যাক। চকলেটের বাক্সে জ্যান্ত মাকড়সা ঢুকে বসে ছিল। এই তো বলতে চাও?'

দুজনেই মাথা ঝাঁকাল।

'তো এতে অবাক হওয়ার কি আছে?' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল যেন এলান। 'ফ্যাক্টরিতে প্যাক করার সময়ই ঢুকে পড়েছে। কত কিছুই তো ঢোকে। মাছি, মশা, পিঁপড়ে···'

মাথা নাড়ল রবিন, 'না, আপনি যতখানি বলছেন, ততখানি ঢোকে না। তাহলে আর ব্যবসা করে খেতে হত না কোম্পানিগুলোর। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার, এত সময় বাক্সে আটকে থাকলে বাঁচত না মাকড়সাটা।'

'কি জানি! সত্যি বলছি, আমি কিছু জানি না,' জবাব দিল এলান। 'ভাল দোকান থেকে ভাল কোম্পানির জিনিস কিনে আনি। তবে ঘটনাটার জন্যে আমি দুঃখিত, আমার হোটেলেই তো ঘটল। কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, বাক্সে গেল কিভাবে ওটা!'

টোকা দিয়ে মুদ্রাটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল এলান। লুফে নিল। পর পর দুবার। তৃতীয়বারে আর ধরতে পারল না। পড়ে গেল মাটিতে। কার্পেট নেই ওখানে। টুং করে শব্দ হলো। তুলে নেয়ার জন্যে নিচু হলো।

'তাহলে কি ধরে নেব,' কিশোর বলল, 'প্রকৃতির এটাও আরেকটা বিচিত্র খেয়াল, মিস্টার উইকেড?'

মুদ্রাটা তুলে নিয়ে সোজা হলো এলান। 'কোন্‌টা?'

'মাকড়সাটা। বাক্সে ঢুকে এতকাল বেঁচে থাকল কি করে?'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই!' মুখে হাসি ফোটাল এলান। 'পোকা-মাকড়েরা বড় বিস্ময়কর প্রাণী। এমন সব জায়গায় থেকেও বেঁচে যায়···'

কথা শেষ না করেই টেবিলে মুদ্রা ঘোরানো শুরু করে দিল এলান।

ধুর, এর সঙ্গে কে কথা বলে! বিরক্ত লাগল কিশোরের। আর কিছু বলতে ইচ্ছে করল না। রবিনকে নিয়ে সরে এল।

'কি বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কয়েনটা এলান ফেলে আসেনি,' জবাব দিল রবিন। 'অন্য কেউ নিয়ে গিয়ে রেখে এসেছে, এলানের ওপর সন্দেহ জাগানোর জন্যে।'

*

পারলারে বসে অন্য গেস্টদের সঙ্গে আলাপ করছে দুজনে, এই সময় ডিনারের ঘোষণা দেয়া হলো। হোটেলের পেছনের অংশে নিয়ে আসা হলো ওদের। রান্নাঘরের লাগোয়া খাবার ঘর।

প্লেস কার্ড বিতরণ করা হলো টেবিলে। রেখে দেয়া হলো একটা করে চেয়ারের সামনে। প্রতিটা কার্ডে নাম লেখা। কে কোনখানে বসবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নিজেদের নাম দেখে বসে পড়ল রবিন আর কিশোর। ওদের পাশের একটা খালি চেয়ারের সামনে জিনার নাম লেখা। পরিকল্পনা মাফিক সামান্য দেরি করে আসবে জিনা। যাতে সব গেস্টদের চোখে পড়ে তার নকল হীরার হারটা।

'এখন পর্যন্ত তো সব ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

খাবার সরবরাহ শুরু করেছে ওয়েইট্রেস, এই সময় এসে হাজির হলো জিনা। 'সরি, দেরি করে ফেললাম। কোনমতেই হারটার হুক লাগাতে পারছিলাম না।'

সবার চোখ ঘুরে গেছে তার দিকে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ড্রেক্সেল ফিলিপ। ভদ্রতা করে টেনে দিল জিনার চেয়ারটা।

হারটা দেখে ইভার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। দ্রুত চোখ নামাল খাবারের দিকে। একমাত্র জন ম্যাককরমিক কোন রকম গুরুত্ব দিল না হারটাকে, জিনার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। যেন ভাল করে তাকালে নিজের ওজন, 'হামবড়া' জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য কারও দিকে তাকানোর চেয়ে উল্টো দিকের আয়নায় নিজের চেহারা দেখার প্রতিই তার নজর বেশি। অতিরিক্ত অহঙ্কারী লোক—মনে হলো রবিনের।

'থ্যাংক ইউ, ফিলিপ,' একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিল তাকে জিনা। 'আপনি একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক।' রবিন আর কিশোরকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমার ভাই কিংবা তার বন্ধুটির মত নয়।'

রবিন বলল, 'এই হারটা পরে আসা উচিত হয়নি তোমার। মা কত করে মানা করল, শুনলে না।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল জিনা। 'হীরার হার কেন কেনে মানুষ? পরার জন্যেই তো, না বাড়িতে আলমারিতে রেখে দিয়ে আসার জন্যে?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার খাওয়ায় মন দিল।

হঠাৎ গলা চেপে ধরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'উহ্, মরে গেলাম! শ্বাস নিতে পারছি না আমি!'

পাঁচ

চোখের পলকে কিশোরকে মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে, মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে শুরু করল রবিন। জিনা ছুটল ডাক্তারকে ফোন করতে। নম্বরটা পেল টেবিলে রাখা তার নামের কার্ডে।

দ্রুত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করাতে অবস্থার উন্নতি হলো কিশোরের। ডাক্তার এসে পৌছতে পৌছতে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল তার। ডাক্তারের অনুরোধে কিশোরকে ধরাধরি করে পারলারে বয়ে নিয়ে এল জন আর রবিন। জন ডাইনিং রুমে ফিরে গেল।

কিশোরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কিছু প্রশ্ন করার পর ডাক্তার জেনসেন বললেন, 'সাধারণ অ্যাজমা অ্যাটাক বলে মনে হচ্ছে আমার।'

দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো রবিনকে।

উঠে বসল কিশোর। 'অ্যাজমা! কই, ধরার আগে তো কোন লক্ষণই বুঝলাম না।'

'সব সময় যে জানান দিয়ে রোগ আসবে, তার কোন ঠিক নেই। অনেক কিছু থেকেই শুরু হতে পারে এটা। এমন কি এক টুকরো পনির থেকেও। কেমন লেগেছিল, বলো তো শুনি?'

মাথা নেড়ে আবার শুয়ে পড়ল কিশোর। 'হঠাৎ করেই মনে হলো, আমার গলনালীটা আটকে গেল।'

অবাক মনে হলো ডাক্তারকে। 'ইমারজেন্সিতে যাবে? কয়েকটা টেস্ট করানো দরকার।'

রাজি হলো না কিশোর। 'না না, দরকার নেই। আর এখন খারাপ লাগছে না আমার। থ্যাংক ইউ।'

ব্যাগ বন্ধ করলেন ডাক্তার। হাসলেন। 'আমারও মনে হচ্ছে, আপাতত সেরে গেছে তোমার। আবার যদি হয়, সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে।'

বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। পেছনে পারলারের দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে গেলেন।

রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, 'আমার খাবারে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল।'

একমত হলো রবিন। 'হ্যাঁ, খাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তো একেবারে সুস্থ দেখলাম। মেশালে শুধু তোমার খাবারেই মিশিয়েছে। আমার তো কিছু হলো না।'

'এক ধরনের ওষুধ আছে, জানি, খাবারে মেশালে কণ্ঠনালীতে বাধা সৃষ্টি করে, মনে হয় অ্যাজমার আক্রমণ।'

'যেটা খেয়ে হলো, একটুও রাখোনি প্লেটে,' রবিন বলল। 'থাকলে পরীক্ষা করে দেখা যেত।'

সোফায় উঠে বসল কিশোর। 'কে বলল রাখিনি? সব তো খাইনি আমি! কি হলো বাকিটার?'

ভারী দম ফেলল রবিন। 'গোলমালের মধ্যে নিশ্চয় তোমার প্লেট থেকে সব

সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'এতেই প্রমাণ হয়ে গেল,' কিশোর বলল, 'খাবারে ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমি খাওয়ার পর সরিয়ে ফেলেছে, যাতে কেউ কিছু প্রমাণ করতে না পারে।'

ঠিক এই সময়, ঘরে ঢুকল মুসা। অপরিচিতের ভান করল। 'হাই, আমি মুসা আমান। তোমার কাণ্ড দেখে তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। এখন কেমন আছ?'

মুসা তাকে না চেনার ভান করলেও, ঘাবড়ে যাওয়ার কথাটা যে ঠিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতক্ষণ নিশ্চয় অস্থির হয়ে ছিল সে, কি হয়েছে জানার জন্যে। ডাক্তারকে বেরোতে দেখে চলে এসেছে।

কিশোর হাসল। 'এখন ভাল। আমার নাম কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড।'

কে কোন্‌খান থেকে কান পেতে আছে, জানা নেই, তাই সাবধান রইল কিশোর। সে-ও অপরিচিতের ভান করে রইল।

'কোন সাহায্য দরকার হলে কোন রকম সঙ্কোচ না করে জানাবে আমাকে,' মুসা বলল। 'আমার খাওয়া শেষ হয়নি। ডাইনিং রুমে যাই। আসবে নাকি তোমরা?'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'খাবে কিছু? ইচ্ছে আছে?'

'নাহ্, খিদে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তা তো হবেই। কিন্তু তাই বলে পেট খালি রাখাটাও ঠিক নয়। এখন আর কেউ কোন ওষুধ মেশাবে বলে মনে হয় না।'

ভারী দম নিল কিশোর। 'তা ঠিক। চলো। সাবধান থাকতে হবে আরকি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। একের পর এক যে ভাবে আক্রমণ আসছে।'

ডাইনিং রুমে ফিরে এল ওরা। বাকি গেস্টদের খাওয়া তখন শেষ পর্যায়ে। আর কেউ কিশোরের মত অসুস্থ হয়নি। সে এখন ভাল আছে, সবাইকে এ কথাটা জানিয়ে রবিনের পাশে বসে পড়ল কিশোর।

'যাক, ভাল আছ শুনে শান্তি পাচ্ছি,' জিনা বলল।

তার সঙ্গে একমত হয়ে সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল অন্য গেস্টরা। দ্রুত গিয়ে খাবার নিয়ে এল ওয়েইট্রেস।

খাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান রইল কিশোর আর রবিন। খাচ্ছে আর একই সঙ্গে নজর রাখছে গেস্টদের ওপর। কারও কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা বুঝতে চাইছে।

একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে ড্রেক্সেল ফিলিপ। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। খেতে খেতে বই পড়ছে, রহস্য গল্প।

খাওয়া শেষ করে ফিলিপ উঠে চলে যাওয়ার পর নিচু স্বরে রবিনকে বলল কিশোর, 'হয় সে ভদ্রতা জানে না, নয় তো রহস্য গল্পের পোকা।'

হাসল রবিন। 'অভদ্র তো মনে হয়নি প্রথম থেকে। আসলে, রহস্য কাহিনী নিয়ে সে তার নিজের জগতে থাকতেই ভালবাসে।'

খাওয়া শেষ করে পারলারে বসল তিন গোয়েন্দা, অন্য গেস্টদের সঙ্গে। টেলিভিশন খুলে দেয়া হয়েছে। জন আর ইভা পাশাপাশি বসে একটা পুরানো ছবি দেখছে। বয়স্করা বেশিক্ষণ থাকল না। যার যার ঘরে চলে গেল বিশ্রাম নিতে।

কয়েক মিনিট দেখার পর কিশোর বলল, 'সারাটা দিন বহু ধকল গেছে। আমি আর বসে থাকতে পারছি না। ঘরে গিয়ে ঘুমাইগে।'

মুখ বাঁকাল ইভা। 'ধুর, কিসের মিস্ট্রি উইকএন্ড। রহস্য যা দেখতে পেলাম, শুধু টেলিভিশনে।'

'সময় হোক,' কিশোর বলল, 'দেখা যাবে ঠিকই জটিল এক রহস্য এসে হাজির হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ বলেছে যখন করবে, কিছু একটা ব্যবস্থা করবেই।'

'করে ফেললেই ভাল হত,' নাক টেনে খোঁত-খোঁত শব্দ করল ইভা। 'আমার এখন রীতিমত বিরক্ত লাগছে।'

'কি আশা করেছিলে তুমি?' জন বলল, 'আলমারি থেকে ধমাধম লাশ পড়তে থাকবে! জেলপালানো কোন খুনী জেল থেকে পালিয়ে এসে ঘটাচ্ছে সে-সব হত্যাকাণ্ড, এ ধরনের কিছু?'

'কি জানি। তবে কিছু একটা ঘটুক, সেটা চেয়েছিলাম। এ ভাবে নিরামিষ বসে থাকা নয়।'

কিশোর বলল, 'টাকা যখন নিয়েছে, কিছু একটা করবেই ওরা, আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই তাতে। কি ঘটবে কিছুই আপনি জানেন না। সেটাও একটা রহস্যময় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না আপনার?'

কিশোরের কথাটা ভেবে দেখল ইভা। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে, অস্বীকার করছি না। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখাটাও একটা রহস্য।'

হাসল কিশোর। 'তারমানে ধরে নেয়া কি যায় না যে রহস্যটা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই? আমার মতে কি ঘটবে, সেটা আসল কথা নয়; কখন ঘটবে, সেটাই হলো আসল।'

আর কোন কথা না বলে 'গুড নাইট' জানিয়ে রওনা হয়ে গেল কিশোর। তার সঙ্গে চলল রবিন।

ঘরে এসে জ্যাকেটটা খুলে ঝুলিয়ে রাখল কিশোর। 'আসল মজাটা শুরু হবে কাল থেকে, যখন জিনার হারটা গায়েব হয়ে যাবে। কিভাবে সবাই ওটার দিকে তাকাচ্ছিল, লক্ষ করেছ? ডাইনিং রুমে মোমের আলোয় একেবারে আসল মনে হচ্ছিল জিনিসটাকে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'নাটকের শুরুটা মন্দ হয়নি...'

কথা শেষ হলো না তার। হলওয়ে থেকে শোনা গেল মহিলাকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'জিনা নাকি!' বলেই দরজার দিকে দৌড় দিল রবিন।

ছুটে হলে বেরিয়ে এল সে আর কিশোর। জিনা নয়, ইভা। নিজের ঘরের দরজার সামনে থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে। কিশোরদের দেখে দৌড়ে এল ওদের দিকে।

'কে যেন ঢুকে বসে আছে আমার ঘরে!' ফিসফিস করে বলল সে।

'সত্যি?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে এখন ইভার কণ্ঠ। 'তালা খুলে দরজায় ঠেলা দিতেই দেখি কে যেন ঘোরাফেরা করছে ঘরের মধ্যে, জানালার ধারে।'

'চলুন, দেখছি। আপনি আমাদের পেছনে থাকুন,' সাবধান করল কিশোর। পায়ের নিচে পুরু কার্পেট থাকায় পুরোপুরি নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে পারল ইভার ঘরের দিকে। ঘর অন্ধকার। অস্পষ্ট ভাবে লোকটার নড়াচড়া দেখেই চিৎকার করে সরে এসেছিল ইভা, আলো জ্বালানোর আর সময় পায়নি।

দরজার পাশে একটা সেকেন্ড অনড় দাঁড়িয়ে থাকল দুই গোয়েন্দা। তারপর আস্তে করে একপাশে সরে সুইচ বোর্ডের জন্যে হাত বাড়াল কিশোর। টিপে দিল সুইচ। ঘরে ঢুকল।

খালি! কেউ নেই। তবে ইভার ঘরটা তছনছ করে দিয়ে গেছে। ড্রেসারের ড্রয়ার টেনে নামানো। জিনিসপত্র সব মেঝেতে ছড়ানো। সুটকেসটা খুলে উপুড় করে সমস্ত জিনিস ঢেলে দিয়েছে বিছানার ওপর।

'এখন তো কাউকে দেখছি না,' রবিন বলল। 'তবে দেখে মনে হচ্ছে, ছোটখাট একটা টর্নেডো আঘাত হেনেছিল এ ঘরে।'

'এবং খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিল লোকটা,' কিশোর বলল। 'আপনি তালায় চাবি ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে গিয়েছিল সে।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। মুখে এখনও হাত চাপা। ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অবশেষে বলল, 'আ-আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'জিনিসপত্রগুলো খুঁজে দেখুন,' কিশোর বলল, 'কিছু খোয়া গেছে কিনা। আমি আর রবিন সূত্র খুঁজছি।'

খুঁজতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল ইভা, 'হায় হায়, আমার এত দামের ঘড়িটা গেছে!···ক্যামেরাটাও নেই!'

তার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'ভাল করে দেখেছেন তো?'

'ড্রেসারের ওপরই রেখেছিলাম। নেই। তারমানে নিয়ে গেছে।'

বিছানার কিনারে বসে কাঁদতে শুরু করল ইভা।

সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তার কাঁধে হাত রাখল কিশোর। 'ভাববেন না, চোরটাকে খুঁজে বের করবই আমরা। আপনার জিনিসগুলোও ফিরিয়ে আনব।'

বাথরুম থেকে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'কিশোর, দেখে যাও! জলদি!'

ছুটে গেল কিশোর।

বাথটাবের কিনারে বসে কি যেন দেখছে রবিন। 'পায়ের ছাপ। টাবের নিচে।'

ঝুঁকে বসে ছাপগুলো ভালমত দেখতে লাগল কিশোর। 'রাবার সোলের জুতো। তলার ডিজাইনটা দেখো, গোল কাঁটা কাঁটা। ছাপটা সে-জন্যেই ঝাঁঝরির মত লাগছে।'

টাবের ওপর দিকে হাত তুলল রবিন। 'জানালাটাও খোলা।'

'তারমানে ওই পথেই পালিয়েছে চোর।'

'কিন্তু এটা তো দোতলা। নিচে নামল কি করে?'

'দেখো জানালা দিয়ে উঁকি মেরে। পাইপ-টাইপ নিশ্চয় দেখতে পাবে।'

জানালার চৌকাঠের কাছে উঠে বাইরে উঁকি দিল রবিন। অন্ধকার। তবে বাথরুমের আলো বাইরে যেটুকু গেছে, তাতেই দেখতে পেল পাইপটা। সেটা বেয়ে চোরের নামার সময় দেয়ালে যে পায়ের ছাপ পড়েছে তা-ও চোখে পড়ল।

'জলদি চলো, নিচতলায়,' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

তার পেছন পেছন দৌড়ে হলে বেরিয়ে এল রবিন। ইভা তার ঘরে রয়ে গেল জিনিসপত্র গোছগাছ করার জন্যে।

বিল্ডিঙের সামনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরোল দুই গোয়েন্দা। পাশ দিয়ে ঘুরে চলল ইভার বাথরুমের নিচে। পাইপটার কাছাকাছি এসে থেমে গেল কিশোর। 'সাবধানে পা ফেলো। ছাপ থাকলে যেন নষ্ট না হয়।'

'যা অন্ধকার,' রবিন বলল, 'কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।'

'এক মিনিট,' পকেট থেকে পেন-টর্চ বের করল কিশোর। 'ওই দেখো!' ড্রেনপাইপের নিচে নরম মাটিতে জুতোর ছাপ। 'প্যাটার্নটা দেখো। একই রকম। ঝাঁঝরির মত।'

শিস দিয়ে উঠল রবিন। 'এসেছিলাম একটা নকল অপরাধ করতে, কিন্তু জড়িয়ে গেলাম আসল অপরাধের সঙ্গে।'

'তা তো জড়াবই। আসল ডাকাতরা কাছেপিঠে আছে নিশ্চয়,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'রহস্যটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।'

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে হোটেলের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল ওরা। মাঝে মাঝে থেমে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, ঠিকপথেই এগোচ্ছে কিনা বোঝার জন্যে।

হঠাৎ কাছেই একটা ঝোপের মধ্যে খসখস শব্দ শোনা গেল।

'কথা বোলো না!' রবিনকে সাবধান করে একটানে তাকে সরিয়ে নিয়ে এল কিশোর। টর্চটা পকেটে রেখে দিল। 'কেউ আছে ওখানে!'

জড়াজড়ি করে থাকা ডালপালার ভেতর থেকে হঠাৎ একটা মূর্তি লাফিয়ে বেরিয়ে দৌড় দিল সামনের দিকে।

পিছু নিল দুই গোয়েন্দা। পাতাবাহারের ঝোপ আর ফুলের বেড ডিঙিয়ে লোকটার পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে লোকটাকে দৃষ্টি-সীমার মধ্যে রাখতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো।

'পার্কিং লটের দিকে যাচ্ছে!' পাশাপাশি ছুটতে থাকা রবিনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল কিশোর।

গতি আরও বাড়িয়ে দিল দুজনে। ছুটন্ত মূর্তি আর দুজনের মাঝের দূরত্ব খানিকটা কমিয়েও আনল। দ্রুত পার্কিং লট পার হয়ে বনে ঢুকে পড়ল মূর্তিটা।

'ওকে পালাতে দেয়া চলবে না!' আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর। পরিশ্রমের কারণে ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে। পায়ের পেশিতে টান লাগছে। কিন্তু গতি কমাল না ওরা। মনের জোরে গায়ের শক্তি বাড়িয়ে ছুটে ঢুকে পড়ল অন্ধকার বনের মধ্যে। গাছপালার আড়ালে লোকটা হারিয়ে যাওয়ার আগেই কাছে পৌঁছে গেল তার।

মাথা নিচু করে ডাইভ দিল কিশোর। একই সঙ্গে দুই হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। ধরে ফেলল ছুটন্ত মূর্তিটার পা। হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ে গেল লোকটা।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। তার আগেই লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে লোকটা। পা উঁচু করে প্রচণ্ড এক লাথি মারল কিশোরের কাঁধে। পেছনের গাছে গিয়ে ধাক্কা খেল

কিশোর। বুঝতে পারল, খালি হাতের মারপিটে ওস্তাদ লোকটা। অত সহজে তাকে কাবু করা যাবে না।

ছয়

একে দৌড়ে আসার পরিশ্রম, তার ওপর এ রকম একটা আঘাত–সহ্য করতে কষ্ট হলো কিশোরের। দম আটকে এল। শ্বাস নিতে পারছে না। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, আরেকটা লাথি ছুটে আসছে। কিন্তু গায়ে লাগার আগের মুহূর্তে কোনমতে সরে গেল সে। লাথিটা লাগতে দিল না। তবে সরতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আবার যখন উঠে দাঁড়াল, আর মারার সুযোগ দিল না প্রতিপক্ষকে। কারাতের মার কমবেশি তারও জানা। হাতের আঙুলগুলো সোজা করে দা চালানোর মত করে মেরে দিল লোকটার চোয়ালের নিচে।

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে না পাওয়ায় কিশোরকে সাহায্য করতে পারছে না রবিন। কাকে মারতে গিয়ে কাকে মেরে বসে, এই ভয়ে। তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে গেল। মূর্তিটাকে পেছন থেকে জাপটে ধরতে এল। লাভ তো কিছু হলোই না, কনুইয়ের প্রচণ্ড এক গুঁতো খেল পেটে।

একটা মুহূর্তের জন্যে দুজনেরই মনে হলো, মূর্তিটাকে পাকড়াও করা আর হলো না। কিশোরকে আঘাত করতে তৈরি হয়েছে আবার সে। খানিক দূর থেকে মাথা নিচু করে ছুটে আসতে লাগল। সুযোগ দিল না কিশোর। চোখের পলকে পাশে সরে গিয়ে একটা পা বাড়িয়ে দিল সামনে। পায়ে পা বেধে ধুড়ুস করে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল লোকটা। রবিন আর কিশোর দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

ঘাসের মধ্যে জড়াজড়ি, গড়াগড়ি শুরু করল তিনজনে। হাত আর পা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে সমানে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কিল-ঘুসি মেরে কাবু করার প্রচেষ্টা। অবশেষে দুদিক থেকে দুই হাত মুচড়ে পিঠের ওপর নিয়ে এসে লোকটাকে আটকে ফেলল দুই গোয়েন্দা। টেনে তুলল মাটি থেকে। তারপর ঠেলে নিয়ে চলল পার্কিং লটের আলোর দিকে। সেখানে এনে একটা গাড়ির গায়ে ঠেসে ধরে সামনের দিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল।

'ফিলিপ!' চিৎকার করে উঠল রবিন। এ রকম একজন হাড্ডিসার লোকের গায়ে এমন জোর, কল্পনাই করতে পারেনি সে।

'হুঁ,' কঠিন স্বরে কিশোর বলল, 'এবার আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে।'

'কিসের প্রশ্ন?' রেগে উঠল ফিলিপ। 'আমি তো ভাবছি, প্রশ্নের জবাবটা তোমাদেরই দেয়া প্রয়োজন।'

'যদি কিছু মনে না করেন,' খানিকটা ব্যঙ্গের সুরেই বলল রবিন, 'জবাবগুলো আপনিই আগে দেয়া শুরু করুন। [illegible] আছে। প্রথম প্রশ্ন, ইভার ঘরে কি করছিলেন আপনি? তার ঘড়ি আর ক্যামেরা চুরি করেছেন কেন?'

'কি বলছ তোমরা?' বুঝতে পারছে না যেন ফিলিপ।

'ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন কেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'আর আমাদের দেখে দৌড়েই বা পালাচ্ছিলেন কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'তোমরাই বা তাড়া করলে কেন আমাকে?' ফিলিপ বলল, 'আমি কিছু করিনি। জগিং করতে বেরিয়েছিলাম। হোটেলে ফিরে যাচ্ছি, এ সময় চোখে পড়ল হোটেল থেকে বেরিয়ে মাটিতে চোখ বোলাতে বোলাতে এগিয়ে যাচ্ছে দুটো ছায়ামূর্তি। ডাক দিতে গিয়েও দিলাম না। মনে হলো, এরা যদি চোর হয়? পিছু নেয়ার ভাবনাটাও নাকচ করে দিলাম। মনে হলো, কি দরকার, শুধু শুধু ঝামেলায় জড়ানোর। নিঃশব্দে সরে পড়তেই চেয়েছিলাম। আবার মনে হলো, দেখিই না মূর্তি দুটো কি করে? লুকিয়ে পড়লাম একটা ঝোপের মধ্যে। তারপর বুঝলাম, তোমরা। তোমাদেরকে আসতে দেখে নড়েচড়ে বসতে গিয়ে শব্দ করে ফেললাম। শুনে ফেললে। ভয় পেয়ে গিয়ে উঠে দিলাম দৌড়। ভেবেছিলাম, তোমরা আমাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু দৌড়ানোয় তোমরা যে আমার ওস্তাদ, কল্পনাই করিনি।' এক মুহূর্ত থেমে দম নিয়ে বলল ফিলিপ, 'তারপর, তোমরা যখন ধরে ফেললে, আত্মরক্ষার চেষ্টা করলাম। কারাতের ট্রেনিং আছে আমার, বুঝেছ নিশ্চয়।'

'অবশ্যই,' কাঁধের ব্যথাটার কথা এতক্ষণে মনে পড়ল কিশোরের। আহত জায়গাটা ডলতে শুরু করল সে।

'নিজেকে নিরপরাধ বলছেন,' রবিন বলল। 'অথচ, যে ফাইটটা দিলেন, সাংঘাতিক!'

'ফাইট দিলেই কি মানুষ নিরপরাধ হয় না?' পাল্টা প্রশ্ন করল ফিলিপ। 'এ রকম একটা পরিস্থিতিতে পড়লে তোমরা কি করতে? আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে না? তা ছাড়া আমি যদি চোরই হই, তাহলে চোরাই মালগুলো কোথায়? খুঁজে দেখতে পারো আমার পকেট-টকেট সব।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'এ কথাটা অবশ্য ঠিক। মালগুলো নেই তার কাছে।'

'অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে হয়তো,' ফিলিপের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও কিশোর। 'পরে তুলে নিয়ে আসবে।'

ফিলিপ বলল, 'আমার আচরণ দেখে অবশ্য এ ধরনের কিছু ভাবাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমাদের আরেকটা তথ্য দিতে পারি। ভেবে দেখো, তাতে কোন সুবিধে হয় কিনা। তোমরা হোটেল থেকে বেরোনোর আগে আরেকজন লোককে দেখেছি, হোটেলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে দৌড়ে পালাল।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। 'তাই নাকি? চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ফিলিপ। 'জানতাম, বললেই এ প্রশ্নটা করবে। না, চেহারার বর্ণনা দিতে পারব না। এত অন্ধকারে কি আর কাউকে চেনা যায়। তবে আমার চেয়ে শরীরটা তার অনেক বড়, এটুকু বলতে পারি।'

'এখানে দাঁড়ান। যাবেন না।'

'যাব না।' বলে বিশ্রাম নেয়ার ভঙ্গিতে গাড়ির গায়ে হেলান দিল ফিলিপ।

কথা বলার জন্যে রবিনকে ডেকে দূরে নিয়ে গেল কিশোর।

'কি মনে হচ্ছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'চালাকি করছে না তো?' রবিন বলল, 'মিথ্যে কথা বলে ধাপ্পা দিয়ে তার ওপর থেকে আমাদের সন্দেহ দূর করার জন্যে? আরেকজন লোককে দৌড়ে পালাতে দেখেছে, এ কথাটা সত্যি না-ও হতে পারে।'

'তা ঠিক,' একমত হলো কিশোর। 'আর ওই নিরীহ ভঙ্গি করে রাখাটাও একটা চালাকি হতে পারে।' এক মুহূর্ত থেমে বড় করে দম নিল সে। 'আবার, তার কথা সত্যিও হতে পারে। কোনটা বিশ্বাস করব?'

দুজনেই ফিরে তাকাল ফিলিপের দিকে। একই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের অপেক্ষা করছে সে।

'সত্যি বলছে কিনা জানার একটাই উপায়,' কিশোর বলল। 'চলো।'

ফিলিপের কাছে ফিরে এল দুজনে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে আদেশ দিল কিশোর, 'দেখি, পা তুলুন তো?'

দ্বিধা করতে লাগল ফিলিপ। 'কেন?'

'যা বলা হচ্ছে করুন,' হুমকি দিল রবিন, 'যদি ভাল চান তো। পা তুলুন। নিশ্চয় কোন কঠিন কাজ না সেটা।'

'না, তুলব না,' বলে দিল ফিলিপ। 'কারণ তোলার কোন যুক্তি দেখছি না আমি।'

দ্বিধা করতে লাগল সে। অবশেষে দুই গোয়েন্দার চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো, যা করতে বলছে ওরা সেটা করাই ভাল। ধীরে ধীরে ডান পা'টা উঁচু করল সে।

'আরও ওপরে,' কিশোর বলল। 'আলোর দিকে তুলে ধরুন জুতোর তলা।'

যা করতে বলা হলো, করল ফিলিপ। হালকা হলুদ আলোয় এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার জুতোর তলা। প্রমাণ যা দরকার, পেয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

ফিলিপের জুতোর তলায় গোল গোল অসংখ্য কাঁটা।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর আর রবিন। তারপর তাকাল আবার ফিলিপের দিকে।

'আরও অনেক প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে, ফিলিপ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর।

অবাক মনে হলো ফিলিপকে। 'কি বলতে চাও?'

'ইভার বাথরুমে পাওয়া জুতোর ছাপের সঙ্গে আপনার জুতোর তলার হুবহু মিল,' কিশোর বলল।

'তার জানালার নিচের ছাপও একই রকম,' রবিন বলল। 'কেন এ রকম হলো, নিশ্চয় বোঝাতে পারবেন আমাদের?'

'প্রথম কথা, এ ধরনের রাবার সোলওয়ালা জুতো হরদম ব্যবহার করে লোকে, দৌড়ানোর জন্যে,' দমল না ফিলিপ। 'তাতে প্রমাণ হয় না আমার জুতোর ছাপই দেখেছ তোমরা। একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, আমি ঢুকিনি ইভার ঘরে। জানালার নিচেও যাইনি।'

'এ কথা আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন!' রবিন বলল।

'করা না করা তোমাদের ইচ্ছে!'

ফিলিপের হাত ধরে টান দিল কিশোর। 'বেশ, আসুন আমাদের সঙ্গে। আর একটা জিনিস চেক করতে হবে। যদি সেটা থেকে বাঁচতে পারেন, তাহলে আপনি মুক্ত।'

ফিলিপকে নিয়ে বাথরুমের জানালার নিচে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। টর্চ জ্বেলে আলো ফেলল কিশোর। ম্লান হলুদ আলোয় মোটামুটি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছাপগুলো। ফিলিপকে ডাকল, 'দেখি, আসুন তো, ছাপের ওপর আপনার জুতো রাখুন।'

ডান পা তুলে একটা ছাপের ওপর রাখল ফিলিপ।

চোরের রেখে যাওয়া ছাপ ফিলিপের জুতোর চেয়ে বড়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফিলিপ। 'আমি তোমাদের বলেছি, যে লোকটাকে দৌড়ে পালাতে দেখেছি, তার শরীর আমার চেয়ে বড়।'

হতাশ হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা। আসল চোরটা এখনও মুক্তই রয়ে গেছে।

সাত

শনিবার দিন সকালবেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়ল রবিন আর কিশোর। অন্য গেস্টরা উঠে পড়ার আগেই নিজেদের পরিকল্পনা মত কাজ শুরু করে দিতে হবে।

দ্রুত কাপড় পরে নিল ওরা। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে পা রাখল হলে। কাউকে দেখতে পেল না।

'পরিস্থিতি ভালই মনে হচ্ছে,' ফিসফিস করে বলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল রবিন।

হাসল কিশোর। 'বেশি ভোরের পাখি খাবার খুঁজে পায় সহজে। আর আমরা সহজে রেখে আসতে পারব সূত্র।'

সামান্যতম শব্দ না করে লম্বা সিঁড়িটা বেয়ে নেমে এল দুজনে। নিচে পৌঁছে খুশি হলো, যখন দেখল এলান উইকেড তার জায়গায় নেই।

বাইরে বেরিয়ে ভ্যানে চাপল। রওনা হলো কাছের গ্রামটার দিকে। গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। গেস্টদের লিস্ট বের করে খতিয়ে দেখতে শুরু করল কিশোর।

'কি মনে হচ্ছে তোমার, রবিন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কোন ব্যাপারে?'

'এই, গেস্টদের স্বভাব চরিত্র?'

'জন ম্যাককরমিক সারাক্ষণ চিউয়িং গাম চিবায়। ওটা কোন ব্র্যান্ডের, জেনে নিয়েছি আমি। ট্রিপল মিন্ট। এক প্যাকেট ওই গাম কিনে নিতে পারি আমরা,' রবিন বলল।

'কেনা যাবে,' কিশোর বলল। 'ইভা কি পারফিউম ব্যবহার করে, জিনা আমাকে জানিয়েছে। রুবেন।'

'করবেন?' হাসল রবিন। 'তারমানে এমন একটা জিনিস ব্যবহার করে ইভা, যেটার গন্ধ স্যান্ডউইচের মত? মুসার খুব পছন্দ হবে।'

রবিনের রসিকতায় হেসে উঠল কিশোর। 'যাই হোক, জিনা বলেছে, যে কোন ড্রাগস্টোর থেকে ওই জিনিস কিনে নিতে পারব আমরা।'

'ড্রেক্সেল ফিলিপের সন্দেহ ফেলার জন্যে কি করা যায়?'

ভেবে বলল রবিন, 'সারাক্ষণ পেপারব্যাক বই পড়ে সে। রহস্য কাহিনী। কালি দিয়ে বইয়ের মলাটের ভেতরের দিকে নিজের নাম লিখে রাখে, দেখেছি। ভাবছি, পড়ার কথা বলে একটা বই তার কাছ থেকে নিয়ে সূত্র হিসেবে ফেলে রাখব নাকি?'

'মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'আর কারও ওপর সন্দেহ ফেলার দরকার আছে? কি মনে হয়? নাকি তিনজনই যথেষ্ট?'

'বেশি লোক হলে জটিলতা বেড়ে যাবে না?'

'তা যাবে।'

মলের একটা ড্রাগস্টোরের সামনে এনে গাড়ি রাখল রবিন। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনতে সময় লাগল না। ফিরে এসে আবার উঠল গাড়িতে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কিনলাম তো। রাখব কোথায় এ সব সূত্র?'

'জিনার ঘরে,' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'লাঞ্চের সময় ঘর থেকে চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরোবে জিনা। বলবে তার হারটা চুরি হয়ে গেছে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রবিন। 'তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। গেস্টরা যাতে আবার ভেবে না অবাক হয়–নাস্তার সময় কোথায় ছিলাম আমরা?'

আলোচনা করতে করতে চলল ওরা।

'দারুণ হবে!' কিশোর বলল। 'হঠাৎ করেই একে অন্যকে সন্দেহ শুরু করে দেবে ওরা।'

'মুসাকে সন্দেহভাজন করার জন্যেও তো কিছু রাখা উচিত,' রবিন বলল। 'কারণ সে-ই তো হবে আসল চোর...'

'রাখব,' কিশোর বলল।

'কি?'

'এক প্যাকেট চকলেট।'

'কিন্তু এত সব সূত্র আবিষ্কার করতে যাচ্ছে কে?'

'গেস্টদের মধ্যে যার বুদ্ধি সবচেয়ে বেশি। গোয়েন্দাগিরিতে যার আগ্রহ আছে। ওদেরকে রহস্য সমাধানের কাজে লাগিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের তদন্ত শুরু করে দেব। ভুয়া রহস্যের জন্যে এতই ব্যস্ত হয়ে গেছি আমরা, আসলটার দিকে নজরই দিতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, তখন তদন্ত করলেই ভাল হবে। সবাই ভাববে, জিনার হার খুঁজছি আমরা। কিন্তু আমরা আসলে খুঁজব ইভার ক্যামেরা আর ঘড়ি।' ভ্রূকুটি করল রবিন। 'কিশোর, একটা কথা। যদি রহস্যটার সমাধান করতে না পারে গেস্টরা?'

'তাহলে তাদের হয়ে আমরা সেটা করে দেব,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে, গেস্টদের কেউ করতে পারলেই ভাল হয়। মজাটা বাড়বে। যদি দেখি, খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করে ফেলতে যাচ্ছে কেউ, উইকএন্ড শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই,

নতুন করে সূত্র রোপন করব আমরা। তাতে করে পানিটা ঘোলা থাকবে বেশি সময়। আমরাও নির্বিঘ্নে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারব।'

ড্রাইভওয়েতে ঢুকল গাড়ি। হোটেলের সামনে এনে থামাল রবিন।

ওদের স্বাগত জানাতে লবি থেকে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এলান। 'এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কয়েকটা জরুরী জিনিস কিনতে,' জবাব দিল রবিন।

হাসল এলান। 'হ্যাঁ, টুরিস্টদের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যখন তখন বেরিয়ে পড়ে স্যুভনির কিনতে।'

'আপনি কি করে জানলেন, এত ভোরে বেরিয়েছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সব ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হয় আমাকে,' ভোঁতা কণ্ঠে জবাব দিল এলান। 'হোটেলের সব খবরা-খবর রাখা আমার দায়িত্ব। চোখ এড়ালে চলবে কেন?'

'সে তো বটেই।' হেসে এলানের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর।

রবিনও ঢুকল। কিনে আনা জিনিসগুলো ঘরে রেখে আসতে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোল। কিশোর চলল ডাইনিং রূমে। অর্ধেক পথ গিয়েই থমকে দাঁড়াল। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার উইকেড, মিস্টার বোরম্যান কি ফিরেছেন?'

হেসে জবাব দিল এলান, 'না, এখনও শহরে। এ উইকএন্ডে আর আসবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

*

নাস্তার পর নিজেদের ঘরে ফিরে এল কিশোর আর রবিন। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল। তারপর চুপচাপ আবার বেরিয়ে গিয়ে টোকা দিল জিনার দরজায়। সাবধানে খুলে দিল জিনা। ফিসফিস করে বলল, 'ঢুকে পড়ো জলদি!'

কিন্তু সবার অলক্ষে ঢুকতে পারল না দুই গোয়েন্দা। ঢুকে যাওয়ার আগের মুহূর্তে কিশোর দেখতে পেল, তার রূমের দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে জন।

দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে জানাল কিশোর, 'জন আমাদের ঢুকতে দেখেছে।'

গুরুত্ব দিল না রবিন। 'তাতে কি? ও জানে, জিনা আমার বোন। বোনের ঘরে ঢুকব, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

সাথে করে আনা ব্যাগটা খুলল কিশোর। জিনাকে বোঝাতে লাগল, কিভাবে কি করতে হবে তার।

'দারুণ!' কিশোরের কথা শেষ হলে বলল জিনা।

তিনজনে মিলে সেট সাজানো শুরু করে দিল। সাজানো হয়ে গেলে কিশোর বলল, 'চলো এবার নিচে যাই। ফিলিপের ব্যবস্থা করা দরকার।'

লবি ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় ফিলিপকে পারলারে দেখতে পেল ওরা। বই পড়ছে। পাশ কেটে চলে এল ওরা। বসার ঘরে ঢুকে কিশোরকে বলল রবিন, 'ওকে ওখান থেকে সরানোর চেষ্টা করো, যাতে বইটা নিতে পারি।'

'ধার নিতে ওকে সরাতে হবে কেন?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'আসলে চুরিই করতে হবে,' রবিন বলল। 'ধার চাইলে দেবে বলে মনে হয়

না। তা ছাড়া তাকে জানিয়ে নিলে পরে যখন বইটা পাওয়া যাবে জিনার ঘরে, কি জবাব দেব?'

'তা ঠিক। যাচ্ছি আমি।'

পারলারে এসে, ভেতরে উঁকি দিয়ে কিশোর বলল, 'ফিলিপ, এক মিনিট। একটু আসবেন? আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

অবাক মনে হলো ফিলিপকে। 'আমার সঙ্গে?' বইটা বন্ধ করে টেবিলে রেখে তাড়াহুড়ো করে উঠে এল সে।

'চলুন, পায়ের ছাপগুলো দেখে আসি আরেকবার,' কিশোর বলল। 'হয়তো জরুরী কিছু আছে ওখানে, কাল রাতে অন্ধকারে চোখে পড়েনি।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ফিলিপ। 'কি আর থাকবে? জুতোর ছাপও তো দেখা হলো। আমার পায়ের চেয়ে বড় মাপের। ভুলে গেছ?'

'না, ভুলিনি। ভয় পাবেন না। আপনাকে আর সন্দেহ করছি না আমরা। আসুন।'

ফিলিপকে নিয়ে কিশোর বেরিয়ে যেতেই ঢুকে পড়ল রবিন। বইটা চট করে তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। ইভাকে দেখতে পেল এ সময়। দৌড়ে এসে হলওয়েতে ঢুকল আবার রবিন। 'হাই, ইভা!' কথা বলে বুঝতে চাইল, তাকে পারলারে ঢুকতে দেখে ফেলেছে কিনা ইভা।

ফিরে তাকাল ইভা। সন্দেহ দেখা দিল চোখে। 'কি ব্যাপার? খুব একটা ব্যস্ত সকাল কাটাচ্ছ মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, খুব ব্যস্ত,' জানাল রবিন। 'ভোর বেলা উঠেই গাঁয়ের মলে গিয়েছিলাম আমি আর কিশোর, বাজার করতে। আপনার কেমন লাগছে আজকে?'

হাসল ইভা। 'ভাল। মনে হচ্ছে, আমাদের মিস্ট্রি উইকএন্ড শুরুই হয়ে গেল।'

অবাক হলো রবিন। ওদের কাজকর্ম দেখে সন্দেহ করতে আরম্ভ করল নাকি ইভা? 'শুরু হয়ে গেল মানে?'

'হলো না? কাল রাতে আমার ঘর থেকেই শুরুটা হলো,' ইভা বলল। 'আমার ক্যামেরা আর ঘড়ি চুরি দিয়ে রহস্যের উদ্বোধন হলো। ভাল লাগছে আমার। দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি। পরের ঘটনাটা কি ঘটে দেখার জন্যে অধীর হয়ে আছি।'

বেরিয়ে গেল ইভা। সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন, পেছন থেকে কিশোর এসে যখন ডাকল তাকে, ভীষণ চমকে গেল। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকেছে কিশোর, তাই দেখতে পায়নি।

'ওর ঘরে যে সত্যি সত্যি ডাকাতি হয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করছে না ইভা,' কিশোরকে জানাল রবিন।

ফুসফুস খালি করে বাতাস ছাড়ল কিশোর। 'তুমি হলে করতে, মিস্ট্রি উইকএন্ডে মজা করতে এসে যদি দেখতে তোমার ঘরে ডাকাতি হয়েছে? ইভা যা করেছে, ঠিকই করেছে। তাতে আসল চোরটাকে ধরতে আমাদের সুবিধে হবে।'

'ফিলিপ কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'বাইরে রেখে এসেছি। ঘড়ি-চোরের সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। আন্তরিক ভাবেই সাহায্য করতে চাইছে সে।'

'কে জানে! হয়তো জরুরী কোন সূত্র আবিষ্কারও করে ফেলতে পারে।'

শেষ সূত্রটা রোপণ করার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। ফিরে এসে যখন ভেতরে ঢুকল আবার, পারলারে জন আর ইভার কথা কানে এল।

'ওই ছেলেগুলোকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি,' জন বলছে।

'আমিও না,' ইভার কণ্ঠ। 'ভোর বেলা বেরিয়ে যেতে দেখেছি ওদের। আর সব সময় কেমন ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। নিরীহ ভালমানুষ লোকেরা কখনও ওরকম করে না।'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'হ্যাঁ। ওদের আচরণ সত্যি সন্দেহজনক। নাস্তার পর জিনার ঘরে ঢুকেছিল চোরের মত। এমন ভঙ্গি করছিল, যেন ওদের ওপর নজর রাখছে কেউ। ভুয়া রহস্যের আড়ালে আসল ডাকাতির পরিকল্পনা যেটা করা হয়েছে, আমার ধারণা তার সঙ্গে জড়িত এই ছেলেগুলো।'

'তাই!' চমকে গেল মনে হলো ইভাকে দেখে। 'এটা তো ভাবিনি। তাহলে কি আমার জিনিসগুলো ওরাই চুরি করল?'

'করাটা কি অস্বাভাবিক?' জনের কথার ভঙ্গিতে মনে হলো, ইভাকে উস্কে দিচ্ছে সে।

নীরব হাসিতে ভরে গেল কিশোরের মুখ। 'যাক, এ রকম সন্দেহ করতে থাকা ভাল। রহস্যটা জমবে।'

'আমি ঘরে যাচ্ছি,' কিশোরকে বলল রবিন। একেক লাফে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে এল দোতলায়।

সরু হলওয়ে ধরে সিঁড়ির দিকে প্রায় দৌড়ে চলল সে। নিজেদের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। অবাক কাণ্ড! তালাটা কি না লাগিয়ে চলে গিয়েছিল! কানে এল শিসের শব্দ। কাজের বুয়াটাকে দেখতে পেল হলের একপ্রান্তে। হাসল রবিন। হতে পারে, ঘর পরিষ্কার করার পর তালাটা লাগাতে ভুলে গেছে মহিলা।

আঙুলের মাথা দিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে ভেতরে পা রাখল রবিন। পরক্ষণে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল তার মাথায়। তীব্র ব্যথা বিস্ফোরিত হলো মগজে। লাফ দিয়ে চোখের সামনে উঠে আসতে শুরু করল মেঝেটা।

আট

ঘড়ি দেখল মুসা। দুই হাতের তালু ঘষতে শুরু করল আনন্দে। 'দুপুর হয়ে গেছে। দশ মিনিটের মধ্যেই খাবার দেবে।'

'জিনারও অভিনয় করার সময় এসে গেছে,' খাবারের প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। 'কিন্তু রবিন আসতে এত দেরি করছে কেন? গেল এক মিনিটের কথা বলে, দশ মিনিট হয়ে যাচ্ছে। নামতে দেখেছ ওকে?'

'নাহ,' মাথা নাড়ল মুসা। 'গিয়ে দেখে আসব?'

'উঁহু। আমি যাচ্ছি।' রবিনের বিপদের আশঙ্কায় পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরল কিশোরের। ঘন ঘন শ্বাস নিতে শুরু করল, স্নায়ুগুলোকে শান্ত করার জন্যে। রওনা

দিল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকেই ২০৭ নম্বর ঘরের দরজাটা খোলা দেখতে পেল। দৌড়ে ঢুকতে গিয়ে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল রবিনের পড়ে থাকা দেহটায় হোঁচট খেয়ে।

রবিনের শার্টের লেখাটা দেখে নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল কিশোরের। ম্যাজিক মার্কার দিয়ে লেখা রয়েছে: বাঁচতে চাইলে বাড়ি যাও!

গুঙিয়ে উঠল রবিন। নড়েচড়ে উঠে বসার চেষ্টা করল।

'উঠো না, উঠো না!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

'কিন্তু বসলেই ভাল লাগবে,' রবিন বলল। 'দেখি, ধরো আমাকে। উঠি।'

'বেশ। তবে আস্তে আস্তে। তাড়াহুড়ো কোরো না।' রবিনের হাত ধরল কিশোর। 'মনে হচ্ছে মাথার পেছনে বাড়ি মেরে কেউ বেহুঁশ করে ফেলেছিল তোমাকে। কে মেরেছে, দেখেছ?'

'না। ঘরে ঢুকে চোখের সামনে তারা ফোটা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। তারপর তোমার মুখ,' চোখ মিটমিট করল রবিন।

'হুঁ!' রবিনের হাত ধরে টান দিল কিশোর। 'নাও, ওঠো।'

উঠে দাঁড়াল রবিন। বলল, 'আমি যে আক্রান্ত হয়েছি, কারও কাছে বোলো না কিন্তু। লাঞ্চের টেবিলে হামলাকারী থেকে থাকলে, আমার প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে তাকে মজা পেতে দেব না।'

'নাকি ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নেবে?'

'না। শুয়ে থাকতে পারব না।' শার্টটা বদলে নিল রবিন। তারপর কিশোরের সঙ্গে নিচে নেমে এল। ডাইনিং রুমে সব গেস্টরাই আছে, কেবল জিনা বাদে। যার যার সীটে বসে পড়ল কিশোর আর রবিন। উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে ইভা।

'অবশেষে শুরু হলো আমাদের মিস্ট্রি উইকএন্ড,' বলছে সে। 'কাল রাতে আমার ঘর থেকে আমার ক্যামেরা আর ঘড়িটা চুরি গেল। সে রহস্যের সমাধান এখন করতে হবে।'

'কি করে জানলেন আপনি, ওটা আসল চুরি নয়?' জিজ্ঞেস করল ফিলিপ। 'এই তো, খানিক আগে আমার নাকের ডগা থেকে আমার একটা বই কে জানি মেরে দিল!'

'বই আর কে চুরি করবে। হয়তো পড়তে নিয়েছে কেউ। মনে করেছে, বইটা এই হোটেলের। গেস্টদের পড়ার জন্যে রেখেছে।'

খরখর করে উঠল ফিলিপ। 'তা কি করে হয়? বইয়ের মলাটে পরিষ্কার করে আমার নাম লেখা রয়েছে।'

'তাহলে ফেরত পাবে, খুঁজে নিতে পারো,' হাত নেড়ে এমন করে বলল ইভা, যেন পাত্তাই দিল না ব্যাপারটাকে।

রেগে গেল ফিলিপ। কারও দিকে আর না তাকিয়ে খাওয়ায় মন দিল।

'যাই হোক,' ইভা বলল, 'এখন থেকে আমাদের সূত্র খোঁজা শুরু করে দেয়া উচিত। কিশোর আর রবিন কিছু কিছু নাকি পেয়েও গেছে ইতিমধ্যে।'

কেশে উঠল কিশোর। 'হ্যাঁ, পেয়েছি। কয়েকটা পায়ের ছাপ।' ছাপগুলো

দেখতে কেমন, তা বলল না; কারণ সেটা আসল ডাকাতির সূত্র।

এই সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল জিনা। বিধ্বস্ত লাগছে তাকে। 'আমার হারটা চুরি হয়ে গেছে! নানীর দেয়া হীরার হার...মা আর আস্ত রাখবে না!'

তাকে বসতে সাহায্য করল কিশোর। শান্ত হতে বলল। তারপর বলল, 'জিনা, ঘরে সব জায়গায় খুঁজে দেখেছ তো? অন্য কোথাও রাখনি? তুমি তো আবার রেখেটেখে ভুলে যাও।'

রাগ করে কিশোরের দিকে তাকাল জিনা। 'তাই বলে আমার নানীর দেয়া জিনিসের কথা ভুলব? তুমি আমাকে কি মনে করো? অ্যানটিক জিনিস ওটা। কয়েক হাজার ডলার দাম হবে।'

'তখনই বলেছিলাম, সঙ্গে আনার দরকার নেই, শুনলে না,' রবিন বলল। 'কোথায় রেখেছিলে?'

'ড্রেসারের ড্রয়ারে। সকালেও ছিল। কয়েকটা মোজার নিচে একটা বাক্সে ভরে লুকিয়ে রেখেছিলাম। বাইরে থেকে ফিরে দেখি ঘরের দরজা খোলা। ড্রয়ার খুলে মোজাগুলো সহ জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে রেখেছে মেঝেতে। কেবল হারটা নেই!' দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে শুরু করল সে।

আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল ইভা। 'দারুণ! দারুণ! জমে উঠেছে রহস্য। একটার বদলে দুটো রহস্যের সমাধান করতে হবে এখন আমাদেরকে।'

অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল জিনা। 'আপনি বলতে চাইছেন আসল ডাকাতি নয় এটা?'

'অবশ্যই না!' উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে ইভার চোখ। 'সব সাজানো রহস্য। আমাদের সমাধানের জন্যে। সুতরাং আর দেরি না করে কাজে লেগে পড়া উচিত।'

কিশোর আর রবিনের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা নোয়াল। ইঙ্গিতে বোঝাল, তাদের পরিকল্পনা কাজে লাগতে যাচ্ছে।

যার যার প্লেটের খাবারগুলো গপ্‌গপ্ করে গিলে নিল সবাই। তারপর রওনা হলো জিনার ঘরে, তদন্ত করার জন্যে। গেস্টদের গোয়েন্দাগিরি দেখে মনে মনে হাসতে লাগল কিশোর আর রবিন।

জিনার ঘরে ঢুকে সূত্র খুঁজতে শুরু করল ওরা।

'কেউ কিছু ধরবেন না,' সাবধান করল কিশোর। 'কোন সূত্র পেলে যেখানকারটা সেখানেই রেখে দেবেন। কোন চিহ্ন নষ্ট করা চলবে না। বলা যায় না, এটা আসল ডাকাতিও হতে পারে।'

'সত্যি?' খুব উৎসাহী মনে হলো ফিলিপকে।

'এ এলাকায় বেশ কিছু হোটেল-ডাকাতি হয়ে গেছে,' জানাল রবিন। 'ডাকাতেরা এই মিস্ট্রি উইকএন্ডের সুযোগে আসল ডাকাতিও করে বসতে পারে।'

মুখ তুলল জন। 'ঠিক এই কথাটাই ইভাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম আমি। কয়েকজনকে সন্দেহও করছি।'

'তাই নাকি?' কিশোরের প্রশ্ন। 'কারা?'

'এখন বলব না। আগে প্রমাণ জোগাড় করে নিই, তারপর।'

চট করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।

'আরে, দেখো কি পেয়েছি!' একটা ট্রিপল মিন্ট চিউয়িং গামের মোড়ক তুলে ধরল ফিলিপ। 'এ জিনিস আগে কারও চোখে পড়েছে?'

জন বলল, 'এত জনপ্রিয় ব্র্যান্ড। এটা আর কে না দেখে।'

সন্দেহ দেখা দিল ফিলিপের চোখে। 'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এখানে কেবল আপনাকেই এ জিনিস চিবুতে দেখা যায়। বিচ্ছিরি ভাবে চিবান আপনি, পিচ্চি পোলাপানের মত মুখ থেকে বের করেন আর ভরেন, ঘেন্না লাগতে থাকে।'

'ট্রিপল মিন্ট চিবাই, তো কি হলো?' পাল্টা আক্রমণ করল জন। 'তাতেই প্রমাণিত হয় না, আমি হারটা চুরি করেছি।'

'তাহলে এই মোড়ক জিনার ঘরে এল কি করে?' ছাড়ল না ফিলিপ। 'জিনা, তুমি জনকে তোমার ঘরে দাওয়াত দিয়েছিলে?'

'নাহ্, তা দিতে যাব কেন?' কর্কশ স্বরে জবাব দিল জিনা। 'চিনিই না ভালমত।'

একটা অ্যাশট্রে তুলে ধরল ফিলিপ। 'দেখো, অ্যাশট্রের মধ্যে গাম ফেলেছে! কি নোংরা স্বভাব!'

ভয়ানক রেগে গেল জন। 'দেখো, খোঁচা মারা কথা আমি একদম সইতে পারি না! আর একটা কথা বললে ঘুসি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব বলে দিলাম!'

হাসল ফিলিপ, 'চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

হাসি ঠেকাতে কষ্ট হলো কিশোর আর রবিনের। ওরা জানে, হাড়সর্বস্ব, ছোটখাটো ফিলিপের ক্ষমতা।

ঘুসি মারল না জন। বরং পিছিয়ে গেল। 'এ ঘরে কখনই ঢুকিনি আমি! ওই জিনিস কেউ রেখে গেছে এখানে, আমাকে চোর বানানোর জন্যে।'

'তা ঠিক,' দুজনকে থামানোর জন্যে মধ্যস্থতা করতে এল মুসা। 'জিনিস তো চুরি করেছেই, অন্যের ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে নানা রকম সূত্রও রেখে গেছে চোরটা। আমাদেরকে বিপদে ফেলার জন্যে।'

ফিলিপ আর জনের ঝগড়া বন্ধ হতেই আবার গোয়েন্দাগিরিতে মন দিল গেস্টরা। আচমকা মুসার কাপড় খামচে ধরে তাকে আলমারির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল জিনা। 'এদিকে কি? আমার জিনিসপত্র ঘাঁটতে যাচ্ছ কেন?'

'সূত্র খুঁজতে যাচ্ছি, আর কিছু না,' জিনার অভিনয় বুঝতে পারল মুসা।

'না, আমার জিনিসপত্রে কেউ হাত দিতে পারবে না,' ধমকে উঠল জিনা। কাপড়ের হ্যাঙ্গারগুলো নিয়ে র‍্যাকে ঠেসে ভরতে শুরু করল সে। স্থির হয়ে গেল হঠাৎ। নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকতে লাগল। কোটটা টেনে বের করে এনে সেটা শুঁকে দেখল।

'পারফিউমের গন্ধ!' বিস্ময় ভঙ্গিতে বলল সে। 'কিন্তু এ গন্ধ তো আমার পারফিউমের না!'

'দেখি তো,' হাত বাড়িয়ে কোটটা নিয়ে শুঁকে দেখল জন। 'এ তো চেনা গন্ধ! ইভা ব্যবহার করে।'

চিৎকার করে উঠল ইভা, 'কি-কি বলছ!'

ইভার দিকে কোটটা বাড়িয়ে ধরল জন, 'নিজেই শুঁকে দেখো। দেখো, চিনতে

পারো কিনা। এখানে একমাত্র তুমিই এই পারফিউম ব্যবহার করো।'

কোটটা নিয়ে শুঁকতে শুরু করল ইভা। 'এ তো রুবেন।'

কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়াল জিনা। 'আমি ভুলেও রুবেন ব্যবহার করি না। ইভা, আপনি আমার ঘরে ঢুকে আমার কোট পরেছিলেন!'

এগিয়ে এল ফিলিপ। 'ঠিক। এখানে আর কি কি করেছিলেন আপনি? জিনার নানীর হারটা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে?'

'পাগল নাকি লোকগুলো! কি বলে!' পিছিয়ে গেল ইভা। মুখে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার ঠেকানোর চেষ্টা করল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বলল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, এক মিনিট! আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন না···'

'ভাবছি!' তার দিকে আরেক পা এগিয়ে গেল ফিলিপ। 'কাল রাতে আপনার ঘরের চুরির ব্যাপারটাও নিশ্চয় মিথ্যে, আপনার সাজানো নাটক। যেন আপনিও ডাকাতির শিকার। আমাদের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিলেন। বাহ্, চালাকিটা কিন্তু ভালই করেছিলেন। তবে সবার চোখে ধুলো দেয়ার মত নয়।'

মনে মনে হাসল কিশোর। একটা রহস্য কাহিনীতে গোয়েন্দার বলা সংলাপ মেরে দিয়েছে ফিলিপ।

ফিলিপের কথায় রীতিমত চুপসে গেল ইভা। 'কি বলেন না বলেন! আমি ওকাজ করতে যাব কেন? সত্যি সত্যি আমার ঘরে চুরি হয়েছে। কিশোর আর রবিন জানে। ঘরে ঢুকে দেখেছে ওরা।'

ভুরু ওপরে উঠে গেল জনের। 'তাই নাকি? ঘরে ঢুকেছিল?'

'আমার চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেছিল ওরা,' জবাব দিল ইভা।

'তাতে প্রমাণটা কি হয়? কি করে জানছি, ওরাই চোর নয়?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল জন।

'আমি···জানি না,' জবাব খুঁজে পাচ্ছে না ইভা। 'কোন্‌টা বিশ্বাস করব আর কোন্‌টা করব না, নিজেই বুঝতে পারছি না এখন।'

কিশোর বলল, 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সবাই আমরা এখন সন্দেহভাজন।'

তার কথায় সুর মেলাল রবিন, 'হ্যাঁ। এবং চোর এ ঘরেই রয়েছে। আমাদের মধ্যেই কোনও একজন।'

'সেটা আপনিও হতে পারেন,' ফিলিপের দিকে আঙুল তুলল জিনা। 'কাল রাতে ইভার ঘরে চুরি হওয়ার পর আপনাকে জানালার নিচে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি আমি। ওখানে কি করছিলেন?'

বিব্রত মনে হলো ফিলিপকে। 'আমি?···রাতে আমি জগিং করতে বেরোই। রোজ অন্তত এক মাইল দৌড়াই। কাল রাতে খাওয়ার পর দৌড়াতেই বেরিয়েছিলাম।'

তার পক্ষে সাক্ষ্য দিল কিশোর। 'হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছে ও। কাল রাতে ওর সঙ্গে আমাদেরও দেখা হয়েছিল। দৌড়াতেই বেরিয়েছিল।'

'তাই নাকি?' বাঁকা চোখে তাকাল জন। 'এ রকম যে কেউ বলতে পারে দৌড়াতে বেরিয়েছিল। কি করে জানব, সেটা সত্যি? তা ছাড়া তোমরা তিনজনই যে এতে জড়িত নও, তাই বা জানছি কি করে? তিনজনে মিলে প্ল্যান করেই ডাকাতিটা

করেছ...'

'হয়েছে, থামুন,' হাত তুলে বাধা দিল কিশোর, 'প্রমাণ ছাড়া এ ভাবে পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকলে কোন সমাধানেই পৌছতে পারব না আমরা।'

'ঠিক,' একমত হলো ইভা। 'মাউনটেইন ইন যদি এ খেলার পরিকল্পনা করে থাকে, তাহলে ওদেরও কোন কর্মচারী এতে জড়িত রয়েছে।'

'মিস্টার এলান উইকেডের মত কেউ,' ফিলিপ বলল। 'কিংবা মিস্টার পেকস।'

'পেকসকে দেখলে তাই মনে হয়,' জিনা বলল, 'তাকে দিয়ে সব সম্ভব।'

মাথা ঝাঁকাল ইভা, 'একবিন্দু বিশ্বাস হয় না আমার লোকটাকে।'

হাসি চাপতে কষ্ট হলো কিশোরের। যা আশা করেছিল, তার চেয়ে ভালভাবে এগোচ্ছে খেলাটা। একে অন্যকে দোষারোপ করতে শুরু করেছে গেস্টরা। হোটেলের কর্মচারীরাও আর এখন বাদ পড়ছে না।

ইভাকে কোণঠাসা করার জন্যে জিনা বলল, 'হোটেলের কর্মচারী এতে জড়িত থাকুক বা না থাকুক, তাতেও প্রমাণ হয় না, আপনি এ ঘরে ঢুকে আমার কোট পরার চেষ্টা করেননি।'

মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারল না ইভা। চিৎকার করে উঠল সে, 'তোমার ঘরে আমি ঢুকিনি! আর তোমার ওই পচা কোটটার ধারে-কাছেও যাইনি!'

ঝগড়াঝাঁটিতে জিনাও কম যায় না, 'পচা কোট নয় এটা! দামী বলেই লোভ সামলাতে পারেননি...'

'আরে থামো, থামো!' রবিন বলল। 'কি শুরু করলে?'

'আমাকে চোর বলার কোন অধিকার নেই মেয়েটার!' ইভা বলল।

'আপনিই বা মেজাজ খারাপ করছেন কেন?' রবিন বলল। 'এ তো একটা খেলা। মজা।'

লজ্জা পেল ইভা। 'সরি! কিন্তু এটা খেলা, না আসল, কি করে জানব? কোনটা বিশ্বাস করব, সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

হাসল কিশোর। 'কালকে না একঘেয়েমি কাটছে না বলে খুব বিরক্ত লাগছিল আপনার? এখন কেমন লাগছে?'

লাল হয়ে গেল ইভা। 'সাংঘাতিক!'

'এই উত্তেজনাটার জন্যেই এসেছি আমরা।'

'টাকাটা উসুল হচ্ছে এখন,' ইভা বলল।

জিনা বলল, 'আপনাদের তদন্ত যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, দয়া করে এখন গেলে খুশি হব।'

'তা তো যাবই। থাকতে কি আর এসেছি,' সবার পরে দরজার দিকে রওনা দিল জন।

'আপনার কথাবার্তাগুলো ভাল শোনাচ্ছে না, জন,' রবিন বলল।

'তোমার এত লাগে কেন?' ঝ্যাং করে উঠল জন।

'লাগবে না? ও আমার বোন।'

'হুঁ...' বিড়বিড় করে আরও কি কি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জন।

সবাই যাতে শুনতে পায়, সেজন্যে গলা চড়িয়ে জিনাকে বকতে শুরু করল

রবিন, 'আমি বুঝতে পারছি না, কেন মা'র কথা অমান্য করে হারটা তুমি আনলে! মা যে কি বকাটা বকবে, দেখো।'

হলওয়েতে শেষ পদশব্দটাও মিলিয়ে গেলে ফিসফিস করে জিনা বলল, 'কেমন অভিনয়টা করলাম?'

'দারুণ! তুলনা হয় না!' রবিন বলল। 'সব ক'টার মধ্যে বাধিয়ে দিয়েছি। কেউ আর কাউকে বিশ্বাস করবে না।'

এই সময় দৌড়ে এল এলান। দরজায় উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পেকসকে দেখেছ?' তীক্ষ্ণ, চড়া কণ্ঠ তার।

'পেকস?' জবাব দিল কিশোর। 'না তো। শেষবার দেখেছি নিচতলায়।'

'তাকে আমার জরুরী দরকার!' চিৎকার করে উঠল এলান। বেজির মত চোখ দুটো অস্বস্তিতে চঞ্চল। 'আমাদের অফিসের সেফ ভেঙে টাকাপয়সা নিয়ে গেছে সব!'

নয়

সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে এলান, সঙ্গে কিশোর আর রবিন; এ সময় দেখা গেল পেকসকে। দৌড়ে উঠে আসছে। 'কি হয়েছে, মিস্টার উইকেড?'

'ডাকাতি। অফিসের আলমারিতে!' বিশালদেহী লোকটার কাঁধ খামচে ধরে তার চোখের দিকে তাকাল এলান। 'তালা ভেঙে টাকা-পয়সা আর গেস্টদের দামী দামী যা জমা রেখেছিল আমার কাছে, সব নিয়ে গেছে!'

একটা কথাও আর না বলে ঘুরে দৌড় মারল পেকস। এত বড় শরীরের একজন মানুষ এ ভাবে দৌড়াতে পারে, না দেখলে ভাবা যায় না। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা আর এলান।

লবি পার হয়ে এসে ছোট অফিস ঘরটায় ঢুকল ওরা। পেছনের দেয়াল ঘেঁষে রাখা কালো, মোটা একটা লোহার আলমারি। তিন ফুট উঁচু। দরজার পাল্লাটা এখন হাঁ করে খোলা।

'মিস্টার বোরম্যান জানলে আর আস্ত রাখবেন না আমাকে,' গুঙিয়ে উঠল এলান। এক হাত দিয়ে আরেক হাতের কব্জি মোচড়ানো শুরু করল সে।

পেকসের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সেফের ভেতরে উঁকি দিল কিশোর আর রবিন।

'সাফ করে নিয়ে চলে গেছে ব্যাটারা,' মৃদু শিস দিয়ে উঠল রবিন।

'ব্যাটারা!' কথাটা ধরে বসল পেকস। 'ব্যাটা নয় কেন?'

থতমত খেয়ে গেল রবিন। জবাব দিতে সময় লাগল। 'না, এমনি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল বহুবচন।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল পেকসের দৃষ্টি। 'কাজটা করার জন্যে দুজন লোক দরকার।' কিশোর আর রবিনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে।

দরজায় হট্টগোল শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। ইভা, ফিলিপ, জন আর জিনা

দাঁড়িয়ে আছে। দরজা-খোলা সেফটার দিকে চোখ সবার। কেউ বা হাঁ। কারও চোখ বড় বড়।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল ইভা। 'সাংঘাতিক ঘটনা! একের পর এক রহস্য জমেই চলেছে!'

উঠে দাঁড়াল পেকস। প্রচুর কথা বলল, এত কথা সাধারণত বলে না সে। 'এটাকেও মিস্ট্রি উইকএন্ডের নাটক ভেবে থাকলে ভুল করবেন। সাংঘাতিক একটা ডাকাতির ঘটনা ঘটে গেছে এখানে। এ জায়গা ছেড়ে কেউ নড়বেন না। কার কাজ, জানা দরকার। আমি পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি।'

ফোনের দিকে এগিয়ে গেল পেকস। জন এসে বসল কিশোর আর রবিনের কাছে।

'হাত দেবেন না কোন কিছুতে,' সাবধান করল কিশোর। 'আঙুলের ছাপ থাকতে পারে।'

কড়া চোখে তার দিকে তাকাল জন। 'আমাকে নির্দেশ দেয়ার তুমি কে হে? নিজেকে সর্দার ভাবার প্রবণতা! তোমাদের এই হামবড়া ভাবভঙ্গি অতিষ্ঠ করে দিয়েছে আমাকে।'

'আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করে বসে আছেন,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আসলে সাহায্য করতে চাইছি আমরা। আপনার নিশ্চয় জানা আছে, অপরাধ যেখানে সংঘটিত হয়, সেখানকার কোন কিছুতে হাত দেয়া ঠিক না।' উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে।

'যথেষ্ট হয়েছে মিস্ট্রি উইকএন্ড! আমি আর এর মধ্যে নেই,' বলে গটমট করে সেখান থেকে চলে গেল জন।

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'ঘটনাগুলো সবার স্নায়ুতেই চাপ দিতে আরম্ভ করেছে।'

ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়াল পেকস। 'পুলিশ আসছে। সবাই এ ঘর থেকে বেরোন। কোন কিছুতে হাত দেবেন না।'

জনকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর।

পেকস বলল, 'যান, সরুন! লবিতেও থাকবেন না কেউ।'

হলের ভেতর দিয়ে পারলারে এসে ঢুকল সকলে। সবাই চুপচাপ। যার যার চিন্তায় মগ্ন।

সবার আগে কথা বলল ইভা। 'পেকস একটা সত্যিকারের ভাল অভিনেতা। রাগের কি চমৎকার অভিনয়টাই না করল। বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে।'

তার দিকে কাত হলো রবিন। 'ইভা, আমার মনে হচ্ছে, এটা ভুয়া রহস্যের অংশ নয়।'

ঝাঁজিয়ে উঠল ইভা। 'হয়েছে, হয়েছে, আমাকে আর শেখাতে এসো না। তোমার কি ধারণা, সত্যিকারের ডাকাতি?'

শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'সত্যিকারের কিনা একটু পরেই বুঝতে পারবেন। নাহলে পুলিশকে ফোন করল কেন পেকস?'

'পুলিশ? হয়তো ওরাও অভিনেতা। স্থানীয় থিয়েটার থেকে ভাড়া করা হয়েছে।

বসে থাকলে ঠকতে হবে। একটু পরেই হয়তো পেকস এসে হেসে বলবে, সব ফাঁকি। গাধা বনতে হবে তখন।'

হাসল ফিলিপ। 'ইভার কথাই ঠিক। এই ডাকাতিটাও সাজানো। টাকা নিয়েছে, এখন খেলা দেখিয়ে সেটা উসুল করছে।'

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তর্ক না করে যা বলছে সবাই, তাতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। 'ঠিক আছে। চুপচাপ বসে বসে উপভোগ করা যাক তাহলে।'

'তাই নাকি? এটাকে মোটেও সাজানো ঘটনা মনে হচ্ছে না আমার। চোর খুঁজতে বেশি দূরে যাওয়া লাগবে না, এখানেই আছে দুজনে,' কিশোর আর রবিনকে ইঙ্গিত করে বলল জন।

তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'আপনার থিয়োরিতে একটা ভুল রয়েছে, জন।'

'কি?'

'আপনার কাছে কোন প্রমাণ নেই।' উঠে দাঁড়াল কিশোর। হলে রওনা হলো। পেছন পেছন চলল রবিন।

হলে ঢুকে আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল মুসার সঙ্গে।

'কিশোর! জলদি এসো!' মুসা বলল।

'কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

জবাব না দিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল মুসা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চলো আমার ঘরে। গেলেই বুঝবে।'

ঘরের দরজা খুলে ধরল মুসা। ভেতরে ঢুকল কিশোর আর রবিন।

'হ্যাঁ, বলো এবার?' মুখ তুলল কিশোর।

ঘরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। 'কিছু টের পাচ্ছ?'

সারা ঘরে চোখ বোলাল কিশোর আর রবিন। পরিবর্তন চোখে পড়ল না।

'চোখে দেখার জিনিস নয়,' মুসা বলল। 'অদ্ভুত একটা গন্ধ পাচ্ছ না?'

'চুরুটের গন্ধ!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'চেনা লাগছে না?'

'মিস্টার বোরম্যান!' বলে উঠল রবিন।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তীব্র দুর্গন্ধওয়ালা চুরুট।'

'ঠিক বলেছ,' কিশোর বলল। 'পায়ে দেয়া ঘেমো মোজার গন্ধ। তারমানে আশেপাশেই কোথাও আছেন মিস্টার বোরম্যান।'

'থাকলে,' রবিন বলল, 'দেখা দিচ্ছেন না কেন?'

'আর আমার ঘরেই বা কি খুঁজতে এসেছিলেন?' মুসার প্রশ্ন।

*

দুটো পুলিশ কার এসে থামল হোটেলের সামনে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। গাড়ির ওপরের লাল আলোগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে ওদের মুখে।

পুলিশের পোশাক পরা তিনজন, আর লাল-চুল, সাদা পোশাক পরা একজন

লোক নামল গাড়ি থেকে। হুড়মুড় করে এসে ঢুকল লবিতে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে এল তিন গোয়েন্দা।

'সাংঘাতিক!' ইভা বলছে। 'একেবারেই আসল পুলিশের মত লাগছে।'

'আসলই ওরা, ইভা,' কিশোর বলল।

দ্বিধায় পড়ে গেল ইভা। 'সত্যি বলছ?'

'ধুর, বিশ্বাস কোরো না ওদের কথা!' ফিলিপ বলল ইভাকে।

হল ছেড়ে পুলিশকে অনুসরণ করে লবিতে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। এলান আর পেকস রয়েছে তাদের অফিসে।

'কোন কিছুতেই হাত দেয়া হয়নি,' পেকস বলল। 'যা যেভাবে ছিল, ঠিক সেভাবেই রেখে দেয়া হয়েছে।'

ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সেফের ভেতরটা দেখল দুজন অফিসার। বাকি দুজন সূত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল।

'পেশাদার লোকের কাজ মনে হচ্ছে, সার্জেন্ট,' সেফের কাছ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল একজন অফিসার। সাদা পোশাক পরা লাল-চুল লোকটার সঙ্গে কথা বলছে সে। ফিরে তাকাতেই দুই গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়ল তার। ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, তোমরা এখানে কি করছ?'

'আমরা এ হোটেলের গেস্ট,' জবাব দিল কিশোর।

নিজের পরিচয় দিল লোকটা। জানা গেল, সে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর ডিটেকটিভ সার্জেন্ট, নাম সমারস। 'অন্যদের সঙ্গে গিয়ে পারলারে বসো। পরে আসছি আমরা। সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

বাধ্য ছেলের মত পারলারে ফিরে এল দুজনে।

'আপাতত সরে থাকাই ভাল,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে এক্ষুণি আমাদের আসল পরিচয় ফাঁস করার দরকার নেই।'

'মিস্টার বোরম্যান এখন এখানে থাকলে ভাল হতো,' রবিন বলল।

'আশেপাশেই কোথাও আছেন,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু সামনে আসছেন না কেন?'

'তিনি সামনে না এলে প্রমাণও করাতে পারব না, তাঁর কথাতেই কাজ করতে এসেছি আমরা।'

'হ্যাঁ। কাজেই চুপচাপ থেকে গোপনে গোপনে আমাদের তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে।'

*

পারলারে ওই সময় ইভার ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে ফিলিপ। 'এই ভাঁড়গুলো পুলিশ অফিসার, এ কথা জাগল না হলে কেউ বিশ্বাস করবে?'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। এটা যে সত্যিই ডাকাতি, এ কথাটা ওরা যে ভাবে বুঝছে, আর কেউ বুঝছে না।

'হুড়মুড় করে যে ভাবে ঘরে ঢুকল নকল পুলিশগুলো,' ফিলিপ বলছে, 'অভিনয় যে, এটা পাগলেও বুঝবে।'

দরজায় এসে দাঁড়াল ডিটেকটিভ। 'এখান থেকে নড়বেন না কেউ। আমরা

দোতলার ঘরগুলো দেখে আসি।'

'সার্চ ওয়ারেন্ট আছে আপনাদের কাছে?' রসিকতা করে জিজ্ঞেস করল জন। সবজান্তার হাসি দিল।

'কেন? গোপন করার আছে নাকি কিছু তোমার?' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল সমারস।

হাসিটা দূর হয়ে গেল জনের। 'না-না, অফিসার! আসলে...ঠিক আছে, যান, আপনাদের কাজে যান।'

কিন্তু এত সহজে আর জনকে ছাড়ল না সমারস। 'কথামত না চললে সার্চ ওয়ারেন্ট আনতে দেরি হবে না আমাদের।'

'আমার ঘরে যেতে চান?' ফিলিপ বলল, 'যান। কিছুই পাবেন না।'

'আমার ঘরেও না,' ইভা বলল।

বাধা দিল এলান, 'আপনাদের যেখানে ইচ্ছে যান, অফিসার। আমি অনুমতি দিচ্ছি। হোটেলের যে ঘরে ইচ্ছে ঢুকে দেখুন। আমি চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর একটা বিহিত হয়ে যাক।' ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে সে, মুখ দেখেই বোঝা যায়। 'মিস্টার বোরম্যান এলে কি জবাব দেব, সেই চিন্তায় আমি অস্থির।'

আর চুপ থাকতে পারল না কিশোর। 'তিনি এখনও আসেননি?'

'না, আসেননি!' জবাব দিল এলান।

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল মুসা, কিশোর, রবিন। একই কথা ভাবছে তিনজনে। মিস্টার বোরম্যান যদি এখনও না-ই এসে থাকেন, মুসার ঘরে চুরুটের গন্ধ কে রেখে এসেছে?

এলান বলল, 'আমার কাছে ফোন নম্বর আছে। মিস্টার বোরম্যানকে ফোন করা যাবে। পুলিশের তদন্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাই আমি করব।'

কিশোরের কানের কাছে ফিসফিস করল রবিন, 'অবাক কাণ্ড! গতকালও না বলল, মিস্টার বোরম্যান কোথায় আছেন, জানে না সে?'

'তাই তো,' কিশোর বলল। 'ও বলেছে, দূরে কোথাও চলে গেছেন মিস্টার বোরম্যান, অ্যানটিক খোঁজার জন্যে।'

'রহস্যময় ব্যাপার!'

দোতলায় চলে গেল পুলিশ। রহস্য নিয়ে আবার মাথা ঘামানো শুরু করল গেস্টরা। এসেছিল একটার আশায়, পাওয়া গেল একাধিক। উত্তেজনাটা উপভোগ করছে ওরা।

'জন,' ফিলিপ আবার চেপে ধরল তাকে, 'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি, তোমার চিউয়িং গামের কাগজ জিনার ঘরে গেল কি করে?'

ডান হাতের তর্জনীটা পিস্তলের নলের মত ফিলিপের বুকে ঠেসে ধরল জন। 'নিজেকে খুব চালাক মনে করো, না? তোমার জন্যেও একটা জিনিস আছে আমার কাছে।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে ফিলিপের হারানো বইটা টেনে বের করল জন। 'জিনার ঘরের জানালার নিচে পেয়েছি এটা। কি জবাব দেবে?'

অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ফিলিপের মুখ থেকে। 'ওখানে গেল কি

unmisson@yahoo.com http://www.murchona.com©

করে?'

'হারটা চুরি করে জানালা গলে যখন পালাচ্ছিলে, তখনই কোনভাবে পড়ে গেছে,' বিজয়ীর হাসি হাসল জন।

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল ফিলিপ। 'বইটা কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ফেলে রেখেছিল ওখানে। কালকে পারলারে রেখে বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে আর পাইনি। এখন বুঝতে পারছি কে নিয়েছিল। তুমি তুলে নিয়ে গিয়েছিলে, আমাকে ফাঁসানোর জন্যে।'

হেসে উঠল জন। 'তাই নাকি? তোমার মুখের কথা কে বিশ্বাস করবে?'

দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল কিশোর। মারামারি যাতে না বাধে, সেজন্যে। 'আহ, থামুন না আপনারা! এমনিতেই প্রচুর ঝামেলা হচ্ছে। মারামারি করে সমস্যা আর বাড়াবেন না।'

ফিলিপের কাছ থেকে সরে গেল জন। 'তবে বইটা আমি ফেরত দিচ্ছি না। প্রমাণ হিসেবে রেখে দিলাম।'

ফিলিপকে একধারে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল রবিন। কাঁধে হাত রাখল। 'ফিলিপ, এখানে সবাই গোয়েন্দাগিরির খেলা খেলতে এসেছি আমরা, তাই না? চিন্তা করবেন না। রহস্যটার সমাধান হয়ে গেলেই আপনার বই আপনি ফেরত পাবেন।'

বিড়বিড় করে বলল ফিলিপ, 'কিন্তু সব কিছুই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!'

সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ হলো। নেমে এসে পারলারে ঢুকল দুজন পুলিশ অফিসার।

'দুশো সাত নম্বর ঘরটা কার?' জিজ্ঞেস করল ডিটেকটিভ সমারস।

'আমাদের,' জবাব দিল কিশোর।

'এসো আমাদের সঙ্গে,' কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিল সমারস। গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। ঘটনাটা কি? ডিটেকটিভের পেছন পেছন সিঁড়ির দিকে রওনা হলো ওরা। বাকি দুজন অফিসার ওদের পেছনে রইল।

কিশোরদের ঘরের দরজাটা হাট হয়ে খোলা। দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছে ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার।

আদেশ দিল সমারস, 'ঘরে ঢোকো।'

কি ঘটছে কিছু বুঝতে পারছে না কিশোর আর রবিন। কি এমন ঘটেছে ওদের ঘরে? নাকি একান্তে কথা বলতে চায় ওদের সঙ্গে ডিটেকটিভ?

ঘরে ঢুকল দুজনে।

'দরজা লাগিয়ে দাও!' পাহারারত অফিসারকে আদেশ দিল ডিটেকটিভ। তারপর একটা বিছানার কাছে গিয়ে গদির এককোনা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কি?'

গদির নিচে তাকিয়ে চমকে গেল দুই গোয়েন্দা। একটা ক্যানভাসের ব্যাগ। মুখ খোলা। নানা রকম যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আছে ওটা থেকে।

'আমি তোমাদের ঝামেলা কমিয়ে দিচ্ছি,' কঠোর কণ্ঠে বলল সমারস, 'কি জিনিস এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি। বার্গলার'স টুলস।'

'বার্গলার'স টুলস!' প্রায় সমস্বরে বলে উঠল কিশোর আর রবিন।

'হ্যাঁ। এগুলোর সাহায্যে জানালা-দরজা-আয়রন সেফের তালা খোলা থেকে শুরু করে আরও হাজারটা কাজ করা যায়। চোর-ডাকাতদের প্রয়োজনীয় জিনিস এগুলো।' হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সমারসের কণ্ঠ। 'আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করলাম!'

দশ

'অ্যারেস্ট!' রবিন বলল। 'কোন অপরাধে?'

'ডাকাতির সন্দেহে,' চাপা গর্জন করে উঠল সমারস। 'মনে হচ্ছে, এ এলাকার হোটেল ডাকাতিগুলোর পেছনে তোমাদেরও হাত আছে।'

ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ অফিসার রবিন আর কিশোরের দুই হাত টেনে পিঠের ওপর নিয়ে এল। কব্জিতে ইস্পাতের হাতকড়ার ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল দুই গোয়েন্দা।

'আমরা কে জানেন?' বলতে গেল কিশোর, 'আমরা...'

ধমক দিয়ে ওদের থামিয়ে দিল সমারস, 'তোমরা কে জানার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। শুধু জানি, এই যন্ত্রপাতিগুলো দিয়ে সেফ খোলা হয়।'

'ওগুলো কেউ রেখে গেছে এখানে!' মরিয়া হয়ে বলল রবিন। 'আমরা চোর নই। আমরা শখের গোয়েন্দা। আমি রবিন মিলফোর্ড। ও কিশোর পাশা। আমার বাবা খবরের কাগজের লোক...'

ব্যঙ্গ করে হাসল সমারস। 'আমি তাহলে দেবদূত! বাজে কথা বলে কোন লাভ নেই। এই, নিয়ে চলো ওদের!' দরজার দিকে এগোতে গেল সে।

গম্ভীর কণ্ঠে কিশোর বলল, 'আমাদের কথা বলার সুযোগ তো দেবেন, নাকি?'

'থানায় গিয়ে ক্যাপ্টেনকে বোলো যা বলার।'

কাঁধে ধাক্কা দিয়ে দুজনকে ঠেলে নিয়ে চলল দুই পুলিশ অফিসার। পাহারারত অফিসারকে বলল সমারস, 'ডেভ, এই টুলসগুলো নিয়ে এসো। দরজাটা সীল করে দাও। আমি না বললে কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে।'

গদির নিচ থেকে ব্যাগটা বের করে আনল অফিসার ডেভিড। আরেকজন অফিসার হলুদ রঙের টেপের মোড়ক ছাড়াতে শুরু করল। টেপের ওপরের ইংরেজি লেখাটার বাংলা করলে দাঁড়ায়:

অপরাধের স্থান হিসেবে চিহ্নিত।
বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।
আদেশক্রমে: পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।

হাতকড়া পরানো অবস্থায় দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল পুলিশ।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল এলানকে। দুই গোয়েন্দার অবস্থা দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কিশোররা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চাপা গলায়

বলল, 'কি সর্বনাশ! কাউকেই আর বিশ্বাস করার উপায় নেই!'

'আমরা চোর নই, মিস্টার উইকেড,' রবিন বলল।

'দেখে তো আসলেও সেটা মনে হয় না,' মুখটা সামান্য ওপরে তুলে নাকের সমান্তরালে ওদের দিকে তাকাল এলান। 'চমকে যাবেন। রীতিমত চমকে যাবেন মিস্টার বোরম্যান, যখন শুনবেন তাঁরই হোটেলের দুজন গেস্ট এই কাণ্ড করেছে।'

'কিন্তু আমরা···' চিৎকার করে উঠতে গেল রবিন।

'চুপ করে থাকো,' থামিয়ে দিল ওকে কিশোর। 'ওকে বলে কোন লাভ নেই। বিশ্বাস করাতে পারবে না।'

পারলার থেকে ছুটে এল মুসা আর জিনা। পেছন পেছন এগোল। সামনের সিঁড়ি দিয়ে ড্রাইভওয়েতে নেমে এল। ঘাবড়ে গেছে।

'ভয় নেই,' পুলিশের গাড়িতে ওঠার আগে বলল কিশোর। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব আমরা।'

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কিছু করার আছে?'

'চোখ খোলা রেখো কেবল।'

স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। রবিন আর কিশোরকে আসামী বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। গাড়িটা চলে যাওয়ার পর ফিরে তাকিয়ে দেখে, বারান্দায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গেস্টরা সব।

কথা বলে উঠল ইভা, 'দারুণ অভিনয় করল পুলিশগুলো।' হাসল। 'আরেকটু হলেই বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম যে ওরা আসল।'

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল জিনা আর মুসা।

থানায় এনে দুই গোয়েন্দাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল সমারস। জবাব শুনে বলল, 'মিস্টার বোরম্যান তোমাদের রহস্যের অভিনয় করাতে এখানে পাঠিয়েছেন, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'মিস্টার বোরম্যান এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সমারস। 'তার সঙ্গে কথা বলব।'

'সেটাই তো সমস্যা,' কিশোর বলল। 'ম্যানেজার উইকেডের কথামত, মিস্টার বোরম্যান এখন দূরের কোন শহরে রয়েছেন, হোটেলের জন্যে অ্যানটিক কেনায় ব্যস্ত।'

'তারমানে তোমাদেরই কপাল খারাপ,' সমারস বলল। 'তোমাদের পক্ষে সাফাই দেয়ার মত কেউ নেই আর!'

'আছে। রকি বীচের পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।'

'এ রকম একটা আষাঢ়ে গল্প নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে বলো?'

'এ ছাড়া আর কিভাবে বুঝবেন? ফোন করেই দেখুন। নিরাশ হবেন না।'

'মিথ্যে বললে বিপদ বাড়বে, মনে রেখো।'

'আপনি করুন।'

অবশেষে ফোন তুলে নিল সমারস। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই মুখের ভাব বদলে গেল তার। ফোনটা তুলে দিল কিশোরের হাতে, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর। 'হালো, ক্যাপ্টেন?···হ্যাঁ হ্যাঁ, নাটকই তো করতে এসেছিলাম। এখন তো আসল ডাকাতির কেসে ফেঁসে গেছি।···না না, আপাতত কোন সাহায্য লাগবে না।···ঠিক আছে, প্রয়োজন পড়লে ফোন করব। থ্যাংক ইউ।'

রিসিভারটা সমারসের দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। কানে ঠেকিয়ে আরও কয়েক সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের কথা শুনল সমারস। তারপর নামিয়ে রাখল ক্রেডলে।

কিশোর আর রবিনকে না ছেড়ে আর কোন উপায় নেই। কিন্তু ছাড়তে ভাল লাগল না তার। কড়া গলায় বলল, 'ঠিক আছে, ছাড়ছি আপাতত। তবে আমার সন্দেহের তালিকা থেকে এখনও বাদ পড়োনি তোমরা। কেসের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ এলাকা ছেড়ে যেতে পারবে না।'

অবাক হলো কিশোর। 'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার পরেও?'

বিষণ্ণ হাসি খেলে গেল সমারসের ঠোঁটে। 'কিশোর পাশা ও রবিন মিলফোর্ডের ব্যাপারে সাফাই দিয়েছেন তিনি। তোমরাই যে সে দুজন, বুঝব কি করে?'

'কেন, আমি যে সরাসরি কথা বললাম—আমার কণ্ঠস্বর কি চিনতে ভুল করেছেন তিনি?'

'কোনখান দিয়ে যে কোন ভুল হয়ে যায়, বলা মুশকিল।···ঠিক আছে, এখন যেতে পারো তোমরা। তবে ওই যে বললাম, শহর ছেড়ে যাওয়া চলবে না···'

উঠে দরজার কাছে চলে এসেছে দুজনে, পেছন থেকে ডাকল সমারস, 'ক্যাপ্টেন তো প্রচুর প্রশংসা করলেন তোমাদের, তোমরা নাকি খুব বড় গোয়েন্দা। সত্যি যদি আসল কিশোর আর রবিন হও তোমরা, ডাকাতিগুলোর ব্যাপারে কোন কিছু জানতে পারো—যে কোন কিছু—সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানাবে আমাকে। আমি চাই না, একা একা কতগুলো ডাকাতের পিছে লাগতে গিয়ে বিপদ ঘটুক তোমাদের।'

থানা থেকে বের করে এনে একটা পেট্রল কারে তোলা হলো দুজনকে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দা, আসল ডাকাতটাকে ধরতেই হবে এখন, তার আগে এ শহর থেকে কোনমতেই সমারস ওদের বেরোতে দেবে না।

এগারো

'তোমাদের অ্যারেস্ট করেছিল কেন?' হোটেলের পারলারে ঢোকামাত্র কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ইভা।

'পুলিশ নাকি একটা বার্গলার কিট পেয়েছে তোমাদের ঘরে?' ফিলিপ জিজ্ঞেস

করল। তার কণ্ঠে উত্তেজনা।

'যদি প্রমাণ সহই ধরে থাকে,' জনের প্রশ্ন, 'তাহলে নিয়ে গিয়ে আবার ছেড়ে দিল কেন?'

জিনা পর্যন্ত এসে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তারমানে পুলিশগুলো সত্যি সত্যি নকল ছিল?'

'আরে থামো, থামো!' চিৎকার করে উঠল প্রশ্নবাণে জর্জরিত কিশোর। 'রেহাই দাও বাবা! কারটার জবাব দেব?'

'আসলে আমাদের অ্যারেস্ট করা হয়নি,' রবিন বলল। 'জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কেবল।'

'নিশ্চয় সন্দেহভাজন হিসেবে?' জনের কণ্ঠে সন্দেহ। 'অকারণে তো আর কোন ভদ্র নাগরিককে থানায় টেনে নিয়ে যায় না পুলিশ, তা-ও আবার হাতকড়া লাগিয়ে।'

কঠোর দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল কিশোর। 'রবিন তো বললই, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে গিয়েছিল। কেন, বিশ্বাস হলো না? পুলিশকে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি, ডাকাতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

'কি করে করলে?' জানতে চাইল ইভা।

'সেটা গোপন ব্যাপার,' রবিন বলল। 'আপনাকে বলা যাবে না।'

'তাই নাকি!' ইভার কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর। 'তাহলে তো তোমরা রহস্যময় মানুষ! হয়তো খানিক পরেই বলে বসবে তোমরা সি-আই-এর লোক।'

'তাই তো! কি করে বুঝলেন?' রবিনও ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না।

'তোমাদের বিছানার নিচে যে টুলসগুলো পাওয়া গেল,' জন বলল, 'তার কি ব্যাখ্যা দেবে?'

'আমাদের ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে রেখে দিয়েছে,' জবাব দিল রবিন। 'এ তো সহজ কথা।'

'পুলিশ সে কথা বিশ্বাস করল?' ফিলিপের প্রশ্ন।

'না করার কি আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

কিশোর, ঘরে চলো, রবিন বলল। ঠাণ্ডা লাগছে।

নিচে থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল গেস্টরা, যতক্ষণ না দোতলার ল্যান্ডিঙে অদৃশ্য হয়ে গেল দুজনে।

ঘরে এসে আর্মচেয়ারে এলিয়ে পড়ল রবিন। কিশোর বসল বিছানার ধারে। রবিনের দিকে তাকাল। 'ভালমত জড়ালাম এখন। এসেছিলাম নাটক করতে, হয়ে গেলাম সন্দেহজনক-ডাকাত।'

আসল ডাকাতটাকে ধরতে পারলেই শুধু, রবিন বলল, 'আমরা সন্দেহমুক্ত হতে পারব।'

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার কিশোর। তারপর বলল, 'শুরু থেকেই আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর পায়তারা চলছিল। মোটর সাইকেলে করে অনুসরণ। গায়ে মাকড়সা ছেড়ে দেয়া। আমার খাবারে ওষুধ মিশিয়ে দেয়া। তারপর শুরু হলো আক্রমণ। তোমার মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলে রেখে গেল।

জিনাকে সেদ্ধ করতে চাইল। তাতেও যখন দমলাম না আমরা, ফাঁসিয়ে দিয়ে হাজতে পাঠানোর বন্দোবস্ত করল।'

উঠে পায়চারি শুরু করল সে। 'শুরু থেকেই এখানকার কেউ একজন আমাদের পরিচয় জেনে গেছে। আমাদের এখানে আসাটা পছন্দ হয়নি তার।'

'জানেন তো একজনই,' রবিন বলল, 'মিস্টার বোরম্যান। কিন্তু তিনি তো এখনও এলেন না।'

'এটাই বুঝতে পারছি না। আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে কেন তিনি অ্যানটিক কিনতে চলে গেলেন?'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'আমিও বুঝতে পারছি না। হয়তো মনে করেছেন, এ পরিস্থিতি আমরা একাই সামাল দিতে পারব। প্রচুর খোঁজ-খবর নিয়েছেন আমাদের ব্যাপারে। আস্থা জন্মে গেছে হয়তো।'

'হয়তো। তারপরেও ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে।...মলের ঘটনাটাই বা কি প্রমাণ করে?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর।

'পুলিশ যখন আমাদেরকে চোরের ফেলে যাওয়া যন্ত্রপাতিগুলো দেখাতে নিয়ে এল, অস্বাভাবিক কোন কিছু খেয়াল করেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তারমানে তুমিও করেছ। গন্ধ। চুরুটের পচা মোজার মত দুর্গন্ধ। হালকা ভাবে বাতাসে ভাসছিল।'

'বোরম্যানের চুরুট!'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই।' আবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'কিন্তু মিস্টার বোরম্যান আমাদের বিছানার নিচে যন্ত্রপাতি রাখতে আসবেন কেন? তা ছাড়া তিনি তো এখানে নেইই।'

'আমার কি মনে হয় জানো?' রবিন বলল, 'মিস্টার বোরম্যানের মত আরও কেউ একই ব্র্যান্ডের চুরুট টানে।'

'অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। বড় বেশি কাকতালীয়।'

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম তোমার কথা—আমাদের ফাঁসাতে চাইছে। কিন্তু তাহলে আমাদের ঘর বাদ দিয়ে প্রথমে মুসার ঘরে ঢুকল কেন?'

আবার খানিক পায়চারি করে নিল কিশোর। থামল। ফিরে তাকাল রবিনের দিকে। 'ভুল করে। মুসার ঘরটাকেই আমাদের ঘর ভেবেছিল প্রথমে।'

মাথা নাড়ল রবিন, 'মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। মিস্টার বোরম্যানই যদি হবেন, আমাদের ফাঁসাতে যাবেন কেন?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এ প্রশ্নটার জবাব পেলে রহস্যটারই সমাধান হয়ে যায়।'

দরজায় টোকা পড়ল। রবিনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল একবার কিশোর। তারপর এগিয়ে গেল দরজা খুলে দিতে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জিনা। হাতে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা পেলাম দরজার নিচে।'

কাগজটা দ্রুত খুলে নিল কিশোর। লেখা রয়েছে: তোমার বন্ধুদের থামতে

http://www.murchona.com

বলো। নইলে!

'আরেকটা হুমকি!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'নইলের মানেটা কি?' জিনার প্রশ্ন।

'যা খুশি বুঝে নাও।'

'নইলে খুনও করতে পারে, এই তো! ভয় লাগছে না তোমার?'

'না লাগার কোন কারণ নেই,' কিশোর বলল।

'তাহলে এক্ষুণি ব্যাগ-সুটকেস গুছিয়ে চলে যাচ্ছ না কেন?'

'যেতে দেবে না সমারস। পালানোর চেষ্টা করলেই নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরবে।'

'হুঁ! ভাল গেঁড়াকলেই পড়েছ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জিনা। 'যা হোক, সাবধানে থেকো।'

একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'জিনা, এর মধ্যে তুমিও রয়েছ, ভুলে যেয়ো না। তুমিও সাবধান!'

ঠোঁটে আঙুল রেখে দুজনকেই চুপ করতে ইশারা করল রবিন। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল দরজাটা।

ঘরের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফিলিপ।

'আপনি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'চমৎকার! এখানে আপনার দেখা পাব, কল্পনাও করিনি!'

'দরজায় কান লাগিয়ে কি শুনছিলেন?' রেগে গেল কিশোর।

তোতলাতে শুরু করল ফিলিপ, 'আ-আমি কিছু শুনিনি···। হলে একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেটা খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছিলাম তোমাদের দরজার কাছে···।'

'তাই, না?' মুখ বাঁকাল রবিন। 'খোঁজারও আর জায়গা পেলেন না, একেবারে আমাদের দরজার সামনে!'

মাথা সোজা করল ফিলিপ। 'বেশ, আড়ি পেতে কথাই শুনছিলাম। তাতে হয়েছেটা কি? মিস্ট্রি উইকএন্ড পালন করছি আমরা। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে আড়ি পাতাটা এখন দোষের কিছু নয়।'

আহত হলো কিশোর। 'কিন্তু আমাদের পেছনে লাগলেন কেন, ফিলিপ? ইভা, জন কিংবা মুসার পেছনে নয় কেন?'

লাল হয়ে গেল ফিলিপের মুখ। 'মনে হচ্ছিল, অনেক কিছু জানো তোমরা। বলছ না।'

'কাজেই আপনি ভাবলেন, আড়ি পেতে শুনে জেনে নেবেন?' রবিন বলল।

হাবার মত তাকিয়ে রইল ফিলিপ। চোখ নামাল মেঝের দিকে। 'অনেকটা ওই রকমই।'

'ফিলিপ, আপনার মজা নষ্ট করতে চাই না আমরা,' কিশোর বলল। 'বরং আপনি যে আমাদের সাহায্য করছেন এ জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।'

'সাহায্য করছি?' ফিলিপ অবাক।

'হ্যাঁ, তাই করছেন না? আমাদের সন্দেহমুক্ত হতে সাহায্য করছেন। আপনি তদন্ত করে আমাদের নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারলে পুলিশকে বোঝাতে পারবেন। তাই না?'

'তোমরা নিরপরাধই।'

'আমাদের ঘরে যন্ত্রপাতিগুলো পাওয়ার পরেও এ কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল ফিলিপ। 'হ্যাঁ। ওগুলো এখানে রেখে যাওয়া হতে পারে।'

'কাল রাতে ইভার ঘরের সামনে আমাদের দেখেছেন, তার ঘরে চুরি হয়েছে,' কিশোর বলল, 'এত কিছুর পরেও আমাদের বিশ্বাস করবেন?'

'হ্যাঁ, করব,' রাতের কথা ভাবল ফিলিপ। 'কারণ তোমরা আমাকে তাড়া করেছিলে। তোমরা মনে করেছ আমিই চুরিটা করেছি। তারমানে তোমরা জানো, তোমরা করোনি।'

'আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে চাতুরি করেও তো এ কাজ করতে পারি আমরা,' রবিন বলল।

'আমি···আমি ভেবেছিলাম···' বলতে না পেরে থেমে গেল ফিলিপ। 'নাহ, দিলে আমাকে একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলে। তারচেয়ে বলো, তোমাদের কি বক্তব্য। আসলে কি বলতে চাচ্ছ তোমরা?'

'বলতে চাচ্ছি,' কিশোর বলল, 'লোকে কিছু কিছু ব্যাপারকে এমন পেঁচিয়ে ফেলতে পারে, ভাল একজন মানুষকেও তখন অপরাধী মনে হয়।'

'আপনার জন্যে একটা প্রস্তাব আছে, ফিলিপ,' রবিন বলল। 'আমরা আপনার সাহায্য চাই।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফিলিপের চোখ। 'বেশ, বলো। কি করতে হবে আমাকে?'

'চোখ খোলা রাখুন,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'আপনি জিনার হারটা উদ্ধারের চেষ্টা করুন, আমরা সেফ ডাকাতির ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করি।'

কিশোরের কথার খেই ধরে যোগ করল রবিন, 'পরে আমরা একত্র হয়ে নোট নিয়ে মিলিয়ে দেখব, ঘটনা দুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা।'

'তোমাদের কথা বুঝতে পারছি আমি,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফিলিপ। 'ভাল বুদ্ধি। সত্যি এখন মনে হচ্ছে আমার, দুটো ঘটনার মধ্যে নিশ্চয় কোন যোগসূত্র আছে।'

'তাহলে এই কথাই রইল?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, রইল!' কিশোর আর রবিনের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ফিলিপ।

হঠাৎ বেজে উঠল ফোন। ঘরের সবাইকে চমকে দিল।

হেসে বলল রবিন, 'মাথাতে সবারই খুব চাপ পড়েছে। টান টান হয়ে আছে।' রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে।

'এলান বলছি,' ফোনে বলল একটা কণ্ঠ। 'মিস্টার বোরম্যান লবিতে বসে আছেন। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, এক্ষুণি।'

লাইন কেটে গেল।

'বোরম্যান এখানে!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'নিচতলায় অপেক্ষা করছেন

আমাদের জন্যে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'যাক, অবশেষে এলেন। আমাদের প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে এতদিনে!'

দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। একসঙ্গে দুটো-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে এল নিচে। লবি ধরে ছুটল অফিসের দিকে।

এলানের ডেস্কের ওপাশে বসে থাকতে দেখল একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে।

বারো

'আপনি মিস্টার বোরম্যান?' কিশোর তো অবাক।

'নিশ্চয়,' রাগত স্বরে জবাব দিলেন লম্বা, হালকা-পাতলা ভদ্রলোক। 'তোমরা কে, সেটা কি জানতে পারি?'

কিশোর আর রবিন তো হতবাক।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিশোর বলল, 'আপনি যদি আসল মিস্টার বোরম্যান হন, তাহলে রকি বীচ মলে যার সঙ্গে দেখা হলো, যিনি আমাদের কাজ দিলেন, তিনি কে?'

'রকি বীচ মল?' মিস্টার বোরম্যান বললেন, 'কি বলছ তুমি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তোমাদের কাজ দিয়েছে? কেন?'

'খুলেই বলি সব। না কি বলেন?'

'বলো। তোমাদের সব কথা শোনা দরকার আমার। কারণ, ভীষণ বিপদের মধ্যে আছ তোমরা।'

সব কথা খুলে বলল কিশোর।

শুনে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন মিস্টার বোরম্যান। 'ওরকম কোন মিস্ট্রি উইকএন্ডের কথা জানা নেই আমার। আমি ছিলাম বহুদূরে। এখনও দূরেই থাকতাম। কিন্তু অ্যানটিকগুলো কিনতে পারলাম না বলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

'খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপনও তো দেয়া হয়েছে,' রবিন বলল। 'তাতে বলা হয়েছে, মাউন্টেইন ইনের গেস্টরা এবারে একটা মিস্ট্রি উইকএন্ডে অংশ নেবে।'

এলানের দিকে তাকালেন মিস্টার বোরম্যান। 'কি, এলান, তুমি কি এ রকম কোন বিজ্ঞাপনের কথা জানো?'

হলুদ দাঁত বের করে সঙ্কোচের হাসি হাসল এলান। 'স্থানীয় খবরের কাগজ কখনও পড়ি না আমি, স্যার। আমার ধারণা, ছেলেগুলো এ সব বানিয়ে বলছে।'

এমন করে ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বসবে এলান, কল্পনা করেনি দুই গোয়েন্দা।

'খবরের কাগজের অফিসে ফোন করতে পারি আমরা,' রবিন বলল। 'তাদের

জিজ্ঞেস করতে পারি, মাউন্টেইন ইনে মিস্ট্রি উইকএন্ডের কথা লিখে কাগজে কোন বিজ্ঞাপন গিয়েছিল কিনা।'

'পাঁচটার বেশি বাজে,' দাঁত বের করা হাসি হেসে জবাব দিল এলান। 'অফিস কি আর এতক্ষণ খোলা রেখেছে।'

'কাল সকালে বেল উঠেই আগে ফোন করব ওদের,' দমল না রবিন। 'বুঝতে পারবেন, আমরা সত্যি বলছি কিনা।'

'কাগজে যদি বিজ্ঞাপন দিয়েও থাকে,' মিস্টার বোরম্যান বললেন, 'আমি কি করে বিশ্বাস করব, তোমাদের এখানে আসার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে?'

'রকি বীচের পুলিশ ক্যাপ্টেন আমাদের হয়ে সুপারিশ করবেন,' কিশোর জবাব দিল। 'তাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, ভিক্টর সাইমনের নাম শুনেছেন? বিখ্যাত গোয়েন্দা?'

'অবশ্যই শুনেছি। তাঁর নাম কে না জানে। আমার হোটেলে এসে থেকেও গেছেন তিনি।' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি তোমাদের চেনেন?'

'ফোনটা একবার লাগিয়েই দেখুন না। তা ছাড়া এখানে আরও সাক্ষি আছে, যারা আমাদের পক্ষে কথা বলবে। হোটেলের গেস্ট হিসেবে বর্তমানে এখানেই আছে তারা। তাদের নাম মুসা আমান আর জরজিনা পারকার। মুসার বাবা সিনেমার লোক, অনেক বড় টেকনিশিয়ান। আর জরজিনার বাবা তো পৃথিবী বিখ্যাত লোক, মস্ত বিজ্ঞানী, মিস্টার জনাথন পারকারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়?'

কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রবিন বলল, 'ওরা আমাদের বন্ধু।'

এলানের চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহ গাঢ় হলো। 'তুমি না বলেছিলে, জিনা তোমার বোন?'

'বলেছিলাম, কারণ সেটা ছিল আমাদের পরিকল্পনার অংশ,' অস্বীকার করল না রবিন। 'জিনা সাজবে আমাদের বোন, আর মুসা অপরিচিত গেস্ট। জিনার হার চুরি হওয়াটাও পরিকল্পিত। নানা রকম সূত্র রেখে দিয়েছি জিনার ঘরে। এমন ভাবে সাজিয়েছি, যাতে গেস্টদের সবার ওপর সন্দেহ পড়ে, মনে হতে থাকে সবাই চোর।'

'উদ্দেশ্য ছিল,' কিশোর বলল, 'উইকএন্ড শেষ হওয়ার আগেই গেস্টদেরকে রহস্য সমাধানের সুযোগ করে দেয়া।'

'কালকে আমরা চোরের নাম ঘোষণা করতাম,' জানাল রবিন। 'তারপর দেখতাম, গেস্টদের মাঝে কে সঠিক সমাধানটা করতে পেরেছে।'

'ঠিকই বলছে ওরা,' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। সবগুলো চোখ ঘুরে গেল সেদিকে। মুসা আর জিনা দাঁড়িয়ে আছে। মুসা বলল, 'এ কাজটা করার জন্যেই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন মিস্টার বোরম্যান।'

লম্বা ভদ্রলোককে দেখিয়ে মুসাকে বলল কিশোর, 'মুসা, ইনি মিস্টার বোরম্যান। আসল। আমাদেরকে যে কাজ দিয়েছিল, সে নকল।'

মাথা নেড়ে বোরম্যান বললেন, 'সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তোমাদেরকে এক্ষুণি বের করে দেয়া উচিত ছিল আমার সীমানা থেকে। কিন্তু করলাম না, তার কারণ, মনে হচ্ছে, তোমাদের গল্পটা বানানো গল্প নয়।'

'আমাদের কথা বিশ্বাস করছেন আপনি?' উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ।

'তা বলছি না,' ভুরুর ওপর থেকে ঘাম মুছলেন মিস্টার বোরম্যান। 'তবে কেউ যদি আমার ছদ্মবেশে এই এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে, তাকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। নিজেদেরকে তো গোয়েন্দা বলে পরিচয় দিচ্ছ তোমরা, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মিস্টার বোরম্যান কি বলেন শোনার অপেক্ষায় রইল।

'তোমরা এখন সন্দেহভাজন,' বললেন তিনি। 'পুলিশও তোমাদেরকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি। সমারসের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। নিজেদের সন্দেহমুক্ত করতে হলে আসল ডাকাতটাকে খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের। আমি এর শেষ দেখতে চাই।'

'আমরাও চাই,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'তোমাদেরকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম,' বোরম্যান বললেন। 'লোকটাকে খুঁজে বের করো। না পারলে তখন তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হব আমি।'

কিশোর অবাক। 'অভিযোগ দায়ের করবেন! কিসের?'

'মাউনটেইন ইনে এসে ধাপ্পাবাজির।'

রাগ মাথাচাড়া দিচ্ছে কিশোরের মগজে। প্রথমবার তাদেরকে সেফ ভেঙে ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত করা হলো, এখন বলা হচ্ছে ধাপ্পাবাজি! দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে দেখল, ওরাও রেগে যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি রেগেছে জিনা। বেফাস কি বলে বসে সে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'বেশ, যে আমাদের এই বেকায়দায় ফেলেছে, তাকে না ধরা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না আমরা!'

পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা কাটা টুকরো বের করল মুসা। এগিয়ে এসে বাড়িয়ে ধরল মিস্টার বোরম্যানের দিকে, 'এই যে, বিজ্ঞাপনের কপি।'

প্রায় ছোঁ দিয়ে কাটিংটা মুসার হাত থেকে নিয়ে নিলেন মিস্টার বোরম্যান। 'আশ্চর্য! কাজটা যে করেছে, সে ভাল করেই জানত, আমি বাইরে চলে যাচ্ছি।' মুখ তুলে গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন তিনি। ভীষণ গম্ভীর। 'কিন্তু কি করে জানব, বিজ্ঞাপনটা তোমরাই দাওনি পত্রিকায়?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'যে দিয়েছে সেই লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই সব জানতে পারবেন।'

ভ্রূকুটি করলেন মিস্টার বোরম্যান। 'তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলছি আমি। কিন্তু সাক্ষি-প্রমাণ সব যে তোমাদের দিকেই নির্দেশ করছে।'

'না, সে-জন্যে আপনাকে দোষ দিচ্ছি না আমরা।'

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার বোরম্যান। 'যাক, এখন ডিনারের ব্যবস্থা করা হবে। খেয়েদেয়ে একটা ঘুম দেয়া দরকার। রাতটা ভালমত কাটুক।'

পরদিন সকালে, মুসাকে সতর্ক থাকতে বলে হাঁটতে বেরোল কিশোর আর রবিন।

'আমাদের ঘরটাতে গোপন মাইক্রোফোন থাকতে পারে,' কিশোর বলল, 'সেজন্যেই কেসটা নিয়ে রাতে কোন আলোচনা করিনি।'

'এখানে তো আর মাইক্রোফোন নেই,' রবিন বলল। 'বলো, কি বলবে।'

'আলোচনার জন্যেই বেরিয়েছি,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। প্রথম কথা হলো, আমার ধারণা, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে এলান। বিজ্ঞাপন যে দেয়া হয়েছে, না জানার কথা নয় ওর। ওর সামনেই সবাই বলাবলি করেছে মিস্ট্রি উইকএন্ডের কথা। ও জানে না, এটা হতেই পারে না। বরং সবাইকে সহায়তা করেছে। বুঝতে পারছি না, আমাদের বিরুদ্ধে লাগল কেন সে? কেন আমাদের বিরুদ্ধে উল্টোপাল্টা কথা বলে মিস্টার বোরম্যানের কান ভাঙানি দিল?'

'মাথায় ঢুকছে না আমার,' ঠোঁট ওল্টাল রবিন। 'হতে পারে, কারও হয়ে কাজ করছে সে।'

'কার?'

'জানি না!'

ঘাসে ঢাকা একটা টিলা ধরে নেমে চলল ওরা। খানিক দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি। দাঁড়িয়ে গেল রবিন। 'কার বাড়ি?'

'দরজার সাইজ দেখে তো মনে হচ্ছে, ঘোড়ার,' জবাব দিল কিশোর। 'আস্তাবল।'

'ও, হ্যাঁ, এটার কথা তো বলেছিল বটে এলান,' রবিন বলল। 'ইদানীং আর ব্যবহার হয় না।'

'চলো তো, দেখে আসি।'

বাড়িটার দিকে এগোল ওরা।

'মনে হচ্ছে, বহুকাল ধরে জানালাগুলোকে তক্তা মেরে রাখা হয়েছে, খোলা আর হয় না,' কিশোর বলল।

বাড়িটার কোণ ঘুরে এল দুজনে।

রবিনের হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'দেখো, একটা দরজা ফাঁক হয়ে আছে।'

'তারমানে ভেতরে কেউ আছে,' রবিন বলল।

পা টিপে টিপে বাড়ির পেছন দিকে চলে এল ওরা। ঢোকার পথ খুঁজতে লাগল। হঠাৎ কানে এল চাপা কণ্ঠ। তারপর টুংটাং শব্দ।

'শুনলে?' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'ধাতব কোন জিনিস পড়ে গেছে হাত থেকে!'

হাত নেড়ে রবিনকে এগোতে ইশারা করল কিশোর। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগোল দুজনে, উঁকি দিল জানালা দিয়ে। কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু শব্দ বোঝা যাচ্ছে না।

জানালার একটা তক্তা আলগা দেখে সেটা ধরে টান দিল রবিন। আরেকটু ফাঁক করে দেখার জন্যে ভেতরে উঁকি দিল।

দরজা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ধুলো উড়ছে। নকল বোরম্যানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। ছায়ায় আড়াল হয়ে থাকা কারও সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎ জানালার দিকে তাকিয়ে লোকটার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ঘুরে দৌড় মারল।

'দেখে ফেলেছে আমাদের!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'ধরো ওকে! দরজার দিকে যাচ্ছে!'

সামনের দিকে দৌড় দিল দুই গোয়েন্দা। নকল বোরম্যানকে দেখল, ঘাসে ঢাকা জায়গাটা ধরে ছুটে যাচ্ছে পার্কিং লটের দিকে।

'জলদি করো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ব্যাটাকে পালাতে দেয়া চলবে না।'

কিন্তু ভারী শরীরের তুলনায় অনেক জোরে ছোটে লোকটা। লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে, দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

টিলা বেয়ে উঠে পার্কিং লটের খোলা জায়গাটায় যখন পৌঁছল গোয়েন্দারা, চলতে আরম্ভ করেছে লোকটার গাড়ি। সামনে এগোতে গিয়ে হঠাৎ ডানে মোড় নিয়ে গোয়েন্দাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। গতি বাড়ছে প্রতি সেকেন্ডে।

'সরো! সরো!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

গাড়ির দুই পাশে ঝাঁপ দিল দুজনে। শেষ মুহূর্তে চোখে পড়ল সামনের চকচকে ক্রোমের গ্রিলটা তীব্র গতিতে সরে যাচ্ছে মাথার কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে। গড়িয়ে আরও কয়েক ফুট সরে গেল ওরা। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল নিজেদের গাড়ির দিকে।

'এখনও ধরা সম্ভব!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গাড়িতে উঠে পড়ে ইগনিশনে মোচড় দিল রবিন। ইঞ্জিন পুরোপুরি চালু হবার আগেই গীয়ার দিল সে। বনবন করে ঘুরতে শুরু করল চাকা।

গেটের কাছে পৌঁছার আগেই মেইন রোড থেকে ছুটে এল একটা পুলিশের গাড়ি। ড্রাইভওয়েতে ঢুকে রাস্তা বন্ধ করে দিল গোয়েন্দাদের।

'থামো, থামো!' রবিনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'ধাক্কা লাগবে!'

রবিনকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা টান মারল স্টিয়ারিঙে। ডানে কাটার জন্যে। ব্রেক কষল রবিন। খোয়া বিছানো পথে কর্কশ আর্তনাদ তুলল রবারের চাকা। পেছনে ফোয়ারার মত খোয়া ছিটাতে লাগল। মাছের লেজ নাড়ার মত করে দু'পাশে ঝাঁকি খেতে লাগল গাড়ির পেছন দিকটা। থেমে গেল ভ্যান। সাদা রঙ করা ছোট একটা পাইনের গায়ে নাক ঠেকে গেছে। পেছনটা পুলিশের গাড়ি থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে।

পেট্রল কার থেকে ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল একজন পুলিশ অফিসার। অসহায় হয়ে গাড়িতে বসে রইল দুই গোয়েন্দা। মৃদু শব্দে চলছে ইঞ্জিনটা। গাড়ির দুই ফুট দূরে দাঁড়িয়ে পিস্তল বের করল অফিসার। খোলা জানালা দিয়ে ঠেলে দিল ভেতরে।

তেরো

পুলিশ অফিসারের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল দুজনে।

ধমকে উঠল অফিসার, 'তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে না এলাকা ছেড়ে যেতে মানা করা হয়েছিল!'

নরম সুরে জবাব দিল কিশোর, 'আমরা তো যাচ্ছি না। একটা লোকের পিছু নিয়েছিলাম, যাকে ধরা গেলে এ কেসের সমাধানে সাহায্য হতে পারত।'

'সরি,' মাথা নাড়ল অফিসার। 'এখান থেকে বেরোতে দেয়া যাবে না তোমাদের। গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে যাও। আমারটা সরিয়ে দিচ্ছি।'

চেপে রাখা বাতাসটা ছেড়ে দিয়ে ফুসফুস খালি করে ফেলল রবিন। তারপর গাড়ি পিছাতে শুরু করল। গুতো খেয়ে গাছটার অনেকখানি থেঁতলে গেছে।

প্রচণ্ড হতাশায় জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল সে, 'পুলিশ আসার আর সময় পেল না! আচ্ছা, বলো তো ঘটনাটা কি? কালো গাড়িটাকে কেন থামাল না পুলিশ?'

'গেস্টদের শুধু থামানোর নির্দেশ আছে তার ওপর। ভেবো না। লোকটাকে ধরার সুযোগ পাব আবার,' কিশোর বলল। 'ওদের জরুরী মীটিঙে বাধা দিয়েছি আমরা। সুতরাং ফিরে সে আসবেই।'

'ভাবছি, অন্য লোকটা কে?'

'জানালার কাছে যাওয়ার আগে একটা ধাতব শব্দ পেয়েছিলাম। মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছে। টুংটাং শব্দ।'

'একটা কয়েন হাত থেকে পড়লে ওরকম শব্দ হতে পারে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তারমানে তুমি বলতে চাইছ সেই দ্বিতীয় লোকটা এলান?'

'তাই তো মনে হয়,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আপনমনে বলল কিশোর, 'মুদ্রা ঘোরানো লোকটার মুদ্রা দোষ। হয় ঘোরায়, নয়তো শূন্যে ছুড়তে থাকে।'

'নকল বোরম্যানের সঙ্গে কথা বলার সময় নিশ্চয় শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লোফালুফি করছিল, গেছে হাত থেকে পড়ে। আমরা যখন বোরম্যানের পিছু নিলাম, ও তখন লুকিয়ে লুকিয়ে হোটেলে চলে গেছে। চলো, গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা যাক। দেখা যাক, সে-ই ছিল কিনা।'

গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ড্রাইভওয়ে ধরে হোটেলে ফিরে চলল রবিন।

*

হোটেলের লবিতে পৌঁছে দমকা হাওয়ার মত এসে এলানের অফিসে ঢুকল ওরা। কোথাও দেখা গেল না তাকে। পারলারেও নেই।

লম্বা হলের দিকে তাকাল ওরা। মুসাকে আসতে দেখল।

'এই যে, তোমরা এখানে,' কাছে এসে বলল মুসা। 'আর আমি ওদিকে খুঁজে

মরছি। কি খুঁজছ?'

'এলানকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেখেছি,' মুসা জানাল। 'রান্নাঘরে। লাঞ্চের খাবার রেডি করার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে বাবুর্চিকে। আমিও একই কারণে গিয়েছিলাম।'

মুসার পাশ কাটিয়ে দৌড় দিল কিশোর। তার পিছু নিল রবিন।

পেছন থেকে চিৎকার করে বলল মুসা, 'কোথায় যাচ্ছ?'

পেছন পেছন ছুটল সে-ও।

হাতে একটা ক্লিপবোর্ড নিয়ে রান্নাঘরের দরজার ভেতরে বসে আছে এলান। ছেলেদের দেখে বলে উঠল, 'আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না। আমি ব্যস্ত। হিসেব নিচ্ছি।' মাছি তাড়ানোর মত করে ওদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ওদের তাড়ানোর চেষ্টা করল। 'তোমাদের সঙ্গে এখন আমার গোয়েন্দা গোয়েন্দা খেলার সময় নেই।'

'তা তো থাকবেই না!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল কিশোর। 'তবে ভাল চান তো সময় বের করুন। নইলে পুলিশের কাছে যাচ্ছি আমরা।'

মিনিটখানেকের জন্যে বাবুর্চিকে বেরিয়ে যেতে বলল এলান। ছেলেদের দিকে তাকাল। 'বলো, কি বলবে?'

'এইমাত্র আস্তাবলের কাছ থেকে এলাম আমরা,' কিশোর বলল। 'দেখে এলাম নকল বোরম্যানকে।'

'তাই নাকি?' অবাক হলো এলান। ভান করল কিনা, বোঝা গেল না।

'হ্যাঁ,' এলানের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'কারও সঙ্গে কথা বলছিল।'

'আর সেই "কারও"টা হলেন আপনি,' বলে ফেলল রবিন।

'আমি?' হেসে উঠল এলান। 'গত আধঘণ্টায় রান্নাঘর থেকেই নড়িনি আমি। বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

চাপা কঠিন স্বরে কিশোর বলল, 'দেখুন, আমাদের রহস্যময় লোকটি আস্তাবলে কারও সঙ্গে কথা বলছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথা বলতে বলতে তার হাত থেকে কিছু একটা পড়ে গিয়েছিল, যেটার শব্দ কয়েনের মত।'

'মত! কয়েন কিনা সেটা তো শিওর নও,' এলানের মুখ দেখে তার প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। বলল, 'আর শব্দ শুনলেই প্রমাণ হয় না আমিই করেছি কোনোটা? আমাকে ফাঁসানোর জন্যে যে কেউ করে থাকতে পারে কাজটা। যেমন, তোমাদের ঘরে খাটের নিচে রেখে এসেছিল।'

দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। 'মিস্টার উইকেড, সত্যি বলছেন, খানিকক্ষণ আগে আপনি আস্তাবলে ছিলেন না?'

উঠে দাঁড়াল এলান। 'না, ছিলাম না। প্লীজ, যাও এখন। আমাকে কাজ করতে দাও। সময়মত খাবার দিতে না পারলে গেস্টরা আমাকে আস্ত রাখবে না।'

কিশোররা বেরোতেই বাবুর্চিকে ডাকল এলান। খানিক দূরে অপেক্ষা করছিল সে।

রান্নাঘর থেকে সরে এসে পেছনের দরজার দিকে এগোল কিশোর।

'কোথায় যাচ্ছ?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'লাঞ্চের সময় যে হয়ে এল।'

'আস্তাবলটা দেখে আসি আরেকবার,' কিশোর বলল। 'ভেতরে না ঢুকলে

বুঝতে পারব না, দ্বিতীয় লোকটা কে ছিল।'

*

আস্তাবলের দরজা, যেটা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছিল নকল বোরম্যান, সেটা এখনও খোলা। ঘরের বাতাসে চুরুটের গন্ধ।

মেঝেতে ঝুঁকে কি যেন দেখছে রবিন।

'পেলে কিছু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দুই সেট পায়ের ছাপ,' জবাব দিল রবিন। 'ভাগ্যিস মেঝেতে ধুলো রয়েছে!' আঙুল তুলে সাদা পাউডারের মত মিহি ধুলোর কণা দেখাল সে। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। 'নোড়ো না!'

মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল মুসা আর কিশোর।

'দেখো!' মেঝেতে গোল একটা চিহ্নের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'দেখি, দরজাটা আরেকটু ফাঁক করো তো, আলো আসুক।'

দরজাটা ফাঁক করে ধরল মুসা। সকালের কড়া রোদ ঘরে ঢুকল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘর। রবিনের পাশে দাঁড়াল কিশোর। রবিন কি দেখেছে দেখার জন্যে ঝুঁকে তাকাল।

পুরু হয়ে জমে থাকা ধুলোতে একটা গোল ছাপ। বড় মুদ্রাটুদ্রা হবে। হয়তো রুপার ডলার।

'কয়েনই পড়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। আশেপাশে তাকিয়ে উল্টে রাখা একটা টিনের বালতি চোখে পড়ল তার। 'এই তো পাওয়া গেছে! প্রথমে ওটার ওপর পড়াতেই এত জোরে শব্দ হয়েছে। কিন্তু ফেললটা কে? এলান তো স্রেফ অস্বীকার করল।'

'অপরাধী কি আর অপরাধের কথা এত সহজে স্বীকার করে,' রবিন বলল। 'কিন্তু এমন কিছুই পাইনি আমরা এখনও, যেটা দিয়ে প্রমাণ করা যায়, সেফের জিনিসপত্র চুরিতে এলানেরও হাত রয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এলানের ওপর এখন কড়া নজর রাখা দরকার আমাদের।'

'চলো, হোটেলে ফিরে যাই,' রবিন বলল। 'অনেক কাজ বাকি।'

'তার মধ্যে একটা হলো লাঞ্চ,' নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে বলল মুসা। 'এখান থেকেই সুগন্ধ আসছে আমার নাকে।'

'চুরুটের এই দুর্গন্ধের মাঝেও?' হাসল রবিন।

'যে কোন পরিস্থিতিতে, যে কোন জায়গা থেকে খাবারের গন্ধ পাই আমি,' হাসিমুখে জবাব দিল মুসা।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে।

ডাইনিং রুমে যখন ঢুকল, টেবিলে খাবার দেয়া হয়ে গেছে। ওদের দেখে টিটকারি দিয়ে বলল জন, 'হায়রে কপাল, আসামীদের সঙ্গে বসে খেতে হয়! কেন যে ছেড়ে দিল পুলিশ!'

'আমরা আসামী নই!' সহ্য করতে না পেরে রেগে উঠল রবিন।

'বাপরে, রাগ কত! ব্যাপার কি? সামান্য একটা রসিকতাও সহ্য করতে পারো

না?'

'এটা কোন রসিকতা হলো না,' কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।

'কিন্তু আমার তো মনে হলো, আজকের সবচেয়ে বড় রসিকতা এটা,' খুঁচিয়েই চলল জন। যেন ইচ্ছে করেই, ওদেরকে রাগানোর জন্যে। 'তা ছাড়া এখনও তোমরা সন্দেহের তালিকা থেকে মুক্তি পাওনি।' টেবিলে বসা অন্য গেস্টদের সমর্থন চাইল সে, 'তাই না?'

অনেকেই মাথা ঝাঁকাল।

জন বলল, 'কি ব্যাপার, ফিলিপ, তুমি বিশ্বাস করো না? তুমি কি বলতে চাও, এই দুজন ডাকাতি করেনি?'

'তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোয়েন্দা কখনও তার মনের কথা ফাঁস করে না,' ফিলিপ বলল। 'আমার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। দারুণ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে যাচ্ছি আমি। বলব। বলে চমকে দেব সবাইকে। আগে শেষ হোক।'

'বাপরে, একেবারে ছ্যানছ্যান করে ওঠে আধুনিক শার্লক হোমস!' ফিলিপকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না জন।

প্রসঙ্গটা তিক্ততার দিকে চলে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল জিনা, 'জন, আপনি এখনও জানাননি আমাদের, আমার হারটা চুরি যাওয়ার পর আপনার চিউয়িং গামের মোড়ক আমার ঘরে এল কিভাবে?'

কাঁধ সোজা করে ফেলল জন। 'সেটা বলার প্রয়োজন মনে করছি না আমি। তুমি যেমন জানো না কি করে গেল, আমিও জানি না। এর বেশি বলতে পারব না আমি।'

'এখন কি বুঝলেন?' ভুরু নাচাল জিনা। 'কে বেশি ছ্যানছ্যানে?'

জবাব দিতে না পেরে খাবারের প্লেটের দিকে মুখ নামাল জন। চামচ নাড়াচাড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রেগে গেছে সে-ও।

'যাই হোক, আর বড়জোর দু'ঘণ্টার মধ্যেই মিস্ট্রি উইকএন্ড শেষ, রহস্যটারও সমাধান হয়ে যাচ্ছে,' ইভা বলল। 'আমার ঘড়ি আর ক্যামেরা, জিনার হার, অফিসের সেফ থেকে নেয়া টাকা-পয়সা, সব ফেরত পাব। প্রশ্ন হলো, কে করল কাজটা?' ব্যাপারটাকে এখনও খেলাই ভাবছে ইভা।

গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকাল কিশোর। 'ইভা, আপনি কি এখনও মনে করছেন এটা খেলা?'

'নিশ্চয়!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইভার মুখ।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, হতাশার। 'বাকি সবাইও কি খেলা ভাবছেন?'

ফিলিপ বলল, 'খেলা ভেবে মজা পাওয়ার জন্যেই তো টাকা দিয়েছি আমরা, এখন অন্য কিছু ভাবতে যাব কেন? আমি প্রথম থেকেই অনুমান করতে পেরেছি, কার কাজ। প্রমাণের অপেক্ষায় ছিলাম। সেটাও পেয়ে গেছি। অতএব...'

হাসল কিশোর। 'আমরাই নিশ্চয় আপনার সন্দেহ তালিকার শীর্ষে?'

জবাব দিল না ফিলিপ। মুচকি হাসল।

ইভা বলল, 'যা-ই বলো, ওই পুলিশগুলো সাংঘাতিক অভিনেতা, একেবারে

আসলের মত লাগল।'

শুকনো হাসি দেখা গেল রবিনের মুখে। 'সত্যি সাংঘাতিক, তাই না, কিশোর?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

খাওয়ার বাকি সময়টাতে আর তেমন কোন কথা হলো না। পরে, সবাই যখন এক জায়গায় বসে ঘটনাটা নিয়ে আলোচনায় রত, আস্তে করে ওখান থেকে উঠে নিজেদের ঘরে চলে এল রবিন আর কিশোর।

'এলানের ওপর চোখ রাখব না?' জানতে চাইল রবিন।

'মুসাকে বলে এসেছি রাখার জন্যে,' কিশোর বলল। 'আমাদের ঘরটায় আরেকবার চোখ বোলানো প্রয়োজন মনে করছি, সেজন্যেই এলাম। বার্গলার কিটটা যে এনে রেখে গিয়েছিল, সে কোন সূত্র ফেলে যেতে পারে। ভালমত আরেকবার দেখা দরকার, কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'আমি আর পারব না, ভাই!'

'শুধু আর একবার। এসো।'

খুঁজতে শুরু করল দুজনে। খুব সাবধান রইল, যাতে কোন কিছু চোখ না এড়ায়। অবশেষে বাথরুমে এসে জিনিসটা চোখে পড়ল রবিনের। সাদা টাইলের মেঝেতে, বাথ ম্যাটের নিচে, সামান্য ছাই।

চুরুটের ছাই!

'আগে দেখলাম না কেন?' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'ম্যাটের নিচে ঢাকা ছিল, কি করে দেখব? তখন তো আর উল্টে দেখিনি।'

'পুলিশের চোখে পড়ল না কেন?'

'পুলিশ কি আর এখানে খুঁজেছে? বার্গলার কিটটা পেয়ে গিয়েই ওরা ওদের কর্তব্য-কর্ম সাঙ্গ করেছে। আর কোথাও খুঁজে দেখার কথা ভাবেওনি।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। 'এখন কি করব?'

'জিনা যে নোটটা পেয়েছে দরজার নিচে, তোমার কাছে আছে না?' হাত বাড়াল কিশোর।

উঠে বসে পকেটে হাত ঢোকাল রবিন। বের করে দিল কিশোরকে। নিজের সুটকেস থেকে আরেকটা কাগজ বের করে আনল কিশোর।

'কি ওটা?'

'নকল বোরম্যানের দেয়া নির্দেশাবলী, ভুলে গেছ?'

'ওটা দিয়ে কি হবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'নোটের লেখার সঙ্গে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখব।' টেবিলে কাগজগুলো বিছাল কিশোর। গভীর মনোযোগে দেখতে দেখতে বলল, 'ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দেবে, প্লীজ?'

কিশোরের সুটকেস থেকে বের করে এনে দিল রবিন। 'নাও।'

পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল রবিন।

দুটো কাগজই টাইপ করা। লেখাগুলোর ওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরে দেখতে লাগল কিশোর।

কয়েক মিনিট পর মুখ তুলে তাকাল। 'এখন আমি শিওর। একই টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করা হয়েছে দুটো কাগজ।'

'সত্যি বলছ!' ভুরু উঁচু হয়ে গেল রবিনের।

'নিজেই দেখো,' গ্লাসটা রবিনের হাতে তুলে দিল কিশোর।

কাগজ দুটো দেখতে লাগল রবিন।

'বড় হাতের অক্ষরগুলো দেখো ভাল করে,' বলে দিল কিশোর। 'কোন মিল দেখতে পাচ্ছ?'

ক্ষণিকের জন্যে মুখ ফেরাল রবিন। 'হ্যাঁ। সামান্য ওপরে টোকা দেয়।'

'এর কারণ, যন্ত্রটার শিফটে কোন গোলমাল আছে।'

হাসি ফুটল রবিনের মুখে। 'তারমানে, এক টাইপরাইটার তো বটেই, টাইপিস্টও একই লোক।'

'এক লোক হোক বা না হোক, মেশিন একটাই...'

দরজায় টোকা পড়ল। উঠে গিয়ে খুলে দিল কিশোর। মুসা ঢুকল।

'কি হলো?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'তুমি চলে এলে যে? এলানের ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে।'

'হারিয়ে ফেলেছি,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল মুসা।

'হারিয়ে ফেলেছ মানে?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'রান্নাঘরে এক মিনিটের জন্যে গিয়েছিলাম পানি খেতে,' মুসা বলল। 'ফিরে এসে দেখি, নেই।' রবিন আর কিশোরের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। 'কিন্তু তোমাদের কি হয়েছে?'

টাইপরাইটারটার কথা জানাল কিশোর।

চোয়াল ডলতে ডলতে মুসা বলল, 'তারমানে এই হোটেলেরই কোনখানে রয়েছে মেশিনটা!'

রবিনের বিছানার কিনারে বসে পড়ল মুসা। গভীর ভাবে ভাবছে কিছু। মিনিটখানেক পর বলল, 'আমি ভাবছি, হোটেলে প্রথম ঢোকার সময়টার কথা। লবিতে মালপত্র সব পড়ে আছে। ওগুলোর পাশে একটা টাইপরাইটারও দেখেছিলাম। ওপর থেকে এসে মেশিনটা নিয়ে গেল...'

হঠাৎ ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল বেডসাইড ল্যাম্পটা। বোমার শেলের টুকরোর মত উড়তে শুরু করল যেন ভাঙা কাঁচের টুকরো।

চোদ্দ

ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়ল তিন গোয়েন্দা। ঘরের মধ্যেও প্রতিধ্বনি তুলে গেল গুলির শব্দ। দ্বিতীয় গুলিটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

'আমাদের লক্ষ্য করেই চালিয়েছে,' নিচুস্বরে বলল কিশোর।

'কি করা যায়?' রবিনের প্রশ্ন। 'সারাক্ষণ এখানে শুয়ে থাকব নাকি?'

'আমাকেই সই করেছিল,' কম্পিত কণ্ঠে মুসা বলল। 'কানের কাছ দিয়ে শাঁ

করে চলে গেল। আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ!'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো,' কিশোর বলল। 'মাথা তুলো না। রবিন, এসো আমার সঙ্গে।' মুসাকে ইশারা করল অনুসরণ করতে।

বুকে হেঁটে জানালার কাছে এগিয়ে চলল দুজনে। জানালার কাছে পৌঁছে দুই পাশের দেয়াল ঘেঁষে উঠে বসল। খড়খড়ির দড়ি খুলে দিল। ঝপ করে নেমে এল জানালার খড়খড়ি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'মুসা, উঠতে পারো এবার। জানালার দিক থেকে সরে থাকো। মনে হচ্ছে, তোমাকেই ওর লক্ষ্য। বলা যায় না, দেখতে না পেয়ে খেপে গিয়ে আন্দাজে গুলি চালানো শুরু করতে পারে লোকটা।'

উঠে বসে মাথা ঝাড়া দিতে লাগল মুসা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পরের বার মিস্ট্রি উইকএন্ডের কথা শুনলেই সেলাম। বাগানে বসে বরং বদখত আগাছা সাফ করব। তা-ও আর চোরের অভিনয় করতে আসব না।'

কিন্তু তার দিকে নজর নেই আর কিশোরের। জানালার দিকে মুখ। ঝুঁকি নিয়েও দেখার চেষ্টা করছে বাইরে।

'সাবধান!' রবিন বলল। 'লোকটার নিশানা কিন্তু যথেষ্ট ভাল।'

খড়খড়ির একটা কোনা ধরে নাড়া দিল সে। অপেক্ষা করল। গুলি হলো না দেখে আস্তে করে কোনাটা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল। 'লম্বা একটা গাছ দেখতে পাচ্ছি,' জানাল সে। 'সম্ভবত ওটার আড়ালে থেকেই গুলিটা করেছে সে। তবে এখন নেই।'

'ভালমত দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লুকানোর ওই একটা জায়গাই দেখতে পাচ্ছি। তারমানে আমরা নিরাপদ।'

'আপাতত,' রবিন বলল।

মুসার দিকে তাকিয়ে টাইপরাইটারের প্রসঙ্গ টেনে আনল আবার কিশোর। 'কাকে দেখেছ নিয়ে যেতে?'

'জন ম্যাককরমিক,' মুসা বলল। 'এলান গেছে তখন আমার রুমের চাবি আনতে। এ সময় জন এসে মেশিনটা তুলে নিয়ে গেল। বিড়বিড় করে এলানকে গালাগাল করছিল, দোতলায় মাল পৌঁছে দিয়ে আসার জন্যে পেকসকে পাঠাচ্ছে না বলে।'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'জনের তাহলে একটা টাইপরাইটার আছে!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। 'পোর্টেবল। পুরানো। কেসটার অবস্থা কাহিল, প্রচুর টেপটুপ খাওয়া।'

'পুরানো বলেই শিফট খারাপ,' রবিন বলল।

উঠে গিয়ে বিছানার কিনারে বসল কিশোর। প্যান্টের উরুতে হাত মুছে নিয়ে ঘনঘন চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে। 'আরেকটা সূত্র পাওয়া গেল।'

'কি করবে, ভাবছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'এখন তো বোঝা গেল, জিনার নোটটা কে লিখেছে।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, বোঝা যায়নি। জনের টাইপরাইটার আছে বলেই

প্রমাণ হয় না, সে লিখেছে। আর ওটা দিয়েই লেখা হয়েছে কিনা, সেটাও জানা বাকি।'

'কিভাবে জানবে? তাকে তো আর জিজ্ঞেস করা যাবে না, এই মিয়া জন, এই লেখাগুলো তুমি লিখেছ নাকি?'

'না, যাবে না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসা যায়। মেশিনটা দিয়ে কয়েকটা বাজে টাইপ করে আনতে পারলে ভাল হত।'

'চলো, চুপচাপ গিয়ে ঢুকে পড়ি তার ঘরে,' পরামর্শ দিল রবিন।

'সে-ও যদি তখন ঘরে ঢোকে?' মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

সতর্ক হয়ে গেল মুসা। 'আরি! আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন?'

'একটা কাজ করতে পারবে?'

'দেখো, এখনও গুলির শব্দ যায়নি আমার কানের কাছ থেকে। আবার সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটুক, তা-ই চাও?'

'গোয়েন্দাগিরি করতে এলে ঝুঁকি তো থাকবেই,' কিশোর বলল।

'তা তো থাকবেই,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। 'তোমাদের ঘরে এলাম আরাম করে নিশ্চিন্তে বসে একটু কথা বলতে, এখানেও শান্তি নেই। ঝুঁকি তো সবখানেই।'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'আমি যা করতে বলব, সেটা না করলে ঝুঁকি বাড়বে ছাড়া কমবে না।'

'কেন?'

'কারণ, শত্রু ধরাও পড়বে না, এখান থেকে আমাদের বেরোতেও দেবে না পুলিশ; সুযোগ মত এসে ভাল করে নিশানা করে আমাদের মেরে রেখে যাবে রাইফেলধারী স্নাইপার।'

'খাইছে! এ ভাবে তো ভাবিনি! কি করতে বলো আমাকে? জনের ঘরে ঢুকে...'

'না, সেটা তোমার করা লাগবে না,' কিশোর বলল। 'তোমার কাজটা সহজ। নিচে নেমে জনকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে আড্ডা জমাবে। আসতে যেন না পারে। প্রয়োজনে তর্কও বাধাতে পারো,' হাসল কিশোর। 'ঝগড়া শুরু করে দিতে পারো। যা মন চায় তোমার কোরো, কেবল ওপরে আসতে দেবে না। আমরা গিয়ে এই সুযোগে ওর টাইপরাইটারটা দেখে চলে আসব।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুসার মুখে। 'এ কোন কাজ হলো নাকি। খামোকা ভয় পাচ্ছিলাম। এমন ঝগড়া শুরু করব তার সঙ্গে, সারাদিনেও উঠতে চাইবে না। জানো না বোধহয়, মানুষকে রাগিয়ে দিতে আমি ওস্তাদ।'

মুসার কথার ভঙ্গিতে হাসতে শুরু করল কিশোর আর রবিন। মুসাও যোগ দিল তাতে।

'আমরা আসছি তোমার পেছন পেছন,' কিশোর বলল। 'দেখতে, সত্যি তুমি আটকাতে পারলে কিনা জনকে। তারপর চুপচাপ আবার উঠে চলে আসব ওপরতলায়। বুদ্ধিটা কেমন মনে হচ্ছে?'

'অতি চমৎকার!' স্বীকার করতে বাধ্য হলো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

পারলারে পাওয়া গেল জনকে। টেলিভিশন দেখছে। হলে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর আর রবিন, ওর চোখের আড়ালে। এগিয়ে গেল মুসা।

'এখানে বসে বসে কি করছ, জন?' মুসাকে জিজ্ঞেস করতে শুনল দুজনে। 'আমি তো ভেবেছিলাম, সবার মত তুমিও গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াচ্ছ।'

'করে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই,' কর্কশ কণ্ঠে বলল জন। 'অপরাধী কারা, জানাই তো আছে আমার। আমি বসে আছি, সুযোগের জন্যে। আসুক সুযোগ, ক্যাঁক করে টুঁটি চিপে ধরব।'

'এতই সোজা?'

'সোজা না তো কি...!'

হলে দাঁড়িয়ে রবিনের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিল কিশোর। মুচকি হেসে বলল, 'আটকে ফেলেছে। চলো।'

নিঃশব্দে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো আবার দুজনে। দোতলায় উঠে দেখল, জনের ঘরে ঢুকছে কাজের বুয়াটা।

'ভালই হলো! একটা টেপ নিয়ে এসোগে, জলদি!' রবিনকে বলল কিশোর। 'আমার সুটকেসে পাবে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটাও আনবে।'

বিশ সেকেন্ডের মধ্যেই ফিরে এল রবিন। টেপটা হাতে নিয়ে জনের ঘরে উঁকি দিল কিশোর।

হাতে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যেতে দেখল বুয়াকে।

স্ট্রাইকার প্লেটের ওপরে টেপ আটকে দিল কিশোর। যাতে বুয়া বেরিয়ে এসে দরজা লাগালেও তালাটা না আটকায়। তারপর রবিনকে নিয়ে ফিরে এসে নিজেদের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক পরেই জনের ঘর থেকে বেরিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকতে শুনল বুয়াকে। লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল কিশোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপচাপ এসে দাঁড়াল জনের দরজার সামনে। ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। টেপটা খুলে নিল সে। ভেতরে ঢুকল দুজনে।

'দারুণ বুদ্ধি করেছিলে!' রবিন বলল।

'চুপ করে থাকো। এখন কথা বলার সময় নয়।'

ঘরের চারপাশে ঘুরতে শুরু করল কিশোরের চঞ্চল চোখ। টাইপরাইটারটা দেখতে পেল ছোট রাইটিং টেবিলের ওপর।

দুজনেই এগিয়ে গেল ওটার দিকে। টেপ খাওয়া ঢাকনাটা মেশিনের ওপর থেকে সরাল কিশোর। জ্যাকেটের পকেট থেকে এক তা সাদা কাগজ বের করে রোলারে ঢোকাল। 'জিনার মেসেজে যা লেখা ছিল, সেই কথাগুলোই লিখব।'

লিখতে সময় লাগল না। কাগজটা বের করে মিলিয়ে দেখে নিল সে। অবিকল এক।

'এবার পেয়েছি ব্যাটাকে!' বলে উঠল রবিন। 'জনই লিখেছিল ওই হুমকি দেয়া নোট।'

'ও লিখেছে কিনা শিওর না,' কিশোর বলল। 'তবে এই মেশিন দিয়ে লেখা

হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জনের একজন সাহায্যকারী থাকতে পারে। নকল বোরম্যান, কিংবা এলান।'

ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগল রবিন। 'দেখব নাকি, আর কিছু পাওয়া যায় কিনা?'

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করছে কিশোর। কিন্তু লোভ সামলাতে পারল না। 'দেখা যেতে পারে। তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

একই দিকে রওনা হলো দুজনে। আলমারীর দিকে।

'বাহ, দুজনের একই দিকে রোখ,' হাসল কিশোর।

'তাই তো হবে,' রবিনও হাসল। 'জনের জুতোর তলার প্যাটার্ন দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি।'

দুই জোড়া জুতো পাওয়া গেল জনের আলমারীতে; এক জোড়া ব্ল্যাক ড্রেস লোফার, আরেক জোড়া স্নীকার। স্নীকার জোড়া তুলে নিয়ে সোল পরীক্ষা করল কিশোর। তারপর উঁচু করে ধরল রবিনের দেখার জন্যে।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ, ওয়্যাফল-গ্রিড!'

'সাইজেও মনে হচ্ছে ঠিক আছে,' কিশোর বলল।

অবাক লাগছে রবিনের। 'তারমানে সব কিছুর পেছনে জনের হাত ছিল···'

'এবার পেয়েছি বাগে!' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ভীষণ চমকে গেল দুই গোয়েন্দা। মনে হলো, বাজ পড়ল মাথায়।

দরজায় দাঁড়ানো জন। তার পেছনে এলান, হাতে উদ্যত পিস্তল।

'এবার পেয়েছি কায়দামত,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল জন। 'চুরি করতে ঢুকেছিলে, না?' এলানের দিকে তাকাল। 'কি বলেছিলাম!'

'তাই তো দেখতে পাচ্ছি,' নিষ্ঠুর হাসি হেসে পিস্তলটা কিশোর আর রবিনের মাঝামাঝি জায়গায় তাক করল এলান, যাতে নড়লেই গুলি করতে পারে। 'খুব ভাল হলো। এ ভাবে হাতেনাতে ধরতে পারব, কল্পনাই করিনি।'

জনের দিকে তাকাল কিশোর। রাগত স্বরে বলল, 'খুব ভাল করেই জানেন, আপনার ঘর থেকে কিছু নিইনি আমরা।'

হেসে উঠল জন। 'কিন্তু পুলিশ জানে না। ওদের খাতায় এখনও তোমরা সন্দেহমুক্ত নও। তার ওপর হাতেনাতে ধরা পড়লে আমার ঘরে চুরি করতে এসে। সাক্ষি থাকলেন মিস্টার উইকেড।'

নিষ্প্রাণ একটা হাসি দিল এলান। 'বহুকাল জেলে পচানোর জন্যে যথেষ্ট।'

রবিন বলল, 'আমাদের কাছেও এমন কিছু জিনিস আছে, যেটা প্রমাণ করবে ইভার ঘরে চুরি করতে ঢুকেছিল জন।'

'তাই নাকি?' হাসি মুছল না জনের। 'পুলিশকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। করবে আমাদের কথা।

'আপনি আমাদের ফাঁসিয়েছেন, জন,' শীতল কণ্ঠে বলল কিশোর। 'সেটা আমরা যেমন জানি, আপনিও জানেন।'

'বুঝতে তাহলে পেরেছ,' সন্তুষ্ট বলল জন। 'তবে অনেক দেরি করে ফেললে। তোমাদের মত বুদ্ধিমান তিন টিকটিকি আমার ফাঁদে ধরা দেবে, কল্পনাই

করতে পারিনি! সত্যি, নিজের ক্ষমতার জন্যে গর্বই লাগছে।'

'কেন করলেন এ কাজ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমাদের এ ভাবে ফাঁসিয়ে দিয়ে লাভটা কি হলো আপনার?'

'লাভ! ব্যারনের কথা মনে আছে?' জনের কণ্ঠে চাবুকের মত আছড়ে পড়ল যেন প্রশ্নটা।

'ব্যারন!' কিশোর বলল, 'ব্যারন মানে সেই যে ক্রিমিন্যালদের নেতা, রুয়ানডার ডিগনিটি এমপরার? শয়তানে আগুন জ্বালায়–এ ভয় দেখিয়ে···'

'হ্যাঁ, সেই ব্যারন,' বাধা দিয়ে বলল জন। 'সে আমার ভাই। এখন জেলে পচছে। তোমাদের কারণে।'

'ব্যারন আপনার ভাই?' অবাক হলো রবিন।

'হ্যাঁ। আমার ভাই।'

'সে-জন্যেই আপনি আমাদের পেছনে লেগেছেন?' কিশোর বলল। 'প্রতিশোধ?'

'হ্যাঁ,' জন বলল। 'সময় নিয়ে, চিন্তা-ভাবনা করেই আমি এগিয়েছি। প্ল্যান সাজিয়েছি। যাতে কোনভাবেই মুক্তি না পাও তোমরা। প্রথমে ভাইয়ের জেল হবার খবরটা শুনে এত রাগা রেগেছিলাম, মনে হয়েছিল, পিস্তল নিয়ে ছুটে এসে গুলি করি। কিন্তু তাতে চিরকালের জন্যে আমারও জেল হয়ে যেত। শেষে মাথা ঠাণ্ডা করলাম। মনে হলো, আমি জেল খাটব কেন? তারচেয়ে তোমাদের ফাঁসিয়ে দিয়ে জেলে যাওয়ার মজাটা টের পাওয়ালেই তো পারি।'

'এ কাজটা আপনার কাছে ন্যায় মনে হয়েছে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ন্যায় মানে? রীতিমত কাব্যিক,' জন বলল। 'চুরির দায়ে তোমরা তিনজন জেলে যাবে, তিন গোয়েন্দার খ্যাতি চিরকালের জন্যে ধুলোয় মিশে যাবে, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে তোমাদের বাবা-মায়ের, এরচেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? ভাবনাটা পাগল করে তুলেছিল আমাকে, কাজে পরিণত করার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম।' শয়তানিতে ভরা সন্তুষ্টির হাসি ফুটল জনের ঠোঁটে।

'নকল বোরম্যানের অভিনয় করেছিল কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওয়াগনার,' জন বলল। 'আমাদের পারিবারিক বন্ধু। ভাইয়ের সঙ্গে জেলে দেখা হয় তার। বন্ধুত্ব হয়। প্যারোলে বেরিয়ে আসে। জেলে থাকতেই আমার ভাইয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে, বেরিয়ে এসে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে।'

'হুঁ, বুঝলাম,' রবিন বলল। 'ওয়াগনার জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর দুজনে মিলে আলোচনা করে আমাদের ফাঁসানোর বুদ্ধি বের করেছেন।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল জন। এলানকে দেখিয়ে বলল, 'এলান আমার ভাইয়ের কাছে কিছুদিন কাজ করেছিল। সেফের তালা ভাঙতে তার মত ওস্তাদ খুব কমই আছে। শুনলাম, জেল থেকে বেরিয়ে মাউন্টেইন ইনে চাকরি নিয়েছে সে। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। ভাবলাম, তাকে কাজে লাগাব। তার সাহায্য পাব জেনেই তোমাদেরকে এই হোটেলে এনে ফাঁসানোর বুদ্ধিটা করলাম।'

'এই এলাকার হোটেল-ডাকাতিগুলোর জন্যে তাহলে আপনারাই দায়ী?'

জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ, সেটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মত,' স্বীকার করল জন। 'কয়েকটা কাজ হয়েছে তাতে। ডাকাতির তদন্ত করার কথা বলে তোমাদের আগ্রহী করা গেছে। সেই সঙ্গে নগদ কিছু টাকাও এসেছে আমাদের হাতে। এলানকে যখন পেয়েই গেলাম, টাকা রোজগারের ধান্দাটা ছাড়ব কেন? জানি তো, শেষ পর্যন্ত সব দোষ চাপবে তোমাদের ঘাড়ে। আমরা মুক্ত পাখি।'

'তাহলে মিস্ট্রি উইকএন্ডের আর কি দরকার ছিল?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'একটা কারণ, তোমাদের জন্যে টোপ দেয়া। এ ধরনের একটা খেলার কথা শুনলে লাফিয়ে উঠবে তোমরা। সঙ্গে সঙ্গে আসতে রাজি হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় কারণটা হলো অনেকের মাঝখানে পানি ঘোলা করে পুলিশের নজর অন্য দিকে সরানো।'

'হুঁ! রকি বীচ থেকেই অনুসরণ করে এসেছেন আমাদের,' কিশোর বলল। 'মোটর সাইকেলে করে। আর আমরা গাধারা হাঁটতে হাঁটতে এসে আপনাদের ফাঁদে ধরা দিয়েছি!' নিমের তেতো ঝরল কিশোরের কণ্ঠ থেকে।

'হেঁটে কি হে?' অট্টহাসি হাসল জন। 'বলো, লাফিয়ে এসে পড়েছ।'

'আমার মাথায় বাড়ি মেরেছিল কে?' জানতে চাইল রবিন।

'ওয়াগনার,' জন বলল। 'তবে ইচ্ছে করে মারেনি। একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিল, বেহুঁশ না করে আর কোন উপায় ছিল না বেচারার।'

'আমার খাবারে বিষও নিশ্চয় আপনিই মিশিয়েছিলেন,' জনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'বোঝাতে চেয়েছিলেন, যেন এখানে আমাদের আসাটা বিশেষ কোন একজনের পছন্দ নয়। মাকড়সাটা ছেড়ে দিয়ে এসেছিল এলান, ওই একই কারণে। জিনাকে সেদ্ধ করতে চেয়েছিল।' জনকে জিজ্ঞেস করল সে, 'এ সব খোঁচাখুঁচিগুলো কেন করেছিলেন? আমাদের নজর ভিন্ন দিকে সরিয়ে রাখার জন্যে?'

'না, তোমাদের জেদ বাড়ানোর জন্যে,' জন বলল। 'আমি বুঝে গিয়েছিলাম, যতই এ সব করতে থাকব, তোমরাও গোঁয়ারের মত রহস্য ভেদের চেষ্টা করতে থাকবে। আর করতে করতেই এমন কোন ভুল করে বসবে, যাতে আমাদের সুবিধে হয়–এই যে এখন যেটা করলে।'

'জানালা দিয়ে গুলি চালিয়েছিল কে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল এলান। 'আমি করেছি। চাইলে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু চাইনি। শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাদের।' নিজের হাতের পিস্তলটার দিকে ইশারা করে বলল, 'তবে এখন আর শুধু ভয় দেখাব না…'

হঠাৎ দরজায় এসে উদয় হলো মুসা। এলান আছে জনের পেছনে। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরি! ওকে বাস্ত করার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু এলান এসে ডেকে নিয়ে গেল…'

ফিরে তাকিয়ে দেখতে গেল এলান। আর তার এই মুহূর্তের ভুলটার সদ্ব্যবহার করে ফেলল কিশোর। পা উঁচু করে কারাতের এক লাথিতে পিস্তলটা ফেলে দিল এলানের হাত থেকে। ঝটাৎ করে মেঝেতে পড়ল পিস্তলটা।

কিশোর আবার সোজা হবার আগেই লাফ দিয়ে সামনে চলে এল জন। কিশোরকে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। শুরু হলো গড়াগড়ি, ধস্তাধস্তি।

পেছন থেকে এলানকে জাপটে ধরল মুসা। এক হাত মুচড়ে পেছনে নিয়ে এল পিঠের ওপর, আরেক বাহু দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিতে শুরু করল। ভয়ানক প্যাঁচ। দম আটকে গেল এলানের।

এই সুযোগে মেঝে থেকে পিস্তলটা তুলে নিল রবিন। ধমক দিয়ে বলল, 'খবরদার! কেউ কিছু করতে যাবেন না আর। জন, উঠে আসুন।'

কিন্তু কিশোরকে ছাড়ল না। প্রচণ্ড আক্রোশে ঘুসি মারতে লাগল শরীরের যেখানে সেখানে।

হুমকি দিল আবার রবিন। কিন্তু শুনল না জন। বুঝে গেছে, যত যা-ই করুক, গুলি অন্তত করবে না রবিন।

কিন্তু দরজার কাছ থেকে যখন আরও একটা কণ্ঠ গর্জে উঠল, গুরুত্ব না দিয়ে আর পারল না জন।

পনেরো

পেকস এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা শটগান। পাশে দাঁড়ানো আসল মিস্টার বোরম্যান।

'তোমাদের কথা সব শুনেছি আমরা,' পেকস বলল। ধমকে উঠল, 'এলান! জন! মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও। সামনের দেয়ালটার কাছে গিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে। যাও!'

এলানকে ছেড়ে দিল মুসা।

নির্বিবাদে আদেশ পালন করল দুই অপরাধী।

হাসিমুখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল পেকস। 'একেই বলে দাবার ছক পাল্টে যাওয়া। কি বলো?'

'আপনারা কি জানতেন, আমাদের ফাঁসানো হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

হেসে এগিয়ে এসে রবিনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন মিস্টার বোরম্যান। 'স্বীকার করছি, প্রথমে তোমাদের বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু পেকস আমাকে বোঝাল। তখন ভাবলাম, যে ভাবে চলছে, চলতে থাকুক। নিজেদের গরজেই গোয়েন্দাগিরি করে আসল অপরাধীকে ধরে ফেলবে তোমরা। গোয়েন্দা হিসেবে সত্যি তোমাদের তুলনা হয় না। অকারণে বিখ্যাত হওনি।'

'আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ কুখ্যাত হয়ে,' শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর।

কিশোরের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলেন মিস্টার বোরম্যান। 'শুধু ধন্যবাদ দেয়া ছাড়া আর কি বলব তোমাদের, বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এ এলাকার হোটেল মালিকদের একটা মস্ত উপকার করলে তোমরা। ডাকাতির রহস্য ভেদ করে, ডাকাতদের ধরে দিয়ে।'

'সব ঠিকঠাক মত শেষ হওয়ায় আমাদেরও এখন খুব খুশি লাগছে,' কিশোর

বলল।

পেকস বলল, 'মিস্টার বোরম্যান, পুলিশকে খবর দিন। বলুন, ওদের জন্যে দুটো উপহারের ব্যবস্থা করেছে ডিটেকটিভ পেকস।'

'ডিটেকটিভ?' অবাক হয়ে পেকসের দিকে তাকাল কিশোর।

ওয়ালেট খুলে ব্যাজ বের করে দেখিয়ে দিল পেকস। 'এখানে ছদ্মবেশে চাকরি নিয়েছিলাম আমি, ডাকাতিগুলো শুরু হওয়ার পর। আমি জানতাম, পুলিশের খাতায় এলানের রেকর্ড আছে। তার ওপর নজর রাখার জন্যেই এখানে কাজ নিয়েছিলাম আমি। সন্দেহ হলেও বুঝতে পারছিলাম না, সে এ সবের পেছনে আছে কিনা।'

'তা তো হলো,' রবিন বলল, 'কিন্তু জনের দোস্ত বুড়ো ওয়াগনারটার কি হবে? সে তো এখনও মুক্ত।'

হাসল পেকস। 'থাকবে না বেশিক্ষণ। এতক্ষণে তাকে ধরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পুলিশ। তার পেছনে যে পুলিশ লেগে গেছে, সেটাও জানে না সে। কাজেই ধরা পড়তে দেরি হবে না।'

*

কিছুক্ষণ পর, জন আর এলানকে যখন ধরে নিয়ে গেল পুলিশ, জিনা আর মুসার দিকে ফিরল কিশোর। স্বস্তি দেখতে পেল ওদের চোখে। হেসে বলল, 'প্রাণ খোয়ানোর মত বহু বিপদে পড়েছি জীবনে। কিন্তু ইজ্জত খোয়ানোর অবস্থা এই প্রথমবার হলো। বাঁচলাম বহু কষ্টে।'

সেদিনই, আরও পরে, লবিতে জমায়েত হলো সবাই। বহু প্রশ্ন জমা হয়ে আছে তাদের মনে। জানার জন্যে উন্মুখ। কাজেই তাদেরকে পারলারে এসে বসতে অনুরোধ করল কিশোর।

'যতটা মনে করেছিলাম, তারচেয়ে অনেক বেশি জটিল আর বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল এই মিস্ট্রি উইকএন্ডটা,' কিশোর বলল। 'মজার ব্যাপার হলো, রহস্যের অর্ধেকটা ভুয়া, বাকি অর্ধেকটা আসল।'

'পরিকল্পনাটা কার?' জানতে চাইল ইভা।

হাসল কিশোর। 'ভুয়া রহস্যটা আমাদের বানানো—আমি, রবিন, মুসা আর জিনা বসে বানিয়েছি। আমাদের ভাড়া করে আনা হয়েছিল একটা নকল রহস্যের জন্ম দিতে। তা-ই দিয়েছিলাম। জায়গায় জায়গায় সূত্রও ফেলে রেখেছিলাম।'

'তাই তো বলি!' ইভা বলল। 'আমার ক্যামেরা আর ঘড়ি চুরিটাও তাহলে ভুয়া?'

'না, ওটা আসল,' কিশোর বলল। 'আমার মনে হয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আপনার জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন। চোরগুলোকে যেহেতু ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জিনিস আপনি পাবেন।'

'তারমানে সত্যি ডাকাতি হয়েছিল আমার ঘরে!' চিৎকার করে বলতে গিয়েও কণ্ঠস্বর তাড়াতাড়ি খাদে নামিয়ে ফেলল ইভা। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে সময় লাগল তার। জিজ্ঞেস করল, 'এই আসল ডাকাতিটা কার কাজ?'

'এলান।' কি ভাবে কি ঘটেছে খুলে বলল কিশোর। মাঝে মাঝে তাকে কথা

জুগিয়ে দিল মুসা আর রবিন।

'বার্গলার কিটটা কে রেখেছিল তোমাদের ঘরে?'

'ওয়াগনার। আন্তাবলে লুকিয়ে থাকত সে। পুরো অপারেশন পরিচালনা করছিল ওখানে থেকে। তাকে সহায়তা করত জন।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'আমার ঘরে চুরুটের ধোঁয়ার রহস্যটা ভেদ হলো এতক্ষণে।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'ভুল করে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছিল ওয়াগনার। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা আমাদের ঘরে রাখতে চেয়েছিল। যখন বুঝল, ওটা তোমার ঘর, সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়ল।'

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ফিলিপ। সঙ্গে দুজন পুলিশ অফিসার। মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে আপনার চোর, অফিসার। অ্যারেস্ট করুন ওকে। জিনার হারটা ও-ই চুরি করেছে।'

কেউ বাধা দেবার আগেই এসে মুসার হাত মুচড়ে পেছনে নিয়ে গিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল দুই অফিসার।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'এটা কি করলেন?'

'ভেবেছিলে, পার পেয়ে যাবে,' সাফল্যের হাসি হাসল ফিলিপ। 'অত সহজ না। ফিলিপের কাছ থেকে মুক্তি নেই। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে কেমন ধরে ফেললাম, দেখলে তো?' খালি একটা ক্যান্ডির বাক্স বের করে দেখাল সে। 'এটাই তোমার কাল হলো। সবচেয়ে বড় সূত্র।'

তাকিয়ে আছে সবাই ওর দিকে। শোনার জন্যে।

সবার মুখের দিকে এক এক করে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে, 'জিনার ঘরে পেয়েছি এটা। তোমার ভোজনপ্রীতি আমার নজর এড়ায়নি। খাবারের প্রতি অতিরিক্ত লোভ তোমার জারিজুরি আজ সব খতম করে দিল। প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আমার, তোমার ওপর। জিনার হারটা চুরি করার সময় ক্যান্ডির বাক্সটা নজরে পড়েছিল তোমার। লোভ সামলাতে না পেরে খেয়ে ফেলেছিলে সব। জিনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছে, একটা ক্যান্ডিও ছুঁয়ে দেখেনি সে। তাহলে কে খেল? বুঝলাম, তুমি ছাড়া আর কেউ না।'

হেসে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল কিশোর আর রবিন। জিনাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ ফিলিপ। ধীরে ধীরে বুঝতে পারল ভুলটা। 'দাঁড়াও দাঁড়াও! তারমানে বলতে চাইছ, ভুয়া রহস্য ছিল ওটা? তোমরা চেয়েছিলে, খালি বাক্সটা পেয়ে গিয়ে আমি মুসাকেই সন্দেহ করি?'

হাসতে শুরু করল সবাই।

উঠে গিয়ে ফিলিপের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। 'তবে রহস্যটা আপনি ঠিকই ভেদ করে ফেলেছেন, ফিলিপ। সত্যিকারের জবাবটাই জেনেছেন। আসল হলে মুসার জেল খাটা এখন কেউ ঠেকাতে পারত না।'

হাসল ফিলিপ। তবে উজ্জ্বল নেই আর হাসিটা। বলল, 'হ্যাঁ, ভুয়া অপরাধের শুদ্ধ সমাধান!'

হাসল কিশোর। 'দুঃখ কেন, ফিলিপ? টাকা তো দিয়েছিলেন সাজানো অপরাধ সমাধান করার জন্যেই। আসল না হওয়াতেই কি এত হতাশা?'

অবশেষে হাসি ফুটল ফিলিপের মুখে। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। যাই হোক, পয়সাটা তো উসুল হলো। তা ছাড়া, গোয়েন্দা হিসেবে আমি যে খুব ভাল, প্রমাণ হয়ে গেল সেটাও।'

-: শেষ :-

amsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com©